খোকা।

হরিকে ডাকিলে আসে খোকা,
খোকাকে ডাকিলে আসে হরি ;
মম হরি খোকা এক অঙ্গ
কি সৌন্দর্য্য আহা মরি মরি।

অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

কলিকাতা।

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, সিটীবুক ডিপজিটরী, হইতে
প্রকাশিত।

সংবৎ ১৯৫৯।

Printed by K. P Chakravarti,
JAYANTI PRESS,
25, Pataldanga, Street Calcutta



Binoy Bhusan Dasgupta

ভূমিকা।

আমি সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিতা না হইলেও নিতান্ত অপরিচিতা নহি। কিন্তু আমি পূর্ব্বে যেমন ছিলাম, এখন আর তেমন নাই। আমার হৃদয়-রাজ্যে বিষম রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটন হইয়া গিয়াছে। ঘটনা যে কি তাহা "খোকা" পাঠ করিলেই "খোকা" পাঠক-পাঠিকাগণ কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে আজ শোকসমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে আমার হৃদয় আজ যে বেদনায় ব্যথিত তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে পুত্রশোকে উন্মাদিনীর ন্যায় খোকা পুস্তকে তাহার চেষ্টা করিয়াছি বটে কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা পাঠক-

পাঠিকাদিগের বিচারাধীন। তের বৎসর ছয় মাসের পুত্র "বিনয়ভূষণকে" হারাইয়া আমি সংজ্ঞাশূন্য, শক্তিশূন্য হইয়া "খোকা" পুস্তক লিখিয়াছি লিখিবার সময় করুণ-রস ব্যতীত অন্য কোনও রসের প্রতি আদৌ দৃষ্টি ছিল না। অতএব খোকাতে মনোহারিত্ব কিছুই নাই। মাতৃহৃদয় হইতে পুত্রশোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে যে সকল কবিতালহরী উত্থিত হইয়াছে, খোকাতে তাহাই প্রকটিত হইল "খোকা" পাঠে যদি একজন শোকাতুরা জননীরও এক বিন্দু অশ্রু শুষ্ক হয়, একটী মানব-মনও দ্রব হয়, তবেই খোকা কৃতার্থ হইবে।

১০ই শ্রাবণ
১৩০৯ } আমি খোকার হতভাগিনী মাতা।

উপহার পত্র।

এই লও প্রিয়তম। আনিয়াছি খোকা,
হাসি খুসী নাই শোক-অশ্রুজলে মাখা।
যে খোকা লইয়া কোলে এ বার বৎসর,
হেরিয়াছি চারিদিকে সুখ-সরোবর।
এ খোকা সে খোকা তব নহে প্রিয়তম!
এ শুধু বিষাদ গীতি শোক-চিহ্ন মম
তোমারো আমারি মত শোক-দগ্ধ প্রাণ।
অবশ্য বাসিবে ভাল এ বিষাদ গান।

শ্রীচরণাশ্রিতা
শ্রীমতী অম্বুজা।

খোকা।

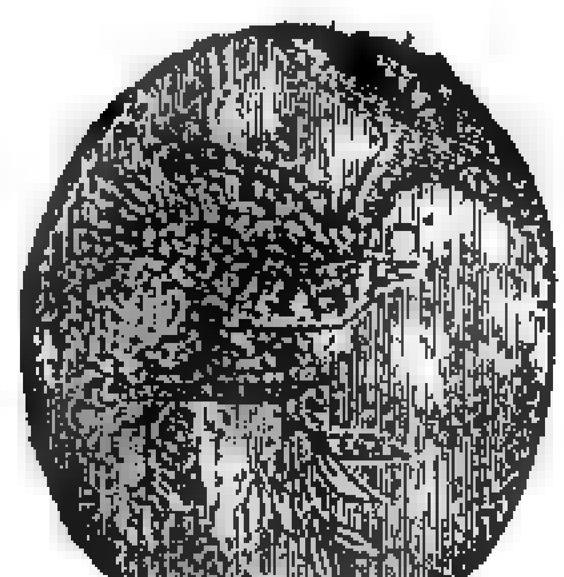
আত্মার মঙ্গল।

হে দেব! জীবনলীলা করি পরিহার
চলিল স্বরগ ধামে বিনয় আমার।
হে পিতঃ! হে পরমেশ! ভকত-বৎসল!
জীবের আশ্রয়স্থল! আত্মাব মঙ্গল!
ত্যজি ধন, ত্যজি জন, শিশু মম যায়,
ডেকে লও ডেকে লও স্নেহ মমতায়।
হে প্রভো! হে বিভো! ভব-সিন্ধুর কাণ্ডারি!
ভরেশ! ভৈরব-ভীম-ভব-ভয়-হারি!
নিতান্ত চলিল শিশু তোমাব আশ্রমে,
সুবাস কবিয়ে রেখো চরণ-কুসুমে।
নিবেদন করে তা'র দুঃখিনী জননী,
তাপিত সে শিশুটীরে কোলে লও তুমি।
আহা, কত কষ্ট পেয়ে মোর সে গিয়েছে চলে,
তুলে লও কোলে প্রভু! তুলে লও কোলে।

জীবের ভরসা তুমি জীবনে মরণে,
চরণে যেতেছে শিশু রাখিও চরণে।
জগন্নাথ, জগবন্ধু জগতজীবন!
দীনবন্ধু! প্রিয় তব দীন হীন জন।
চলিল গো দীননাথ! শিশু দীন হীন,
রোগানলে দগ্ধীভূত বদন মলিন,—
তোমার চরণতলে, চৈতন্যস্বরূপ!
একমাত্র শান্তিদাতা একমাত্র ভূপ!
আশীর্ব্বাদ করি আমি নয়নের জলে
তব কাছে পাঠালেম তুমি লও কোলে
জগদীশ, সে আমার হৃদয়ের ধন
দিলাম তোমার পদে করি সমর্পণ।
জীবেব অলঙ্ঘনীয় নিয়তি-নিয়ম,
লঙ্ঘন হউক ইচ্ছা নাহি প্রিয়তম!
গেল শিশু তব কাছে শোক নাহি তায়,
তুমি তারে স্থান দিও চরণ-ছায়ায়।
রোগে দুঃখে শান্তিহারা শিশু অসহায়,
চলিল তোমাব পদে শান্তির আশায়
আত্মার উপরে তার নিত্য নিরঞ্জন!
শান্তির সন্তোষ-উৎস কর বরিষণ।

পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী ত্যজিয়া সকলে,
শরণ লইল তব চরণ-কমলে ;
ত্যজি রবি শশী ত্যজি বন্ধুদলে,
শরণ লইল তব চরণ কমলে।
হে শুভ! হে শিব! সনাতন সুধাকর!
হে অনন্ত! হে অব্যয়! হে সত্য শঙ্কর!
চরণ-সরোজে তারে এক বিন্দু স্থান
সৃষ্টি-স্থিতিকারী হরি! করহ প্রদান।
তোমার নিকটে যাবে আর কারে ভয়?
অভয় আনন্দ দান করহ অব্যয়।
বড় আদরের সে যে বড় সোহাগের,
বড় আবদারে সে যে অগাধ স্নেহের।
তোমার নিকটে যাবে এই ভরসায়
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া দিলাম বিদায়
রোগ জ্বালা দুর্ব্বলতা সব হবে দূর,
আনন্দ-আলয়ে পাবে আনন্দ প্রচুর।
কি বলিব দুঃখ-কথা প্রভু ভগবান্!
সেই জ্যেষ্ঠ সেই শ্রেষ্ঠ সেই সে প্রধান
সন্তানের মধ্যে মম সব জান তুমি,
অন্তরযামীর কাছে কি জানাব আমি।

তথাপি তাহাতে দুঃখ করি না ঈশ্বর।
তুমি তারে সুখ শান্তি দাও নিরন্তর।
আমি পাপী মহাপাপী মহা দুঃখানলে
অবশ্য হৃদয় মম যাইবেক জ্বলে।
হৃদয় হউক মম পুড়ে ছারখার,
তাহারে রাখিও সুখে মিনতি আমার।
আত্মাতে আনন্দ তার উঠুক বিকাশি,
বসন্ত কুসুমে যথা সুবাসের রাশি।
অতৃপ্তি-অভাব-পূর্ণ অনিত্য এ ভব,
বিষতুল্য যাবতীয় বিষয় বিভব।
অল্পকালে ত্যজি সব পবিত্র বালক
চলিল তোমার কাছে পৃথিবীপালক!
সুশীল সুবোধ সে যে ধার্ম্মিক সরল,
জগদীশ! কর তার আত্মার মঙ্গল।

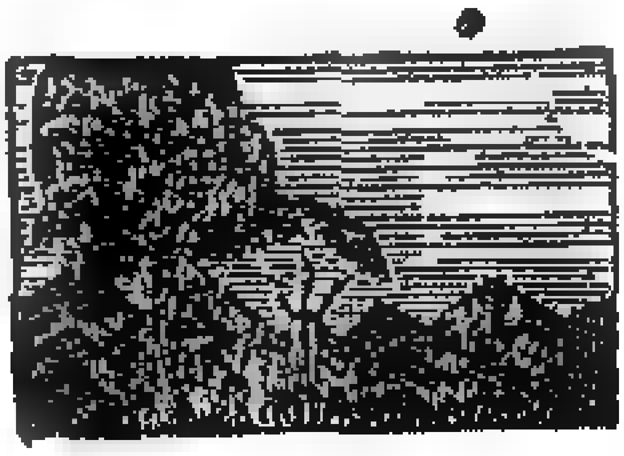


চলেছ কোথায়?

কেন খোকা! ভূমিতলে করেছ শয়ন?
স্ফুরিত অধর-পাতা মুদিত নয়ন।
সোণার মাণিক তুমি সোণার গোপাল,
কোটরে পড়েছে চক্ষু ভেঙ্গে গেছে গাল।
হয়েছে কঙ্কালময় সমস্ত শরীর,
অচল নাড়ীর গতি সর্ব্ব অঙ্গ স্থির।
পিন্ধনে রয়েছে এক মলিন বসন,
একটী গরম সার্টে দেহ আচ্ছাদন।
মাদুরে বাঁধিয়া সবে নিতেছে তোমায়,
এ বেশে প্রাণের খোকা চলেছ কোথায়?

কাল রাত্রি।

সেই রাত্রি কালরাত্রি যে রাত্রে আমার
শ্মশানে পড়িল ছিঁড়ি প্রীতি ফুল হার।
সেই রাত্রি কালরাত্রি যে রাত্রে আমার
নিবেছে সুখের বাতি হয়েছে আঁধার
সেই রাত্রি কালরাত্রি যে রাত্রে আমার
খোকার শরীর পুড়ি হইল অঙ্গার।
সেই রাত্রি কালরাত্রি যে রাত্রে আমার
হইল সাথের সাথী ঘোর হাহাকার
সেই রাত্রি কালরাত্রি যে রাত্রে আমার
মধুর মা, মা, মা ডাক উঠেছে খোকার।
সেই রাত্রি কালরাত্রি যে রাত্রে আমার
হয়েছে ভূষণ সম অশ্রুবারিধার,
সেই রাত্রি কালরাত্রি যে রাত্রে আমার
শূন্য কোলে বসিলাম খোকা নাই আর।



লিখিব কেমনে ?

লিখিব কেমনে,
খোকা নাই খোকা নাই কাগজ কলমে
শোন রে জগৎ শুন শুন প্রতিবাসিগণ ।
শুয়েছে আমার খোকা শশ্মান শয়নে।
এ কথা পরাণ ধরি লিখিব কেমনে।

লিখিব কেমনে ?
শোন্ তোরা শোন্ সবে, খোকা আর নাহি ভবে
খোকারে পোড়া'য়ে ছাই করেছে আগুনে
এ কথা লোকের কাছে লিখিব কেমনে ?

হায় ! লিখিব কেমনে ?
হারায়ে সোণার ছেলে ভাসিতেছি নেত্র জলে
আঁকিয়া শোকের চিহ্ন সুখের জীবনে,
এ সব লোকের কাছে লিখিব কেমনে ?

আজ, লিখিব কেমনে ?
যে ছিল রে কোলভরা, তাহারে হয়েছি হারা,
তথাপি পাষাণী আছি বাঁচিয়া পরাণে
এ কথা লিপির মধ্যে লিখিব কেমনে ?

লিখিব কেমনে ?

বিনয় মুকুল মণি, তিন পুত্রে আমি ধনী
মৃত্যুরে সঁপিয়া দিয়া বিনয়ভূষণে
দহিতেছি দিবানিশি পুত্রশোকাগুনে
তাহা লিখিব কেমনে ?

কাল ছিনু ভাগ্যবতী, আজ মম কি দুর্গতি,
হাহাকার করিতেছি শয়নে স্বপনে,
এ কথা লোকের কাছে লিখিব কেমনে ?

কাল ছিল হাসি মুখ, আজ মোর ভাঙ্গা বুক,
চূণ কালী পড়িয়াছে প্রফুল্ল বদনে,
হেন কথা কালামুখী লিখিব কেমনে ?

লিখিব কেমনে ?

সবে বলিয়াছে মোরে, হাসিয়া পাগল করে
বিষণ্ণ করেনা মুখ শয়নে স্বপনে,
সেই আমি ম্লানমুখী কাঁদি রাত্রি দিনে ?
এ কথা লোকের কাছে লিখিব কেমনে ?

কে নিয়ে পালায় ?

আহা বাবা বলে না ত কথা
কি কর বৈদ্য ডাক্তার! সর্ব্বনাশ হয় আমার,
ছিঁড়িয়া পড়ে যে স্নেহ-লতা
সর সবে সরে যাও, আমায় দেখিতে দাও,
যায় মম জীবনের সুখ।
যাই যাই আমি যাই, মরা মুখে চুমো খাই,
ভাল করে দেখি চাঁদ মুখ
আহা: খোকা হইলি কেমন ?
এই ■ ঔষধ খেয়ে শান্ত হয়ে ছিলি শুয়ে
এই দেখি মৃত্যুর লক্ষণ।
আহা! খোকা হইলি কেমন ?
বল গো ডাক্তার বল, কি হইল কি হইল,
খোকা কবে কোথায় গমন ?
কি করি এখন আমি হায়!
খোকা যে বলে না কথা, মেলে না আঁখির পাতা,
কিছুই ত খেতে নাহি চায়।
আহা খোকা কোন খানে যায় ?
খোকা যে প্রাণের খোকা, অমৃত-স্নেহেতে ঢাকা,
তারে আজ কে নিযে পলায়

এ সময়।

ঐ যে গোঁঙরায় খোকা ঐ যে গোঁঙরায়
এখনও তনুত্যাগ হয়নি বাবার,
প্রাণ ফেটে যায় উহু প্রাণ ফেটে যায়
হৃদয় ভাঙ্গিয়া বুঝি হোল চুরমার ;
দেবতা সত্যই যদি হও দয়াময়
রক্ষা কর আসি মোরে এমন সময়।

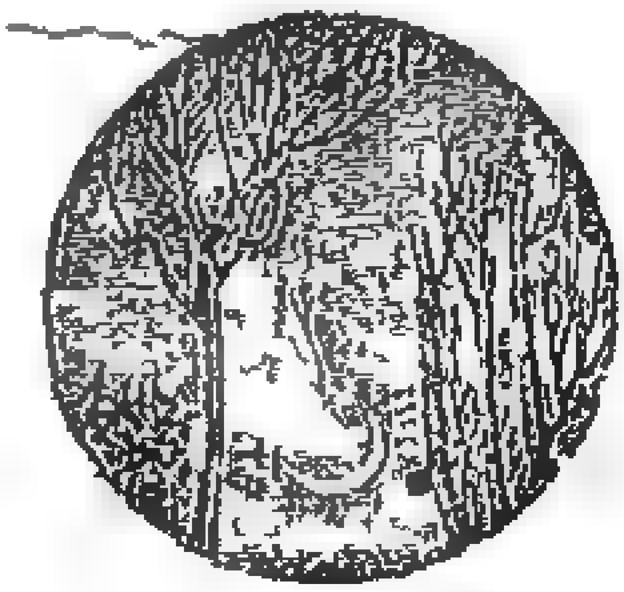


পূজার পোষাক।

এন না আমার কাছে পূজার পোষাক,
দেখিলে ও সব প্রাণ পুড়ে হবে খাক্
দেখিতে চাহিনা আমি ওসব জিনিষ।
নাহি মম সুখশান্তি, প্রাণভরা বিষ
নাচিবে মুকুলমণি পোষাক পরিয়া,
খেলিবে মুকুলগণি খেলনা লইয়া,
পূজার পোষাক পরি ছোট খোকা মোর
হেসে কুট পাট হবে আনন্দে বিভোর।
সুনীতি সুরুচি পরি গহনা কাপড়
ছুটাছুটি করিবেক প্রফুল্ল অন্তর।
যদিও সুখের ইহা তথাপি আমার
বহিবে এ সব দেখি চোখে অশ্রুধার
খোকার পোষাক আর খোকার খেলনা
এবার আমার আর কিনিতে হবে না

হয়েছি অস্থির।

আজ বড় হয়েছি অস্থির,
দয়াময় দীনবন্ধু, প্রেমময় কৃপাসিন্ধু
বল প্রভু! কিসে হব স্থির?
আজ বড় মনে পড়ে তায়,
তুমি প্রভু তার বেশে, পারশে দাঁড়াও এসে
দেখি যেন নয়ন জুড়ায়।
সে ত মোর গেছে চির তরে
তুমি তার রূপ ধরি, এস প্রভু! এস হরি!
মা বলিয়ে ডাকহ আমারে।

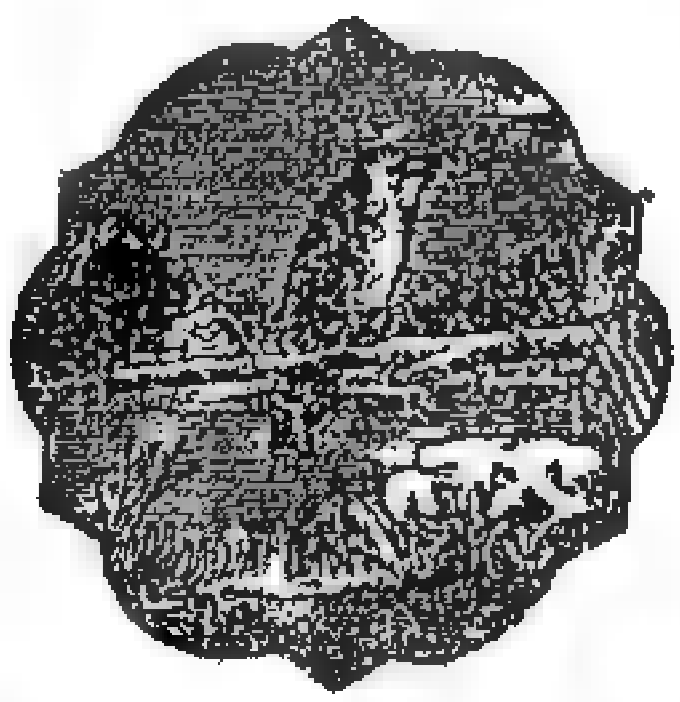


ঠাণ্ডা জল।

যখনই ঠাণ্ডা জল তুলে লই হাতে,
তখনই প্রাণ মম হু হু করি কাঁদে,
কে তোরে শীতল বলে ওরে ঠাণ্ডা জল!
আমার নিকটে তুই জ্বলন্ত অনল
দারুণ তৃষ্ণায় হয়ে অত্যন্ত বিকল
খোকা মোর চেয়েছিল এক বিন্দু জল;
তখন হইয়াছিল নিশি দ্বিপ্রহর,
সর্দ্দির ভয়েতে আমি হইয়া কাতর
সে মুখে একটু জল দিলাম না হায়!
কি কষ্ট পাইল খোকা জল-পিপাসায়।
অবশেষে পিপাসায় হইয়া কাতর—
"জল দিয়ে মুছে দে মা মুখের ভিতর"—
এই কথা বার বার বলিল আমায়,
তখন তাহাও আমি দিলাম না হায়!
বলিল সে জল দাও মুখ ধুয়ে ফেলি,
তাহা শুনি পিতা তার তারে দিল গালি।
জল দিতে যাচ্ছিলাম গ্লাস হাতে লয়ে,
স্বামীর নিষেধ শুনি দিলাম না ভয়ে।

অবশেষে খোকা মোর কহিল কাতরে—
ঔষধই একটুকু দে মা বেশী ক'রে,
হোমিওপ্যাথিক আছে ঔষধ বোতলে,
বেশী করে একটুকু দে আমার গালে।
গেলাম ঔষধ দিতে গ্লাস হাতে ক'রে,
ঢালিতে ঔষধটুকু গেল বেশী প'ড়ে ;
হা কপাল! বোতলের কাকখানি খুলে
বেশী সে ঔষধটুকু রাখিলাম ঢেলে
ঔষধ ঢালিয়া যদি রাখিলাম আমি,
কি ভাবিল খোকা মোর জানে অন্তর্যামী।
মুখখানি বাঁকাইয়া কহিল কাতরে—
একটু ঔষধো বেশী দিলি মা আমারে।
না দিলি যা দিবি তাই দে দেখি সত্বর,
তৃষ্ণায় যেতেছে জিহ্বা হয়ে জড়সড়।
খোকার কথায় কিছু উত্তর না দিয়ে
সে মুখে ঔষধটুকু দিলাম ঢালিয়ে।
সে ঔষধটুকু করি সরবত জ্ঞান
পরম আনন্দে খোকা করিলেক পান।
আবার কহিল খোকা তুই ঘণ্টা পরে—
ঔষধ ঢালিয়া তুই দিস্ মা আমারে।

অহো ! নিদারুণ বিধি কপাল আমার,
সেই দুই ঘণ্টা তার আসিল না আর
আমিও শুলেম গিয়ে খোকাকে শো'য়ায়ে,
জেগে দেখি খোকা আছে জবঞ্চ বন্ধ হয়ে,
তদবধি জল মম অগ্নির সমান,
সাধ্য মতে ঠাণ্ডা জল নাহি করি পান



* জবাব

মৃত্যু মুখ দেখিয়া।

আহাহাহা খোকা। বাবা। প্রাণাধিক ধন,
এত দিনে সব কষ্ট হ'ল নিবারণ।
এখন ছাড়িয়া গেছে নিদারুণ জ্বর,
উঠে বোস চেয়ে দেখ করহ উত্তর।
সেরে গেছে জ্বর গেছে পিপাসার জ্বালা,
রোগের চিন্তায় আর হব না উতলা।
ফ্লানেলের গঞ্জি জামা দাও দূরে ফেলে
স্নান করে এস বাপ। সুশীতল জলে।
বহুদিন পরে আজ ভাল বস্তু খাও
কাঁঠাল খেজুর আম, খিচুরী পোলাও
প্রাণ ভরে খাজা গজা খাও যাদুমনি।
আর আমি বলিব না দুরক্ষর বাণী।
সেরে গেছে জ্বর বাবা। আর কাকে ভয়?
বিদ্যা শিক্ষা কর, কর সুখে দিগ্বিজয়।
চলহ তোমারে নিয়ে আমেরিকা যাই,
চিত্রবিদ্যা শিল্পকর্ম্ম কতই শিখাই
বাবারে বিনয়। তুমি রাজার কুমার,
যাহা ইচ্ছা তাহা কর কিসের বিচার?

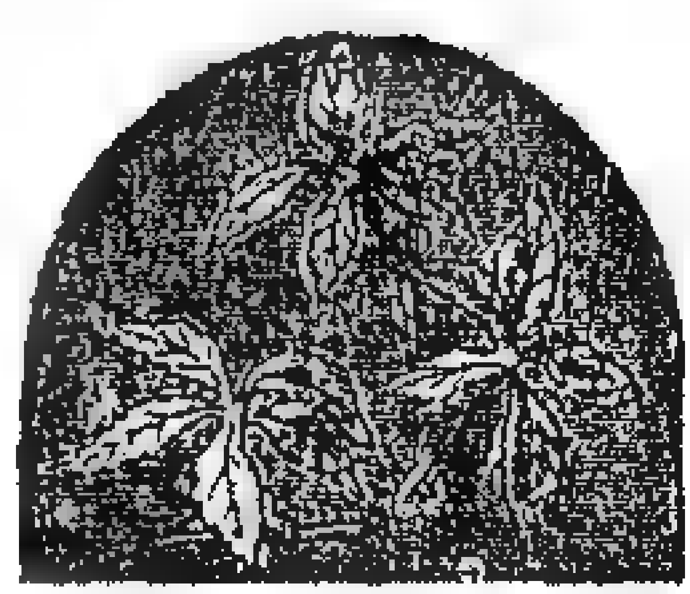
দেশ ভ্রমণেতে তব বড় ছিল মন,
পার নাই বাছা! তাহা ব্যাধির কারণ।
এখন ত রোগ গেছে উঠ বাপ! তুমি,
দেশ ভ্রমণেতে যাও টাকা দিব আমি।*
বড় সাধ ছিল তব দার্জ্জিলিঙে যাবে,
প্রকৃতির চারু শোভা নয়নে দেখিবে।
মুখ ধুতে চেয়েছিলে একটুকু জল,
উঠে বোস জল খাও হইবে শীতল।
শীতল হয়েছে অঙ্গ জ্বর সারিয়াছে,
আর ত কাসনা খোকা! কাসিও সেরেছে
মলত্যাগ নাহি কর তিন ঘণ্টা হয়,
পেটের অসুখ তব সেরেছে নিশ্চয়
উঠে বস উঠে বস ওরে বাপধন!
ভূতলে পড়িয়া কেন অমূল্য রতন।

---

* খোকা আরোগ্যলাভ করিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইবে, এবং টাকা পিতার নিকট হইতে না লইয়া আমার নিকট হইতে লইবে, সর্ব্বদা এইরূপ আলাপ করিত।

স্বপনে খোকা।

কাল নিশিযোগে খোকা! স্বপ্নের ভিতরে
আমারে ডাকিয়াছিলে মা, মা, মা, মা ক'রে।
তোমারে পাইয়া বুকে আমি অভাগিনী,
মনে মনে স্মবিলাম দেব চক্রপাণি।
কিছুক্ষণ পরে হায়! নিঠুর বিধাতা
কাড়িয়া লইয়া গেল বুকে গাঁথা লতা।
প্রভাতের কলরবে ভেঙ্গে গেল ঘুম,
দেবতা লইল কাড়ি স্নেহের কুসুম



স্বপ্নে মন্ত্রপ্রাপ্তি *

সেই যে কি অদভুত দেখেছি স্বপনে,
আজও সে মধুকথা জাগে মনে মনে,
অন্তরীক্ষে থাকি মোরে প্রভু ভগবান্,
একটী মধুর মন্ত্র করিলেন দান,
বলিলেন এই মন্ত্রে ডাকিলে আমায়,
উদয় হইব আসি বিপদ সময়।
তাঁহারই স্তোত্র সেটী আটাশ অক্ষর,
অতি সুললিত ভাষা দুইটী ছত্তর
তদবধি সেই মন্ত্র করি উচ্চারণ
বিপদ সময়ে কৃষ্ণে করি আবাহন
এই মন্ত্রে ডাকিলেই কাটিত বিপদ,
যন্ত্রণার শেষ হ'ত, হইত সম্পদ ;
নিরাশ হইনি তার মৃত্যুকাল বই,
কিন্তু দুঃখ মৃত্যুকালে ডাকিলাম কৈ ?
তখন ছিলনা মম ডাকার শকতি,
অটল-বিশ্বাস-পূর্ণ গভীর ভকতি।

* সত্যমূলক ঘটনা

সেই কালে মহাপ্রভু, বলিলেন মোরে
"খোকার হইল মৃত্যু যাই আমি ছেড়ে"।
আড়াই বৎসর পরে করি আর্ত্তনাদ
প্রথম কাঁদিনু সেই হারাইয়া নাথ।
অবিশ্বাসী হইলাম নাস্তিকের মত,
জগন্নাথে ভর্ৎসিলাম করি নানা মত।
গাইলাম সকরুণে যথা তথা যাই,
জগৎ ঈশ্বরশূন্য জগন্নাথ নাই।
প্রভুর পবিত্র চিত্র ছিল মম ঘরে,
ছিন্ন ভিন্ন করি তাহা ফেলিলাম দূরে।
শোকের প্রথমে আমি হইয়া ব্যাকুল,
অনন্ত ঈশ্বরে নিন্দি করিলাম ভুল,
হেন ভুল এ জীবনে হয় নাই আর,
তখন দ্বিগুণ শোক হইল আমার
একে পুত্রশোক তায় হরির বিরহে,
অগ্নিশিখা সম মন দিবানিশি দহে।
ঈশ্বর-বিশ্বাস যদি হ'ল অন্তর্হিত,
দারুণ আঁধারে মগ্ন হইল জগত,
হৃদয় হইয়া গেল মরুর সমান,
সরস মানস হ'ল কঠিন পাষাণ,

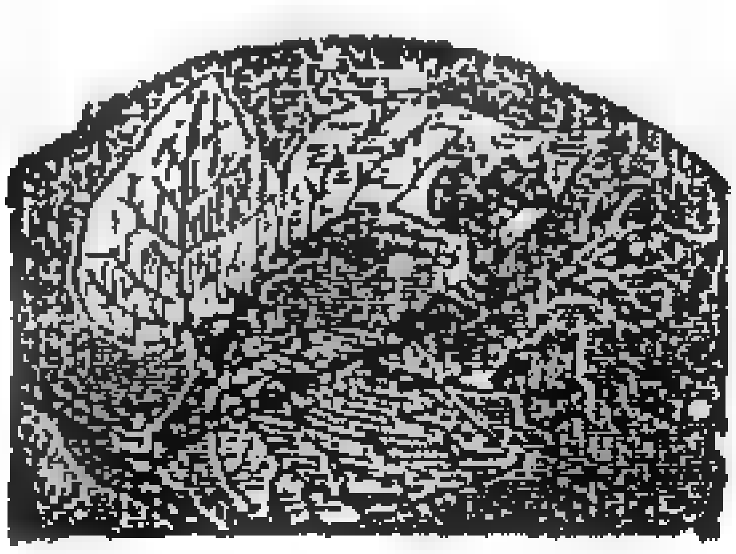
মহাভয় উপস্থিত হইল হৃদয়ে,
কে যেন আসিয়ে মোরে কোথা যায় লয়ে
লৌহদণ্ড হস্তে করি যমের কিঙ্কর,
আমার নিকটে যেন ভ্রমে নিরন্তর
প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে কাঁপে কলেবর,
হায়রে। কি মহাদুঃখী অবিশ্বাসী নর।
অসময়ে হারাইয়ে ঈশ্বর-বিশ্বাস
দ্বিগুণ হইল শোক চিন্তা হা হুতাশ।
ক্রমে ক্রমে হইলাম উন্মাদের মত,
কত দুঃখ পাইলাম বর্ণিব তা কত।
পড়িল হৃদয়ে বজ্র একি হ'ল দায়,
ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস বন্ধ বুঝি প্রাণ যায়;
নেহারিয়া দুঃখিনীর এ হেন দুর্গতি
আবার করুণ দৃষ্টি করিল শ্রীপতি।
প্রভুকে ডাকিতে ইচ্ছা হইল আবার,
হইল নীরস প্রাণে রসের সঞ্চার।
নির্জ্জনে বসিয়া পুনঃ দুই হাত তুলি
ডাকিলাম দয়াময়। দয়াময়। বলি
বলিলাম—এস প্রভু। নচেৎ এ প্রাণ
নিদারুণ শোকে ভেঙ্গে হয় শত খান,

বিশ্বাস হারায়ে মোর এ হেন-দুর্গতি,
ক্ষমা কর জগন্নাথ জগতের পতি!
তুমি যদি থাক প্রভু! কি করিবে শোকে?
তোমারে পাইলে শোক সহ্য করি বুকে
পুত্র ত চলিয়া গেছে পাইব না আর,
সহ্য শক্তি দাও প্রভু! হৃদয়ে আমার।
দয়ার সাগর তুমি থাকিতে শ্রীহরি,
পুত্রশোকে প্রাণ যাবে লাজে দুঃখে মরি।
এইরূপ বার বার করিতে প্রার্থনা
সদয় হইল প্রভু পূরিল বাসনা
আবার পাইনু মনে হারানো বিশ্বাস,
সরস হইল ধরা দূরে গেল ত্রাস
এখন হৃদয়ে নিয়ে পুত্রশোকরাশি
প্রভুর পারশে বসি কাঁদি দিবানিশি।

হৃদয়াসনে।

শূন্য এ আমার হৃদয় আসনে
আজি কে দেবতা আসিল!
তাঁহার পরশে জড় অচেতন
চিত্ত আমার জাগিল ১
অবশ অজ্ঞান দুর্ব্বল বিহ্বল
মানস যে ছিল মরিয়া,
আজিকে কাহার চরণ-পরশে
সবলে উঠিল নাচিয়া ২
শশ্মান-পবাণে অলি গুঞ্জরিল
কুসুম উঠিল ফুটিয়া,
শোকাশ্রু ফেলিতে কে দিল সান্ত্বনা
সুধা-নদী গেল বহিয়া। ৩।
শোকের আঁধারে এ আলোক-রশ্মি
দেখাইল পথ অচেনা,
কাহার চরণ-পরশে পাইল
এ সুপ্ত জীবন চেতনা
কাহার এ স্নেহ? কাহার এ দয়া
কাহার এ কৃপা জানি না,

স্পর্শমাত্র গেল টুটি মায়া-বাঁধ
বিষম বিষয় বাসনা ৫
অমৃত পরশে অমর হইনু
মরণ রহিল মরিয়া,
এ দগ্ধ হৃদয় শীতল হইল
শোকানল গেল নিবিয়া। ৬।
চিনেছি তোমায় ওহে দয়াময়!
হৃদয়-আসনে হেরিয়া,
শোকের সাগরে ডুবিয়া মরিয়া
তোমায় গেছিনু ভুলিয়া। ৭
আসিয়া এ শূন্য হৃদয়-আসনে
প্রকাশিলা দেব মাধুরী'
গেল শোক তাপ ভাবনা বিলাপ
জয় জয় হোক তোমারি। ৮



শ্রীক্ষেত্রের দেবতা জগন্নাথের প্রতি।*

প্রভু জগন্নাথ ?
এস মোর এস কাছে, শুন যত কথা আছে,
ত্যজিও না দেখিয়া অনাথ।

১

এ অনাথ কে করিল মোরে ?
কোথা ছিলে সে সময়, যে সময় খোকা যায়
পারিলেনা রক্ষা করিবারে।

২

ধিক্ তোমা ধিক্ জগন্নাথ ?
কি কথা দিছিলে মোরে, এবে দোষ প্রকৃতিরে,
তুমিই এ ভবের উৎপাত।

---

* এই কবিতায় যে সকল কথা লেখা হইয়াছে তাহার একটীও মিথ্যা নহে। খোকার ব্যারাম অবস্থাতে ৺জগন্নাথের সঙ্গে আমার এমন ভাব এবং তাঁহার উপর এমন বিশ্বাস হইয়াছিল যে, খোকার মৃত্যুর পর আমি ৺ জগন্নাথকে ধিক্ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না শ্রীক্ষেত্রেই খোকার প্রথম-ব্যামো হয়।

৩

বুঝিতে কি বাকি আছে আর
তুমি পুণ্য তুমি পাপ, তুমি শান্তি পরিতাপ,
খেলা তব এ বিশ্ব-সংসার।

৪

তুমি প্রভু নহ দয়াময়
সন্তান মারিয়া ফেলা, এ খেলা তোমারি খেলা,
তোমা বিনে কে হেন নিদয় ?

৫

কি হইল বিপদভঞ্জন।
যখন কাতর খোকা, সাক্ষাৎ দিয়েছ দেখা,
বলিয়াছ আশ্বাস-বচন।

৬

সে আশ্বাসে করিয়া বিশ্বাস
বলিতাম জোড় করি, খোকারে বাঁচাবে হরি,
কেহ নাহি হইও নিরাশ।

৭

যখনি ডেকেছি জগন্নাথ,
তখনি নিকটে আসি, নিজ রূপ পরকাশি,
প্রদানিছ বিমল প্রসাদ

৮

মনে কি পড়ে না জগন্নাথ!
যখন যে ভয় পেয়ে, ডাকিয়াছি নাম লয়ে,
তখনই পেয়েছি সাক্ষাৎ।

৯

এখন কি ভুলেছ সে বাণী?
"নাই ভয় নাই ভয়, আছি আমি দয়াময়
অসময়ে ডেকো মোরে তুমি।

১০

মনে আছে আর কত কথা
বলিলে সে সব কথা, এবে হয় বাচালতা
লোকে নিন্দা করিবে অযথা।

১১

সকলি স্বপন সম হ'ল
কি কব লোকের কাছে, কহিতে কি মুখ আছে,
সত্য কথা মিথ্যা হ'য়ে গেল।

১২

সকলি জানিছ সর্ব্বময়!
তোমার আশ্বাস-বাণী, আজিও যে কাণে শুনি,
তুমি ত জানিছ এ হৃদয়।

১৩

দিয়েছিলে অটল বিশ্বাস
সে বিশ্বাসে ভর করি, ছিলাম জীবন ধরি,
খোকাকেও দিতাম আশ্বাস।

১৪

খোকা ত কহিত কত কথা।
"মা মোরে এবার কভু, ভবে রাখিবে না বিভু,
চলে যাব বিভু আছে যথা।"

১৫

সে কথা না শুনিতাম আমি
হেসে কহিতাম, হাঁরে, খোকা তুই বোকা রে।
মিথ্যা কবে জগন্নাথ বাণী।

১৬

যখন যন্ত্রণা হ'ত ভারি
তখন ডাকিয়া মোরে, কহিত কাতর স্বরে,
"ডাক ডাক জগন্নাথ হরি।"

১৭

অমনি করিয়া যোড় হাত
হরির শিক্ষিত নামে, ডাকিতাম প্রাণপণে,
তৎক্ষণায় খণ্ডিত উৎপাত।

১৮

কভু মিথ্যা নহে দেবাদেশ
খোকা তুমি না মরিবে, অবশ্য আরোগ্য হবে,
শীঘ্র তব কষ্ট হবে শেষ।

১৯

এই কথা কহিতাম সদা,
শুনিয়া সে খোকা মোর, আহ্লাদে হইতে ভোর
ভাবিত সত্যই মোর কথা

২০

সেই জগন্নাথ তুমি প্রভু,
মরণ সময় তার, বিশ্বাস নিলে আমার
ফিরে আর না চাহিলে কভু।

২১

মরণের এক মাস আগে,
তোমায় পাইনি ডেকে, বল দিতে দূর থেকে
ভয় নাই বলিতে শ্রীমুখে

২২

মরণের কুড়ি দিন আগে,
স্বপনে দেখিনু চেয়ে, তুমি গেলে পাছু দিয়ে,
বিষণ্ণ বদনে মহাদুখে।

২৩

এত দিন বাঁচায়ে সঙ্কটে,
শেষকালে যাবে প্রভু, ইহা ত বলনি কভু,
তব যোগ্য কাজ ইহা বটে।

২৪

কিন্তু প্রভু দোষিনা তোমায়,
খোকাকে ছাড়িয়া তুমি, দুঃখিত জগৎস্বামী,
আভাসে ত বলেছ আমায়।

২৫

কিন্তু নাথ! দোষিব কাহায়,
প্রকৃতি তোমারি পদে, নিযম তোমারি হাতে,
জনম মরণ তব ছায়

২৬

কি অসাধ্য তব জগন্নাথ!
খোকাকে ছাড়িয়া যেতে, দুঃখ যদি হ'ল চিতে
ছেড়ে কেন গেলে অকস্মাৎ?

২৭

তুমিই ত ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর,
তুমি অন্ত তুমি আদি, তুমি শ্রোতা তুমি বাদী,
তোমারি রচিত চরাচর।

২৮

তবে কেন এ কাজ করিলে ?
দাসীরে বিশ্বাস দিয়ে, নিলে তাহা অসময়ে,
সে সময় মন্ত্র ভুলাইলে।

২৯

ডেকেছি যা মুখের সে ডাক,
সে বিশ্বাস হ'ল শোক, ভক্তিতে হইল ভোগ,
প্রার্থনায় হ'ল ঘৃণা রাগ

৩০

বলেছিলে ডাকিও আমারে
খোকার মরণকালে, বিশ্বাস কাড়িয়া নিলে,
অবিশ্বাসে ডাকি কি প্রকারে।

৩১

যদি খোকা মরিবে নিশ্চিত,
মৃতদেহ রাখি ঘরে, ডাকিব ছ মাস ধ'রে,
জগন্নাথ জগত-পূজিত।

৩২

এই ছিল মনের কল্পনা,
খোকার মরণকালে, সে কল্পনা গেল টলে,
শোকে হইলাম অন্যমনা।

৩৩

বাঁচাইতে যদি না পারিবে,
তবে কেন এ বিশ্বাস, দিয়েছিলে এত আশ,
তাই ভাবি হৃদয় দহিবে।

৩৪

মরা বাঁচা আছে সর্ব্ব ঘরে,
যত ছেলে মেয়ে হবে, সকলি বাঁচিয়া রবে,
হেন আশা কেবা কবে করে।

৩৫

জন্মিলে মরিতে হয় জানি,
শুন প্রভু দয়াময়, মরণে করি না ভয়,
জগতে মরণশীল প্রাণী

৩৬

কিন্তু প্রভু এ দুঃখ কাহার,
আড়াই বৎসর ধরি, জানিতে দিলেনা হরি,
মৃত্যুরোগ(ই) হয়েছিল তার।

৩৭

দিন দিন অলস দুর্ব্বল,
অস্থি চর্ম্ম সার দেহ, জ্বালা তাতে অহরহ,
বাতাসেও হয়নি শীতল।

৩৮

কি দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বর
মুহূর্ত্ত কালের তরে, পরিত্যাগ হ'ল না' যে,
তবু মম অটল অন্তর

৩৯

টলি নাই তোমার সাহসে,
অটল বিশ্বাস দিয়া, বেঁধেছিলে স্থির হিয়া,
কাঁদি নাই কভু হা হুতাশে

৪০

ওহে প্রভু দুঃখ-নিবারণ !
এবে আমি চিন্তি তাই, যে বিশ্বাসে ফল নাই,
সে বিশ্বাসে কিবা প্রয়োজন ?*

৪১

এ বিশ্বাস না দিলে আমারে
গলাটি ধ'রে খোকার, কাঁদিতাম একবার
বলিতাম যাস্‌নারে ছেড়ে

* ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বিনা ঔষধেই ব্যাধি আরোগ্য হয় কিন্তু যে বিশ্বাসে রোগ আরোগ্য হইল না, সে বিশ্বাসে কি প্রয়োজন ছিল।

৪২

তোমারে নির্ভর করি হরি!
রহিলাম এত দিন, হ'যে অন্য-চিন্তাহীন,
তথাপি এলে না দয়া করি

৪৩

একদিন বলিল সে মোরে
'মা, বৈদ্যনাথের* পায়, ফেলিয়া রাখ আমায়,
তা হইলে যাবে জ্বর ছেড়ে।

৪৪

উত্তর দিলাম আমি তারে
জগন্নাথ জগবন্ধু প্রেমময় প্রীতিসিন্ধু
আছ তুমি তাঁর পদোপরে

৪৫

ভয় কি তোমার বাবা! আর,
বিপদেতে যিনি বন্ধু, তিনি এ বিপদ-সিন্ধু;
অনায়াসে করিবেন পার

৪৬

শুনি খোকা নীরবে রহিল,
কি ভাবিল তুমি জান, অন্তর্যামী ভগবান্!
তব ভাব কে ভবে বুঝিল?

* বৈদ্যনাথের প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ।

৪৭

তাই বড় দুঃখ হয় চিত্তে,
নিলে প্রভু নিলে নিলে, কেন আশা দিয়েছিলে
আমি ত বলিনি, আশা দিতে।

৪৮

কেন দিলে অটল বিশ্বাস
খোকার হইল রোগ, স্মরিয়া করম-ভোগ,
করিতে দিলে না হা হুতাশ।

৫০

এক দিকে শোক মম, নাথ!
অন্য দিকে তব কথা, মনে করে পাই ব্যথা,
মরার উপরে বজ্রাঘাত।

৫১

কেন প্রভু এ লীলা করিলে?
মরি তাই ভেবে ভেবে কি দশা আমার হবে
কি কারণে আমায় দহিলে?

করহ বিধান।

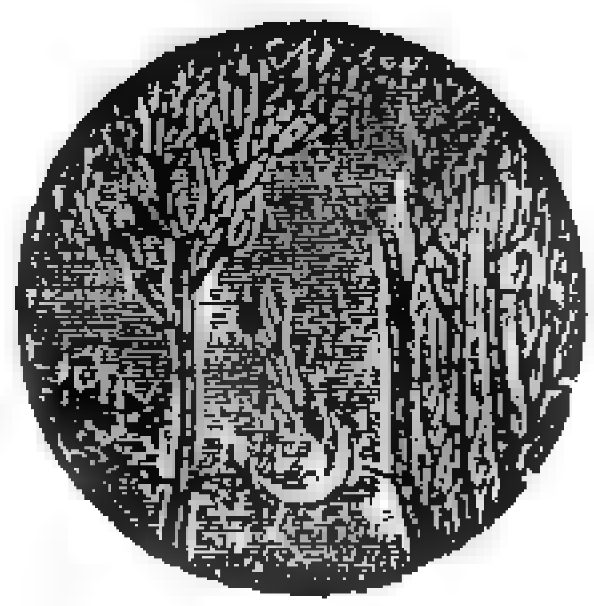
প্রাণাধিক খোকা তুমি আছরে কেমন ?
হযেছি ব্যাকুল আমি তোমার কারণ
ভাল কি হয়েছে যাদু পাযের বেদনা,*
আর ত তেমনতর পিপাসা হয় না ?
এখানে যে হয়েছিলে অস্থিচর্ম্ম সার,
সেখানে কি অঙ্গে মাংস হয়েছে তোমার ?
প্রাণাধিক খোকা তুমি কি খাও এখন ?
কে দেয় এখন তোমা করিয়া রন্ধন
যে দেশে গিয়েছ খোকা! সে দেশ কেমন ?
পাও কিরে দুধ মাছ মনের মতন ?
সে দেশে কাঁঠাল করে এদেশের ন্যায,
যা তুমি বড়ই ভাল বেসেছ হেথায়
খোকা রে! সেখানে কিবে পাকা আম আছে ?
অনন্ত আকাশ-মার্গে দেবতার গাছে!
খোকা রে! কাঁদিয়া ছিলি আম দুধ খেতে,
কত না চাহিয়া ছিলি কাঁঠাল খাইতে

* মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে পায়ে একটা "গুল" দেওয়া হইয়াছিল মৃত্যুর তিন দিন অগ্রে "গুলের" নীচে ভয়ানক বেদনা হইয়াছিল

এ জীবনে যদি তোরে একবার পাই
আমদুধ খেতে দিয়া জীবন জুড়াই।
কোন দেশে আছ খোকা কোন খানে আছ ?
মার কথা মনে আছে কিম্বা ভুলিয়াছ ?
কোথায় আছেন খোকা প্রভু জগন্নাথ,
পাও কি এখন তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ ?
তাঁর কাছে আছ তুমি আমার বিশ্বাস,
কে জানাবে সত্য কথা কে পুরাবে আশ।
খোকা তুমি জগন্নাথে করিও জিজ্ঞাসা,
কি পাপে মায়ের তব হোল হেন দশা।
কেমন সে "আত্মভূম" বল খোকা বল,
সে দেশের লোক কিরে ধার্ম্মিক সরল।
একাকী বালক দেখি কেহ ত তোমারে
অন্যায় করিয়া কভু হিংসা নাহি করে
সূক্ষ্ম দেহে এবে তোমা কেমন দেখায় ?
আমার ত দেখিবার নাহিক উপায়।
দেখিতে তোমায় খোকা বড়ই বাসনা,
জগন্নাথ করেছেন আমায় বঞ্চনা।
তন্দ্রার আবেশে মোরে অবশ করিয়া,
তোমার মুখের কথা নিলেন কাড়িয়া।

তন্দ্রার ভিতরে আমি করিনু শ্রবণ,—
অর্দ্ধস্ফুট স্বরে তুমি করিছ ক্রন্দন।
খোকা, খোকা ডাকিলাম জাগি তন্দ্রা হতে,
আমি ত জানি না, কথা পার না কহিতে।
কালনিদ্রা-ভরে পুন হইয়া বিহ্বল,
আশ্রয় করিনু গিয়া পুন শয্যাতল।
আবার ক্রন্দন-শব্দ শুনিয়া তোমার,
বাবা, বাবা ডাকিলাম উঠি পুনর্ব্বার।
তখনও জগন্নাথ দিল মোরে ফাঁকি,
কিছু নাহি বুঝিলাম আমি হতভাগী।
ওরে খোকা! জবন্ধ হযেছে তোমার,
কেমনে মায়ের ডাকে সাড়া দিবে আর।
কি জন্যে কাঁদিলে খোকা কি তুমি চাহিলে,
অভাগী মায়েরে তাহা বলিযা না গেলে
যত দিন মার তব রহিবে জীবন,
ততদিন অর্দ্ধস্ফুট শুনিবে ক্রন্দন।
বড় কি অস্থির খোকা হয়েছিল প্রাণ,
অজ্ঞান হইয়া ছিলে কিম্বা ছিল জ্ঞান।
ডাকিয়াছিলাম আমি বাবা, বাবা, বলি
তাহা কি শুনিয়াছিলে সোণার পুতুলি!

কাহারে জিজ্ঞাসা করি কে দিবে উত্তর,
জগন্নাথ! জগবন্ধু! গুণের সাগর!
জগন্নাথ বিনে আর না দেখি উপায়,
জগন্নাথ সদুত্তর দিবেন আমায়
অবশ্যই এ কথার পাইব উত্তর
বিশ্বাস করিয়া থাকি আশার উপর,
খোকাকে হইয়া হাবা শোক করি বটে,
কিন্তু খোকা সুখে আছে বিভুর নিকটে।
তুমি লইয়াছ বিভু তোমার সন্তান,
তাহাতে পুড়িয়া কেন যায় মোর প্রাণ।
ভকতবৎসল হরি প্রভু ভগবান!
খোকারে অক্ষয় স্বর্গ করহ বিধান।



হাঁরে নিদ্রা।

হাঁরে নিদ্রা! আজ তুই গেছিস্ কোথায়?
খোকার মৃত্যুর পূর্ব্বে শত বাহু দ্বারা;
আমার নয়ন দুটী ধরেছিলি হায়,
এবে ত্যজেছিস্ দেখি পুত্রশোকাতুরা

১

ধিক্ নিদ্রা ধিক্ তোরে দেই শতবার,
যে দুঃখ আমাকে তুই দিলি অকারণ;
এ জীবনে ঘুচিবেনা সে দুঃখ আমার,
এই ভাবে চিরকাল করিব ক্রন্দন।

২

এত নিদ্রা কোন দিন ছিলনা এ চোখে,
যত নিদ্রা হয়েছিল সেই সে সময়;
যে সময় খোকা মোর যায় স্বর্গলোকে,
হইয়া ভবের কাছে অনন্ত বিদায়।

৩

সে সময় নিদ্র তুমি না আসিতে যদি,
জানিতাম কিসে খোকা হইল অজ্ঞান;
ভুগিতে হ'ত না হেন দুঃখ নিরবধি,
খোকাও শান্তিতে বুঝি ত্যজিত পরাণ।

নিদ্রাতে অজ্ঞান করি পিতা মাতা তার,
খোকার কথা ও জ্ঞান নিল ভগবান্ ;
আমার চৈতন্য কেন হইল আবার,
তেমনি নিদ্রায় কেন না গেল এ প্রাণ।

৫

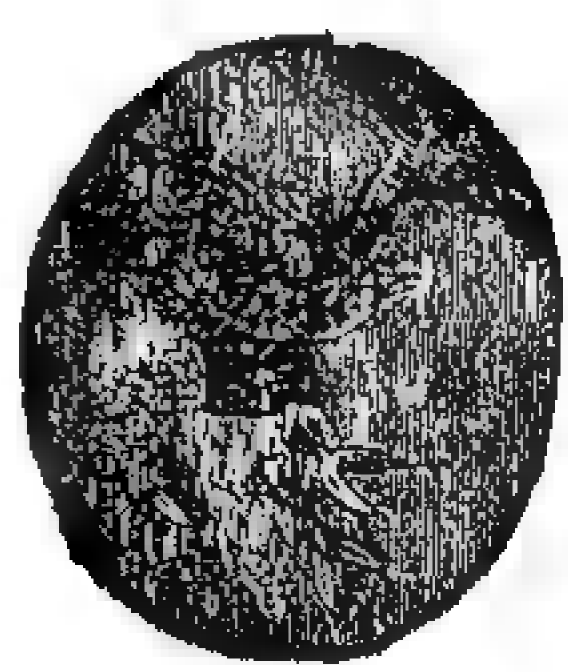
এক সঙ্গে ঘুমালেম খোকা আর আমি,
খোকার চৈতন্য আর হোল না হা বিধি !
আমার চৈতন্য কেন দিলে বিশ্ব-স্বামী,
আজ পুত্র-শোকাতুরা কিসে পাবে গতি ?

জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।

সেই যে কাঁদিয়াছিল জ্ঞানে কি অজ্ঞানে ?
সে শব্দ এখনো যেন বাতাসে মিশিয়া,
অন্তস্তল ভেদী মম পশিছে শ্রবণে,
প্রতিদণ্ডে রক্তবিন্দু লইছে শুষিয়া।

১

সেই যে ক্রন্দন শব্দ ভুলিব না আর,
যত দিন ধরাধামে রহিব বাঁচিয়া,
ঝরিবে নয়নপ্রান্তে নয়ন আসার,
বহিবে নিশ্বাস দীর্ঘ রহিয়া রহিয়া।



শাল।

এখানে পড়িয়া কেন ওরে প্রিয় শাল।
কোথায় গিয়েছে মম সোণার গো'পাল ?
নিশি দিন গায়ে দিয়ে এই শাল খানি,
থাকিত আমার সেই নয়নের মণি।
হাতে নিয়ে শাল তোরে পরম আদরে,
খোকার শ্মশানে পড়ি কাঁদি উচ্চস্বরে।
খোকার গায়েব গন্ধ তোর গায়ে পাই,
এ গন্ধ জগতে আব কোন স্থানে নাই।
শাল গায়ে দিয়ে খোকা দ্বিতলের ঘরে,
শুয়ে বসে থাকিত বে পালঙ্ক-উপরে।
অভাগী জননী আমি দেখিতাম চেয়ে,
আজি সে কোথায় মোর গেল মিলাইয়ে।
এই শাল গায়ে দিয়ে ওরে বাপ ধন,
পিতার কোলের মধ্যে ত্যজেছ জীবন।
ওরে প্রিয় শাল তুই খোকাকে লইয়ে,
থাকিতিস্ ঘরে মোর শোভা বাড়াইয়ে।
এখন কি খোকা মম আছে তোর কোলে,
খোকা। খোকা। নিরুত্তর খোকা গেছে চলে।

রূপার গ্লাস।

কে করিয়া দিল তোর যত শোভা লয় ?
আজ কেন গ্লাস তুই নিরানন্দময়।
গত কল্য খোকা তোতে লাগাইয়া মুখ,
জল পান করি সুখে জুড়ায়েছে বুক।
এখনো রয়েছে তোতে এক বিন্দু জল,
এটুকু আমার কাছে সুধা ও গরল।
খোকার মুখের জল আদরের বটে,
আবার তা দেখি প্রাণ হুহু করি উঠে।
খোকার পালঙ্কে তুই থাকিতিস্ তোলা,
আজ তোরে কে ফেলিল করি অবহেলা।
কেহ যদি তোরে স্পর্শ করিত কখন,
বলিত সে তারে কত কর্কশ বচন।
যে ঘরে থাকিত খোকা সেই ঘরে তোরে,
স্বহস্তে রাখিয়া দিত কত যত্ন করে।
আজ তুই অযতনে রয়েছিস্ পড়ে,
তাহা দেখি কি প্রকারে আছি প্রাণধরে।
আয় গ্লাস তোরে নিয়ে বুকের ভিতর,
কাঁদিয়া জুড়াই এই তাপিত অন্তর।

চামচ।

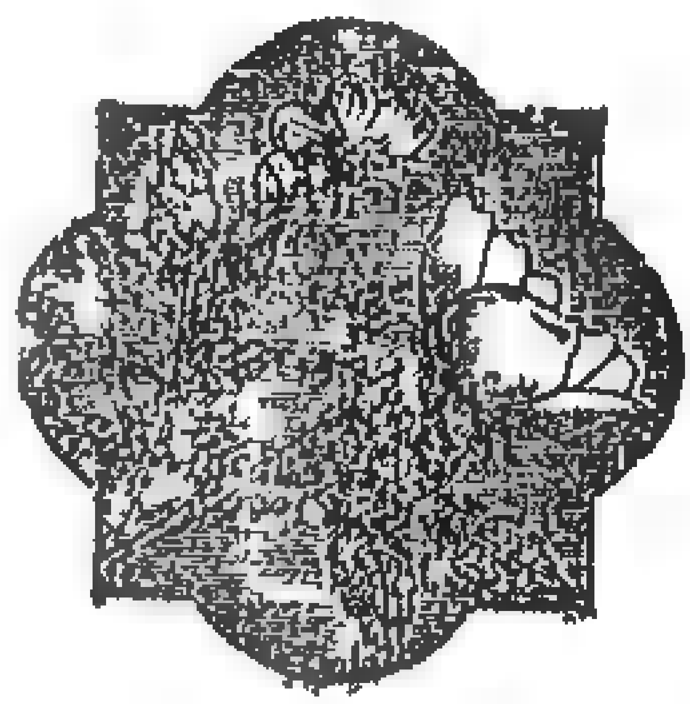
এ চামচখানি খোকা হাতে তুলে নিয়ে,
খাবার খাইত কত আসনে বসিয়ে।
চামচ্ রে! অভাগীরে বল সত্য কথা,
তুই কি জানিস্ কিছু খোকার বারতা।
যে চাঁদের করে তুই হয়েছিস্ ক্ষয়,
সে চাঁদ এখন বল্ কোথায় উদয়।
কি দুর্দ্দশা আজ তোর করি দরশন,
তোরও কি হয়েছে শোক আমার মতন?
তোরও কিরে মনে আছে গিরিডির কথা,
খোকার সে লীলা খেলা পুরী কলিকাতা
চামচ রে! নর-ভাগ্যে নিদারুণ বিধি,
জননী হারায় তাই কন্যা পুত্র নিধি;
কত যত্নে কত কষ্টে করিয়া পালন,
মৃত্যুর কবলে পুন করে বিসর্জ্জন।
চামচ রে! খোকা মোর আজো তোরে লয়ে,
খেয়েছে মেলিন্স্ ফুড্ বিছানায় শুয়ে।
মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হায় রে কপাল,
খেয়েছে বেঞ্জারস্ ফুড্ সোণার গোপাল!

চামচ রে! খোকা মম গিয়েছে কোথায় ?
কোন খানে গেলে আমি পাইব তাহায়।
ভূত-ভবিষ্যৎ স্রষ্টা প্রভু ভগবান্,
কেনই বা জন্ম মৃত্যু করিল বিধান।
অসময়ে পুত্ররত্ন কে নিল রে হরি,
কাঙ্গালিনী অবোধিনী কাঁদি কারে ধরি।
জানি না কে সে রতন দিয়েছিল মোরে,
তাহাও জানি না আজি কে লইল কেড়ে।
আপনি সে রত্নে মোরে করে রত্নবতী,
আপনি কাড়িয়া নিল ত্রিলোকের পতি।
কেন প্রভু হেন ধন দিয়েছিল মোরে,
কেনই বা কেড়ে নিল দীনে দান ক'রে।
দয়াময়! কেন হেন নিদয় হইয়া,
হৃদয়ের মাংস মম নিল খসাইয়া।
জগতের সুখে মোরে করিয়া বঞ্চিত
বিধাতা শুষিয়া নিল বুকের শোণিত।
হৃদয়ের মাংস গেল রক্ত ধমনীর
পাষাণহৃদয়া আমি তবু আছি স্থির।
চামচ্ আয় রে তোরে হৃদাসনে রাখি,
খোকার হাতের দাগ আছে কি না দেখি।

জুতা।

এখানে যে এ কাহার পরিত্যক্ত জুতা,
জুতা হেরি মনে হয় কত দুঃখ কথা।
সেই যে রসুই ঘরে মধ্যাহ্ন সময়,
শ্রীক্ষেত্রে, আসিল খোকা জুতা করি ক্রয়।
কতই যে খুসী খোকা জুতা পায় দিয়ে,
খোকা রে! সে জুতা গেলি কারে বিলাইয়ে।
এই জুতা পায় দিয়ে মৃত্যুর দিবস,
খোকা মম করিয়াছে কতই হরষ।
আদরে পালঙ্কতলে রাখি নিজ জুতা,
শয়ন করিয়া খোকা পলাইলি কোথা?
যেখানে সেখানে যেতে জুতা দিতে পায়,
আজ বাবা! জুতা ছাড়ি গিয়াছ কোথায়?
জুতা ফেলি হইতে না ঘরের বাহির,
সে কথা স্মরণে আজ বুক হয় চির
সকলে তোমারে লয়ে পোড়াইতে গেল,
যথা জুতা রেখেছিলে তথাই রহিল
আজ আমি অভাগিনী সেই জুতা লয়ে,
খোকা খোকা বলে কাঁদি মাথা আছাড়িয়ে।

খোকাও আমাকে আর করিবি না দয়া,
আমারও এক বিন্দু কমিবে না মায়া।
কি হবে এখন হায় কি করি উপায়,
কোন খানে যাব আমি, সে গেছে কোথায়?



খোকার খেলনা।

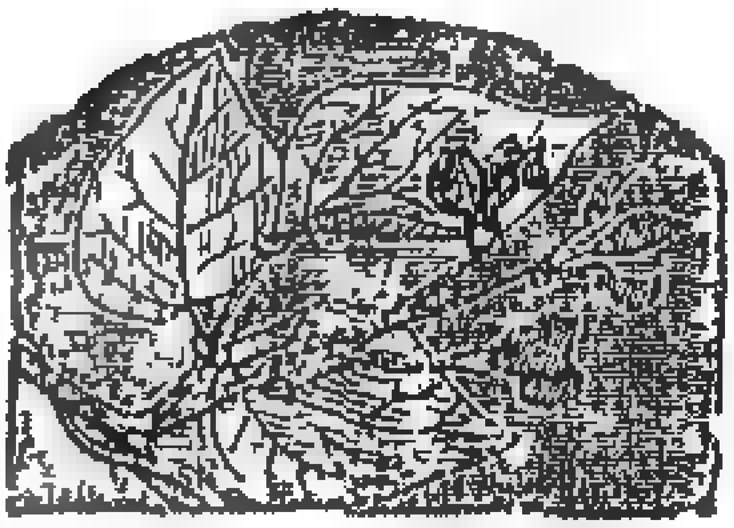
কে তোরা খেলিস্ এ যে খোকার খেলনা,
ছুস্‌নে ছুস্‌নে ওরে প্রাণে সহিবে না।
এ খেলনা খোকার যে অতি যতনের,
ছুস্‌নে ছুস্‌নে ইহা নহে রে তোদের।
তুলিস্ না ও খেলনা রাখ্ চাপা দিয়ে,
দেখিলে মনের অগ্নি উঠিবে জ্বলিয়ে
কি কবিস্ কি করিস্ বাপ্ রে মুকুল।
তুলিস্ না ও খেলনা করিস্ না ভুল।
তুমি কি জান না উহা দাদার খেলনা,
দাদার খেলনা মণি, তুমিও নিও না।
সুনীতি সুরুচি আজি বিষণ্ণবদন,
দাদার খেলনা নিযে করিছে ক্রন্দন।
ছোট খোকা ছোট খুকী ছুস্ না রে ওটী,
খোকা রাখিয়াছে কত করে পরিপাটী।
কাগজের বাক্স উহা ভিতরে উহার,
রহিয়াছে মূল্যবান্ খোকার ষ্টীমার;

খোকা উহা কিনিয়াছে মরিবার আগে,
কদিনের কথা তাহা আজো প্রাণে জাগে
মা, মা বলে খোকা মোরে কাছে ডেকে নিয়ে,
দেখালো ষ্টীমারখানি যতন করিয়ে
"বুঝিলি মা" ? "বুঝিলি মা" ? বলি বার বার,
খোকা মোর চেয়ে দেখে বদন আমার
যে কলে ষ্টীমার যাবে জলেতে চলিয়া,
সে কলের কত কথা দিল বুঝাইয়া।
করিত খেলনা গুলি বড়ই যতন,
সবাকেই হাত দিতে করিত বারণ।
শূন্য ঘরে কোন দিন রাখিয়া না দিত,
যখন যে খানে যেত সঙ্গে নিয়ে যেত
এই যে বাক্সের মধ্যে সেই সে ষ্টীমার,
ছুঁসনে ছুঁসনে কেহ মিনতি আমার।
রাখিব জীবন ভরি করিয়া যতন,
মধ্যে মধ্যে বুকে করি করিব ক্রন্দন।
খেলিত ষ্টীমার খানি সোণা হাতে ধরি,
দেখিব হাতের চিহ্ন নিরীক্ষণ করি
কোথায় তেত্রিশ কোটি পবিত্র দেবতা।
ছিন্ন কর ছিন্ন কর কঠিন মমতা

কোথায় ব্রাহ্মের ব্রহ্ম খ্রীষ্টানের যিশু,
শোকানলে ভস্ম হই রক্ষা কর আশু
অতি গুরু পুত্রশোক লঘু এ জীবন,
প্রাণ যায় প্রাণ যায় কবহ রক্ষণ।

আসন।

ঐই যে পড়িয়া হায় ধূলা কাদা-মাখা,
বসুই ঘরেতে আছে এক কোণ ঢাকা।
জান কি তোমরা এই আসন কাহার ?
এ আসন আমার সে বিনয় খোকার।
যখনি এখানে আসি দেখি চেয়ে চেয়ে,
কখনো বা কাঁদি বসে হাতে তুলে নিয়ে



সকলি খোকার।

যে দিকে যা দেখি চেয়ে সকলি খোকার,
খোকার(ই) তোষক গদী টেবিল চেয়াব।
খোকার(ই) কাগজ কলী লেখাব লেখনী,
খোকার(ই) আসন পীড়ি ডাবর পিক্‌দানী।
খোকারই ডেস্ক বাক্স আল্‌না আল্‌মারা,
খোকারই পাঁজী পুথী যত ঘড়ি ছুরী
সবগুলি মাদুরেতে বসিযাছে খোকা,
দালানের গায়ে চিত্র খোকারই আঁকা
সমস্ত বিছানা পত্র আমার খোকাব,
সমস্ত বালিশ করিয়াছে ব্যবহাব
গৃহ মম পূর্ণ তার পিরাণ চাপ্‌কানে,
খোকারই ছেঁড়া জুতা এ কোণে সে কোণে
যত লেপ আলোয়ান দিয়েছে সে গায়,
স্তূপাকৃত মোজা তাব গড়াগড়ি য য।
অযতনে পড়ে আছে কুম্ফর্টারগুলি,
কথনো ফেলিয়া দেই কভু রাখি তুলি।
সব থালাতেই খোকা খাইত খাবাব,
বাড়ীব বেকাবগুলি সকল(ই) তাহার

গণিয়া দেখিত খোকা বাটী গুলি নিয়ে,
আমাব আমার বলি রাখিত তুলিয়ে
যত ঘটী গাড়ু আছে বাড়ীতে আমার,
সকলি ত করিয়াছে খোকা ব্যবহার
যত চৌকী যত খাট আছে মম ঘরে,
শয়ন করিত খোকা সবাব উপরে।
সব মশারির তলে শুইয়াছে খোকা,
সমস্ত বাড়ীতে মম খোকাধন মাখা।
হেন খোকা ছাড়ি আমি রহিব কেমনে,
আত্মহত্যা করিতেও ঘৃণা হয মনে
শয়নে স্বপনে মনে জাগে সেই মুখ,
শয়নে স্বপনে করে ধড়্ফড়্ বুক।
শীতেও খোকার কথা জাগে মনে মনে,
গ্রীষ্মেও পরাণ কাঁদে খোকার কারণে।
বসন্তকালেব চারু সৌন্দর্য্য হেরিয়া,
হুহু করি কাঁদে মন খোকার লাগিয়া
হেমন্তেও হাহাকার কুবে এ হৃদয়,
দয়াময়! কোথা মম খোকা সুখময়?
শ্যামল সন্ধ্যার রূপ করি দরশন,
কি ভাবিয়া কাঁদে মন খোকার কাবণ।

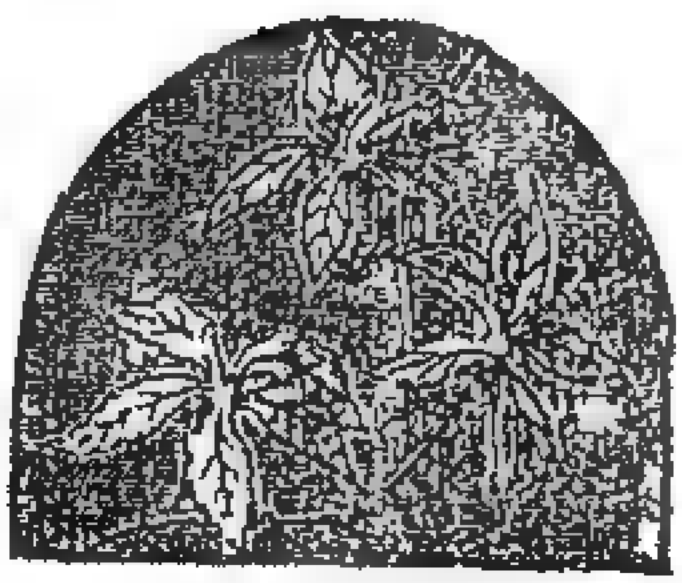
খোকার কারণ মন শীতল প্রভাতে,
মৃতপ্রায হয়, দুঃখে হাহাকবি কাঁদে।
না দেখি খোকাব মুখ মধ্যাহ্ন সময,
জ্বলন্ত অনল সম জ্বলে এ হৃদয়
হায রে এ দগ্ধ প্রাণ অপরাহ্ণ কালে,
অস্থির হইয়া উঠে খোকা খোকা বলে
নিদ্রায় কি জাগবণে শান্তি সুখ নাই,
কি করি কি করি আজ কোন খানে যাই
বৃক্ষতলে গেলে মম মনে পড়ে তায়,
সে সৌন্দর্য্য মনে হয় নদীর শোভায়
পুকুবের উপকূল করিলে দর্শন,
কত কথা মনে পড়ে কেঁদে উঠে মন।
পুকুবের তীবে বসি খোকা যে আমার,
কত চেষ্টা করিযাছে মৎস্য ধরিবার।
চাকর মাবিত মৎস্য ছিপ লয়ে হাতে,
খোকা পরামর্শ দিত থাকিয়া পশ্চাতে।
সে সকল ছিপ এবে গেছে হারাইয়ে,
ভৃত্যগণ বসে আছে অবসর পেয়ে
খোকারই যত দাস দাসী চাকরাণী,
খোকারই ভাই ভগ্নী জনক জননী

খোকার গায়ের গন্ধ আজো যায় নাই,
আজো সে পায়ের চিহ্ন পাওপোষে পাই।
ওই যে খোকার বাক্স পাঁজি পুথী ভরা,
আর ভরা আছে ওতে টাকা ভরা তোড়া।
দে টাকা, দে টাকা, বলি করি আব্দার,
কত টাকা নিয়েছে যে বিনয় আমার
কি কব দুঃখের কথা মরিবার আগে,
ক' দিনের কথা তাহা আজো প্রাণে জাগে।
বলিল সে—"মা গো টাকা কর্জ্জ লইয়াছ,
সুদ দিতে হবে তার তা কি ভুলিয়াছ"।
আমি বলিলাম তাই কি দেখাস্ ভয়,
জানি টাকা কর্জ্জ নিলে সুদ দিতে হয়
এত বলি দুটী টাকা একটী দুয়ানী,
দিলাম আদরে, নিল পেতে হাত খানি
পূর্ব্বে যদি জানি তার দুই দিন পরে,
চলিয়া যাইবে খোকা অভাগীরে ছেড়ে
তা' হলে দিতাম টাকা দুই চার শত,
অত টাকা পেলে তার সুখ হ'ত কত।
ছিল এ হৃদয়ে খোকা স্নেহের কমল,
যে দিকে যা দেখি চেয়ে খোকার(ই) সকল

হেন খোকা ছেড়ে আমি রয়েছি সংসারে,
আমার কর্ম্মের দোষ দোষিব কাহারে।
যে হাতে লিখেছি আমি তার জন্ম কথা,
সেই হাতে লিখি তার মৃত্যুর কবিতা।
পুত্র রত্ন হারাইয়া আজ এ অকালে,
হাহাকার করি ঘুরি বনে ও জঙ্গলে।
আজ মনে হইতেছে কৌশল্যার কথা,
আজ প্রাণে বুঝিতেছি কৌশল্যার ব্যথা।
কাল পুত্র রাজা হবে আজ অধিবাস,
হেন কালে অকস্মাৎ হ'ল বনবাস।
আমারও হইয়াছে কৌশল্যার দশা,
তের বৎসরের পুত্র মন ভরা আশা।
কত দেশে যাবে খোকা কত বড় হবে,
রাজা হবে, সবে মোরে রাজমাতা কবে।
রাজরাণী ভগবান্ করেছেন মোরে,
রাজমাতা বলে খ্যাত হব চরাচরে
এই আশা চিরকাল ছিল রে আমার,
হঠাৎ কপাল পুড়ি হইল অঙ্গার।
খোকার সকলি আছে খোকা শুধু নাই,
খোকা স্বর্গে গেছে আমি শোক-গাথা গাই।

পূর্ব্বে জানিতাম বিশ্ব শোভার আধার,
এবে দেখি বিশ্ব ভরা শুধু হাহাকার
পূর্ব্বে জানিতাম বিশ্বে সকল(ই) আমার,
এবে দেখি বিশ্বে মম শুধু হাহাকার।
আমার এ রবি তারা খোকারই ছিল,
নচেৎ খোকার সঙ্গে কেন নিভে গেল।
আমার এ দেহ স্বাস্থ্য খোকারই ছিল,
নচেৎ খোকার সঙ্গে কেন ভেঙ্গে গেল।
আমার সে হাসি খুসী প্রবন্ধ কবিতা,
আমার সে আশা ইচ্ছা কার্য্যের যোগ্যতা,
সকলি খোকার সঙ্গে নিয়েছে বিদায়,
এ সব খোকার(ই) ছিল ভাবে জানা যায়।
নিকুঞ্জ কাননে কল কোকিলার গান,
গিরি সরোবর নদী চন্দ্র জ্যোতিষ্মান্‌
সকল(ই) মধুর ছিল খোকার কারণ,
এবে তারা করিতেছে বিষ উদ্গিরণ।
এলো মেলো হয়ে গেছে প্রাণের ভিতর,
ভক্তিও কমেছে যেন স্বামীর উপর।
অন্য পুত্র কন্যাগণে করিতে যতন,
প্রাণের নিভৃত স্থান করে যে ক্রন্দন

দাস দাসী লোক জনে যতন করিতে,
ইচ্ছা হয় একবার কাঁদি নীরবেতে
আনন্দ উৎসবে আর নাহি অভিলাষ
উপহাস করে আজি হাস পরিহাস।
শ্রীভ্রষ্ট মানসোদ্যান শুষ্ক সুখ ফুল
শান্তির সুবত্তি গৃহ হয়েছে নির্ম্মূল।
পূর্ব্বে জানিতাম এই ব্রহ্মাণ্ড আমার,
এবে দেখি——————
খোকাই আমার আর সকল(ই) খোকার।



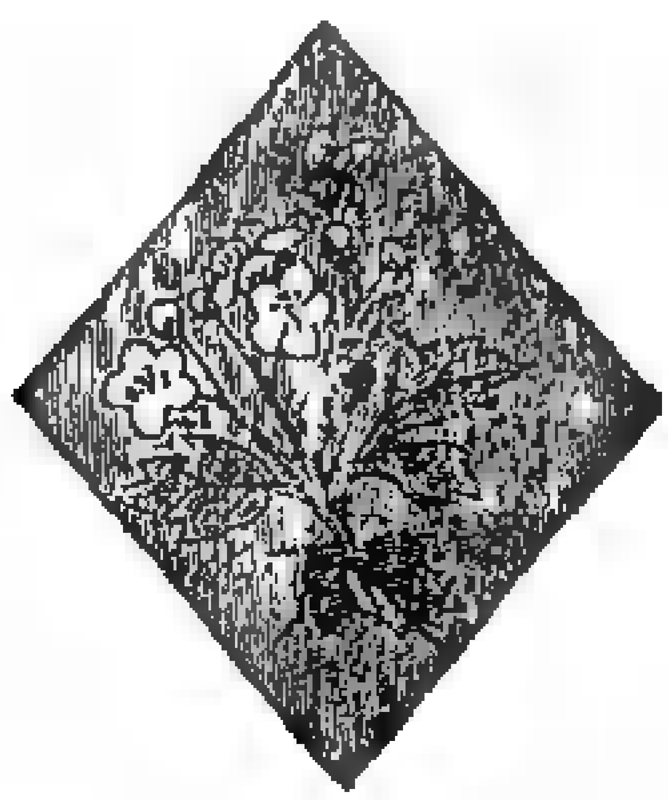
খোকার দস্তানা।

আয়রে হৃদয়ে রাখি খোকার দস্তানা,
খোকা মম আর তোরে হাতে পরিবেনা।
পড়িয়া রয়েছ আজ বাক্সের কোটরে,
খোকা আজ চলে গেছে ফেলিয়া তোমারে।
খোকার আঙ্গুল যোঁখা তুমি রে দস্তানা,
দস্তানা রে। শোক আর সহিতে পারি না।
এ দস্তানা দেখি মোর প্রাণ ফেটে যায়
খোকা মোর কোথা গেল হায়! হায়! হায়!



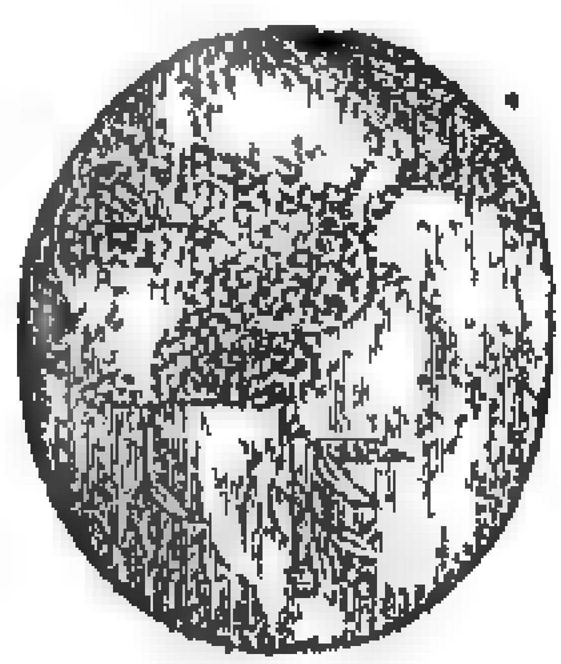
খোকার পোষাক।

অই যে ডেস্কের মধ্যে পোষাক কাহার ?
ও পোষাক আমার সে প্রাণের খোকার।
সে আজ স্বরগবাসী আমি মর্ত্ত্যলোকে,
পোষাক দেখিয়' তার দগ্ধ হই শোকে।
ও পোষাক একদিন হাসাত হৃদয়,
আজ ও পোষাক মোরে শোক-কথা কয়।
পূর্ব্বের সে হাস্যরেখা পোষাকের গায়,
রয়েছে আমার দেখ। আজো দেখা যায়।
অশ্রু জলে ধুয়ে আজ যাইবে সে দাগ,
শোকে পরিণত হবে আদর সোহাগ।



ঔষধ খাওয়ার কাচের গ্লাস।

নীরব নির্জ্জনে কেন ওরে ক্ষুদ্র গ্লাস।
ভূমে গড়াগড়ি যাও হইয়া নিরাশ।
খোকার অধর ত্যক্ত সাগু একটুক,
আয় বুকে ঢেলে দিয়া জুড়াই এ বুক।
এই গ্লাস ধরে নিয়ে সে কোমল হাতে,
কতই আগ্রহ ছিল ঔষধ খাইতে
সে ত আর নাই ভবে সে ত গেছে চলে
সিক্ত করি গ্লাসটুকু নয়নের জলে।

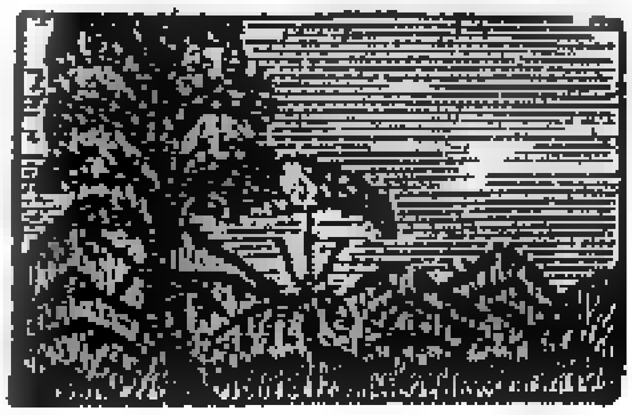


ঘুড়ি।

ওরে ঘুড়ি! ঘুরি ঘুরি আইস নিকটে,
ফুৎকার করিয় মম শোকাগ্নি সঙ্কটে।
ওরে ঘুড়ি. জ্ঞান ধবি এখনও আছি,
ওবে ঘুড়ি। তারে ছাড়ি এখনও বাঁচি।
অতি যতনের তুই আমার খোকার,
পাবিস্ কি দিতে কিছু সংবাদ তাহার?
পবনের সনে তুমি গগনে উধাও,
"আত্মা ভূমে" সূক্ষ্ম দেহে দেখিতে কি পাও?
নবীন নক্ষত্রালোকে সুর শিশু সনে,
বিনোদ মাধুরীমাখা বিনয় ভূষণে
আমারও সাধ ঘুড়ি. তোর সঙ্গে যাই,
অনন্ত শূন্যের মাঝে খুঁজিযা বেড়াই।
কোথায সে "আত্মা-ভূম" কোথা আত্মাগণ,
কোথায় আমার সেই বিনয় ভূষণ।

খোকার ঘড়ি।

কি দুর্দ্দশা আজ তোর হেরিতেছি ঘড়ি ?
আর কি শুনাও মোরে টক্ টক্ করি।
হয়ে গেছে বিপদের সময় অতীত,
আর টক্ টকে আমি হইব না ভীত
পলে পলে দণ্ড হয় দণ্ডে দণ্ডে দিন,
দিনে দিনে মানবের আয়ু হয় ক্ষীণ।
পলে পলে কি প্রকারে করিযাছ ক্ষয়,
আযু তার, সে কথা ত কহিবার নয়।
ঘড়ি। তুই হযেছিস্ অতি পুরাতন,
আমার শোকের চিহ্ন করিয়া ধারণ।
দূর হ এখন তুই থাকিস্ না আর,
তোরে হেরি চিত্ত হয় ব্যথিত আমার।



পাখা।

আয তোরে বুকে ধবি আয় পাখা আয়,
আমার খোকার তুই যতনের ধন
তোরে হাতে নিয়ে খোকা হাওয়া দিত গায়,
তাতে জ্বর জ্বালা বুঝি হইত বারণ।

১

খোকা তোরে বড় ভালবাসিত রে পাখা,
এক দণ্ড না পাইলে হইত অস্থির।
দেখিতাম কাল ঘর্ম্মে সর্ব্ব অঙ্গ মাখা,
আবার বাতাস দিলে হইত সুস্থির।

২

আজ তুমি অনাদরে রয়েছ পড়িয়া,
সবে আজ শোকে মৃত কারো জ্ঞান নাই
একটী মানুষ তোরে ধরে না তুলিযা,
আয়। আমি তোরে নিয়া পরাণ জুড়াই।

৩

খোকা তোরে কত যত্নে রাখিত শয্যায়,
তুই কেন পড়ে আজ মাটীর উপর,
খোকার ঘর্ম্মের দাগ আছে তোর গায়,
তা দেখি জুড়াবে মম ও পিতৃ অন্তর।

৪

আয়! তোরে হাতে নিয়ে দেখি বার বার,
গন্ধ আছে কি না দেখি দিযে নাসিকায়
কোথাও ঘর্ম্মের দাগ আছে কি না তার,
তাহারে ত এ জীবনে দেখিব না আর

বরিশাল।

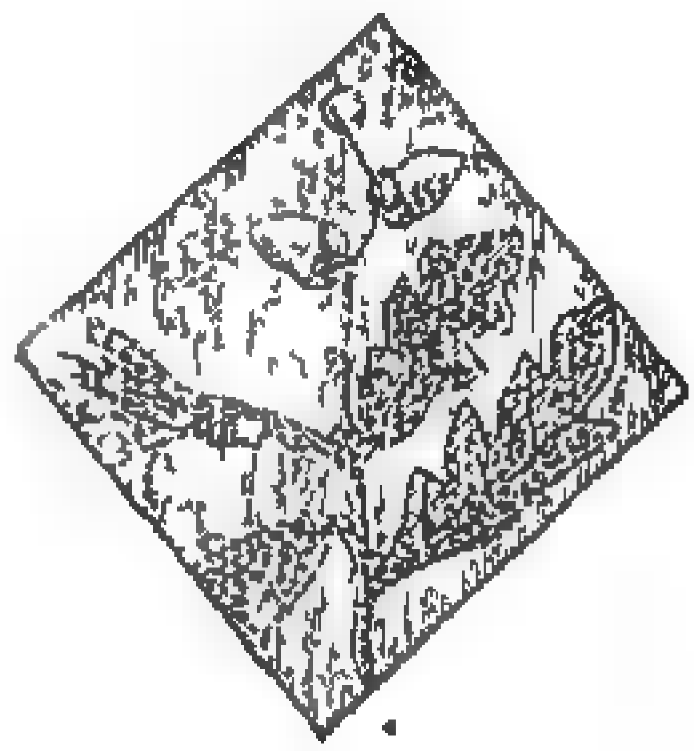
ওরে ওরে ওরে তুই কাল বরিশাল,
জোর করি কেড়ে নিলি সোণার গোপাল
ওরে ওরে ওরে তুই কাল বরিশাল,
আগুনে পুড়ায়ে দিলি আমার কপাল
ওরে বরিশাল! তুই যে করিলি কাজ,
পরাণ পুড়িয়া গেছে কি বলিব আজ
ওরে বরিশাল! আমি বড় ভাগ্যবতী,
তুই আজ আমার কি করিলি দুর্গতি।
বল্ বরিশাল, তুই বল্ রে আমায়,
আমার সোণার খোকা রাখিলি কোথায়
পুরীতে আমার খোকা হযেছে ব্যারাম,
কত স্থান ভ্রমিলাম না হল আরাম।
যেই আমি আসিলাম কাল বরিশাল,
অমনি আমার খোকা ছেড়ে গেল চলে;
কতবার হয় খোকা যায় যেন যায,
তথাপিও বাঁচাইযা তুলেছি তাহায
ওরে কাল বরিশাল স্বাস্থ্যহীন স্থান!
তোর কাছে এসে খোকা ছাড়িল পরাণ।

নাহি যদি আসিতাম কাল বরিশালে,
তবে কি আমার খোকা যেত এ অকালে।
লেখনি! সে দুঃখ কথা লিখিবি রে কত,
বরিশালে এসে খোকা হ'ল শয্যাগত।
ব্যারাম তথাপি খোকা খেলায় বেড়ায়,
বরিশালে এসে পড়িগেল বিছানায়।
কি খারাপ বায়ু হেথা কি কদর্য্য জল।
পেটের পীড়ায় খোকা হইল বিকল
আরোগ্য হ'ল না আর পেটের অসুখ,
শরীর কঙ্কাল হ'ল শুকাইল মুখ
হইল নূতন জ্বর তাহার উপর,
প্রাণ দিল প্রাণাধিক করি ধড় ফড়।
কিসের বেদনা এক হযেছিল পায়,
কি বিষম সে বেদনা হায় হায় হায়।।
খাইয়া বেঞ্জারসূফুড্‌ খোকা মোর গেল,
তথাপি এ দগ্ধ প্রাণ জীবিত রহিল
৫

গিরিডি সহর।

তুমি নাকি স্বাস্থ্যকর গিরিডি সহর।
আরোগ্য করিতে পার ম্যালেরিয়া জ্বর।
পশ্চিমে আরোগ্য হয় প্লীহা ও যকৃৎ,
পশ্চিমের জল বায়ু জগত-বিদিত
তাই শুনে এসেছিনু তোমার আশ্রয়ে,
ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত সন্তানটী নিয়ে
এক মাস দুই মাস করি বার মাস,
গিরিডি রহিয়া শেষে হইনু নিরাশ।
কি মধুর জল বায়ু কি সুন্দর স্থান,
তথাপি ব্যাধির তার হলনা বিরাম
একটী দিনের জন্যে ছাড়িলনা জ্বর,
নিশি দিন হত বাছা জ্বরে জর জর
আহা বাছা সেই মৃত্যু-রোগ গায়ে নিয়ে,
খেলাইত কত খেলা মাটে মাঠে গিয়ে।
গিরিডি সহরে আমি আসিব না আর,
সে নৃত্যগোপালটুকু কোথায় আমার ?

করিল আমাব খোকা কোথায় গমন,
বর গণ্ডা * বাঙ্গালায় কবি অন্বেষণ।
তন্ন ৩ন্ন কবি দেখি পাহাড় পর্ব্বতে,
গিরিডি আগার খোকা গেল কোন পথে ?



* মগধপুরে একটি বাঙ্গ তার নাম।

কলিকাতার বাসা।

(৮২ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট)

ওরে বাসা! তোরে দেখি কাঁদে মোর প্রাণ,
চক্ষু-নীরে মনে পড়ে সে চারু বযান
ছয় মাস রহি খোকা এই বাসাটায,
চিকিৎসা করিয়া শেষে গিরিডিতে যায়।
মনে হয় খোকা মম এইখানে আছে,
আবার বাসায় যেতে হৃদয় দহিছে
খোকা মোর এই স্থানে আছে মনে হয,
বাসায় যেতেও হয় বিদীর্ণ হৃদয়।
শয়ন করিত খোকা এই ঘরটীতে,
ইচ্ছা হয় এক বার এ ঘরে যাইতে
আবার পরাণ ফাটি চক্ষু-জল ঝরে,
সত্যই কি খোকা, তুমি আছ এই ঘরে?

সেই বাসা।

এ বাসা দেখিলে প্রাণ বিদরে আমার,
এ বাসা দেখিতে চোখে পারি না যে আর
দেখিতে পারি না কিন্তু দেখিতেও চাই,
কখনো নয়ন মুদি কখনো তাকাই।
অই যে দরজা দেখা যায় হেথা হর্তে,
নিয়েছি খোকার শব ও দারুণ পথে।
অই যে জানালা খোলা দেখিবারে পাই,
পাগলিনী সম ছুটে অই খানে যাই
জানালার পথে গিয়ে দেখি উঁকি দিয়ে,
খোকা কি কাছারী ঘরে আছে ঘুমাইয়ে।
অই যে ফটক হায়। ও ফটক দিয়ে,
আনন্দে ঢুকিয়াছিনু খোকারে লইয়ে।
যখন ফটক দিয়ে আসিলাম চলে,
চির জনমের মত প্রাণাধিকে ফেলে
এক খোকা ফেলে এসে জনমের মত,
হৃদয়ে লয়েছি তুলে শোকসিন্ধু শত।

অই যে বাঁধানো ঘাট অই ঘাটে গিয়ে,
খোকা খেলিয়াছে জলে ষ্টীমার * ভাষায়ে।
উঠিতে পারে না বাছা নিতান্ত দুর্ব্বল,
পেটের অসুখে তায় কতই বিকল।
কহিল মধুর স্বরে আমারে ডাকিয়া,
একটু ব্রেঞ্জার্বস্ ফুড্ দে মোরে রাঁধিয়া।
এক টুকু পথ্য খেলে গায়ে জোর পাব,
ষ্টীমার লইয়া আমি খেলিতে যাইব।
পথ্য রেঁধে তাড়াতাড়ি দিলাম তখন,
পথ্য টুকু খেয়ে খোকা করিল গমন।
বলিষ্ঠ চাকর এক কোলে করে নিয়ে,
বাঁধানো পুকুর-ঘাটে দিল বসাইয়ে।
দূর হতে হেরিলাম আমি অভাগিনী,
সোপান উপরে বসে খোকা নেত্র-মণি,
দুর্ব্বল শরীর বাছা থর থর কাঁপে,
ধড় ফড় করিতেছে জ্বরের প্রতাপে।
সাধারণ ধুতি-খণ্ড আছে পিধরণে,
সামান্য একটী গঞ্জি গাত্র-আবরণে।

---

* খোকা খেলিবার জন্য একখানি ছোট ষ্টীমার কিনিয়া আনিয়াছিল।

দূর হতে অভাগিনী দেখিলাম চেয়ে,
মলিন হইয়ে বাছা রয়েছে বসিয়ে
যে ছেলে সে দিন ছিল বলে বলবান্,
বোনাপার্টি বলে সবে করিত সম্মান।
মোটা সোটা হাসি খুসী দেখিতে সুন্দর,
সে ছেলে হয়েছে রোগে শিশুর সোসর।
বিধির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম দুর্গম,
করিয়াছে সে খোকার দুর্গতি এমন।
হা রে ওরে দুবারোগ্য ব্যাধি নিদারুণ,
করিলি সোণার ছেলে একেবারে খুন।
সেই নবনীত-সম সুকোমল দেহ,
মাখন হরিদ্রা মাখাতাম অহরহ।
হারে ব্যাধি! সেই দেহ করিলি কঙ্কাল,
অমৃত শুষিয়া নিলি বিষদন্তে কাল।
বিধির বিধানে হায় সকলি সম্ভবে,
নচেৎ খোকারে ছেড়ে কেন প্রাণ রবে।
সেই যে পুকুরঘাটে ধূপবাহুকালে,
দেখেছি মলিন ছবি রোগের কবলে।
যত দিন এ হৃদয় রহিবে আমার,
তত দিন নেহারিব সে চিত্র তাহার,

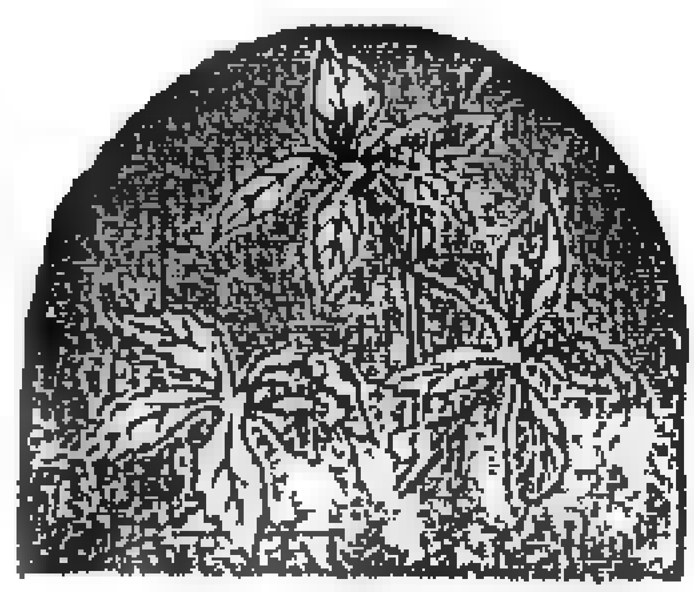
অই যে রসাল বৃক্ষ ও বৃক্ষের তলে,
কত বার গেছে খোকা ভৃত্যদের কোলে।
অই নারিকেল গাছ—হায় রে নয়ন
দৃষ্টিহীন হও আর না কর দর্শন।
সে দিন ত খোকা মম ও গাছের নীচে,
বসিয়া শুনেছে গল্প মামাদের কাছে।
অই যে টীনের ঘর অই ঘরে হায়,
ঘুমায়েছে খোকা মম অনন্ত নিদ্রায়।
যাই আমি অই ঘরে যাই ছুটে যাই,
খুঁজে দেখি সে রতন পাই কি না পাই।
তেমনি কি খোকা মম সেই শয্যাতলে,
ঘুমাইয়া রহিয়াছে জনকের কোলে।
অথবা রসুই ঘরে চেয়ারে বসিয়া,
দিতেছে খাবার বস্তু সব গুছাইয়া।
ঔষধ করিযা পান প্রত্যহ প্রভাতে
বসিত রসুই ঘরে মেঁচে, মোড়া পেতে
"এ খাব সে খাব আমি এ চাই সে চাই"
আর ত তেমন কথা শুনিতে না পাই
পাবি না, দিব না বলি কতই ভর্ৎসনা
করিয়াছি এ জীবনে কভু ভুলিব না।

"দে মা দে একটু মৎস্য দে মোরে খাইতে"
আজও ত সে প্রার্থনা পশে শ্রবণেতে।
"দে মা দে একটু দুধ দে আমার পাতে"
আজও ত সে প্রার্থনা পশে শ্রবণেতে।
মরণ দিনেও বাবা রহিয়া শয্যায়,
দারুণ ক্ষুধার দায় চারিদিকে চায়।
"একটু মেলিন্স ফুড্ দে খাইতে মোরে,
না খাইযা দুর্ব্বলেতে বড় মাথা ঘোরে"
পিতা তার কহিলেন সাবু খেয়ে থাক,
"সে বলিল মাথা ঘোরে দেখ বাবা দেখ।"
পিতা তার বলিলেন শুন কথা শুন,
তোমার মেলিন্স ফুড্ সহে না ত জান।
পেটের অসুখ তব বাড়িবে আবার,
অতএব উহা তুমি খাইও না আর।
বিষম সঙ্কটে হায় পড়িযা তখন,
বিনয় কহিল মোরে বিনয় বচন।
"মা, আমি এমনিতর খাই শুয়ে শুয়ে,
একটু মেলিন্স ফুড্ দে মোরে আনিয়ে।"
যত দিন ধরাধামে ধরিব জীবন,
তত দিন সে সকল করিব শ্রবণ।

না শুনে স্বামীর কথা অধীর হইয়া,
একটু মেলিন্স ফুড্ দিলাম আনিয়া
আগ্রহে করিল পান করিয়া তৈয়ার,
হইল ইহাই শেষ আহার তাহার।
খাইয়ে মেলিন্স ফুড্ শয়ন করিয়ে,
রহিল, দিবান্তে গেল দেহ তেয়াগিয়ে।
একটু বেঞ্জারস্ ফুড্ মরিবার আগে,
দিয়েছিনু বাবা তাহা খায় নাই রাগে

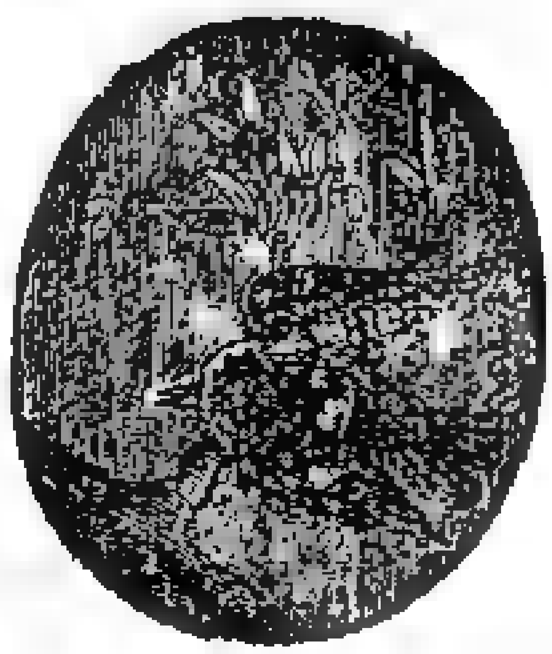
পুড়ে যাক্ ।

কোথা গেলি বল্ খোকা কোথা গেলি বল্,
অভাগী মায়েকে তুই তথা নিয়ে চল্ .
খোকা রে ! প্রাণের খোকা ! রাখ্ কথা রাখ্,
অভাগী মায়েকে তুই তোর কাছে ডাক্ ।
অথবা অমরালোকে থাক্ খোকা থাক্,
নরলোকে এ হৃদয় যাক্ পুড়ে যাক্ ।



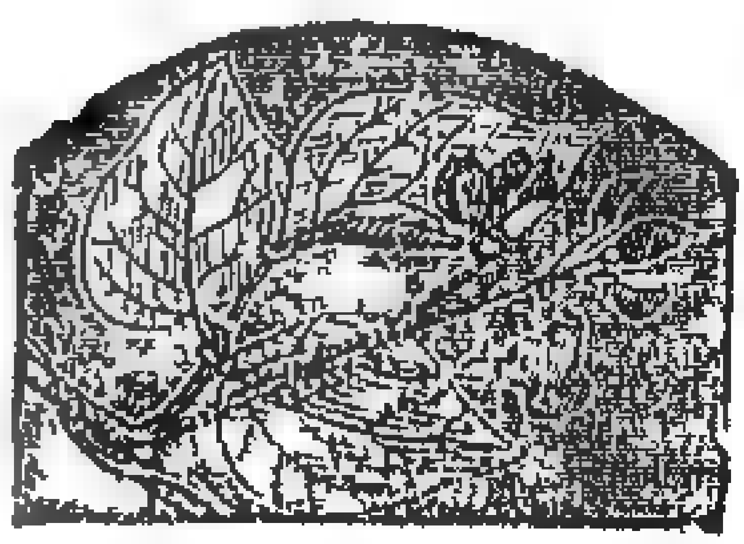
অন্তিম সময়।

যখন দেখিনু খোকা হয়েছে অজ্ঞান,
রক্ষা নাই আর কভু রক্ষা নাই আর।
তখনি অস্থির হযে ছাড়িনু সে স্থান,
ধরিয়া রাখিতে সাধ্য হ'ল না কাহার
শয়নে স্বপনে পড়ে সেই কথা মনে,
দেখি নাই দেখি নাই অন্তিম সময়
কত কষ্ট সহ্য হবে পাষাণ পরাণে,
দগ্ধ কর এ হৃদয় প্রভু দয়াময়।
কেন মনে হয় আজ কেন মনে হয,
দেখি নাই দেখি নাই অন্তিম সময়।



সড়কের বাতি।

ওই যে জ্বলিছে আলো প্রভাকর সম,
আলোতে দেখিয়া পথ কত জন যায়
আমার হৃদয়ে কেন বেঁধে শেল শত,
যতবার হেরি ওই আলো প্রভাময়।
ওই যে আলোর কাছে হায় সেই বাসা,
হায় বরিশাল মম সর্ব্বসুখ নাশা।



রিজার্ব ট্যাঙ্ক।

অই যে রিজার্ব ট্যাঙ্ক নিরমল জল,
নিরমল বায়ু ভরে করে টল মল
অই যে নিশীথ জ্যোৎস্না শীতল সলিলে,
মন্দার কুসুম সম অপূর্ব্ব উজলে
অই যে লহরীমালা সৌধকর সহ,
শশীর সদৃশ হাসি হাসে অহরহ।
অই যে নির্ম্মল নীর নেত্রের সম্মুখে,
হেরিলে সহস্র বজ্র পড়ে আসি বুকে।
যে ঘরে থাকিত খোকা সেই ঘর হতে,
এই জল অহর্নিশি পেতাম দেখিতে।
কোথায় গেছে সে খোকা আছে এই জল,
এ জল হেরিলে হৃদে জ্বলে শোকানল

ঘড়ি বাজে।

ঐ ঘড়ি বাজিল।
এক দুই তিন চারি ঢন্ ঢন্ ঢন্,
সঙ্গে সঙ্গে অভাগীর হৃদয় কাঁপিল।
ঝর্ ঝর্ ঝর্ করি ঝরিল নয়ন।

১

দিবা রাত্ত বসে বসে খোকা যে আমার,
গণিত ঘড়ির শব্দ এক দুই করে।
রজনী প্রভাত হ'তে দেরি কত আর,
রৌদ্র যাবে সন্ধ্যা হবে কতক্ষণ পরে।

২

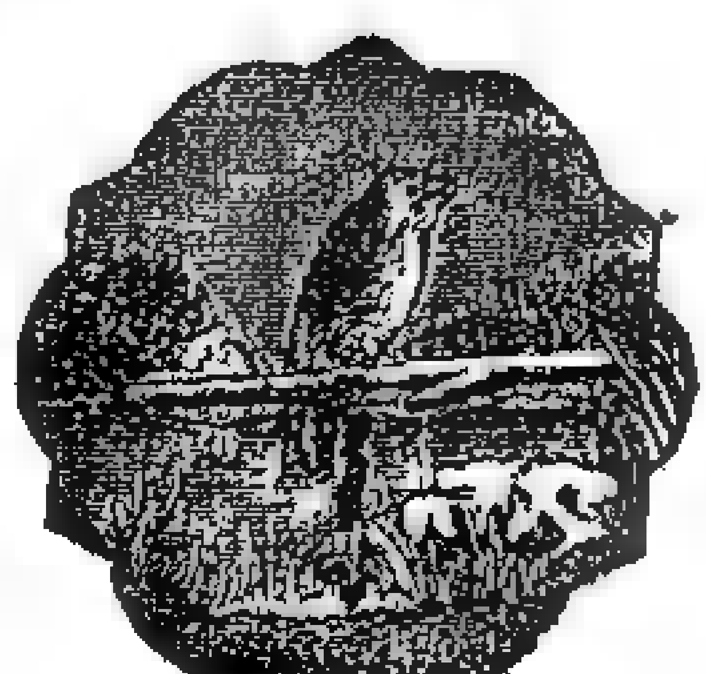
পাঁচটা বাজিলে আসে জনক তাহার,
কালেক্টরী কাছারীর করি সমাপন।
কত দেরী আছে আর পাঁচটা বাজার,
সবারে জিজ্ঞাসা করে সজল নয়ন।

৩

পাঁচটা বাজিলে রৌদ্র যায় বারান্দায়,
তাকাইয়া থাকে খোকা বারান্দার দিকে।
ইচ্ছ তার জোর করে পাঁচটা বাজায়,
কতই উৎকণ্ঠা যেন ফুটে উঠে মুখে।

৪

এখনও সেই ঘড়ি সেই বরিশাল,
তেমনি আফিসে যান জনক তাহার।
এখনো তেমনি আসে সকাল্ল বিকাল,
কেবল আমার সেই খোকা নাই আর।



আসে কোন পথে।

পশ্চিমেতে রোগ সারে এ কথা নিশ্চয়,
কিন্তু হায় মৃত্যু রোগ সারিবার নয়।
অবশ্য সারিবে রোগ তোমার আমার,
মৃত্যু-রোগ যার, তার সারিবে না আর
গিরিডি! অবশ্য পার ব্যাধি সারাইতে
সাধ্য নাই তে র ম্যানা, মৃত্যু নিবারিতে
চারিদিকে মধুমাখা শীতল বাতাস,
দেবতাগণের যেন অমৃত-নিশ্বাস
চারিদিকে প্রকৃতির পবিত্র আবাস,
অমরীর কেশে যেন বিনোদ বিন্যাস।
চারিদিক নিরমল পূত মাধুরীতে,
সৌন্দর্য্য নিদ্রিতা যেন শান্তি শয্যা পেতে।
আরোগ্য আনন্দ লয়ে আসে স্বর্গ হ'তে,
এ হেন স্থানেও মৃত্যু আসে কোন পথে?

এমন নিদয়।

এমন করিয়া তুই কোথা গেলি বাপ,
মায়ের অন্তরে দিয়া ঘোর পরিতাপ।
না বলিয়া না কহিয়া কোথা গেলি বল্
জ্বালাইয়া জননীর বুকে শোকানল।
আমারে না বলে তুই কোন্ খানে গেলি,
মরতের মায়া মোহ পাশরিয়ে ফেলি।
যে খোকা ছিল রে পূর্ব্বে সুশীল সরল,
সেই খোকা বুকে ঢালি দিল হলাহল।
খোকা বিনে যত দুঃখ হয়েছে আমার,
এ জীবনে এত দুঃখ পাই নাই আর।
দশ মাস দশ দিন ধরিয়া জঠরে,
পালন করেছি শেষে কত দুঃখ করে।
সে কথা [illegible] খোকা মম চিন্তিল না মনে,
পলাইয়া গেল মোরে ফেলি শোকাগুনে।
খোকা মোর করে গেল সব শূন্যময়,
পূর্ব্বে জানি নাই খোকা এমন নিদয়।

হয়েছে অনাথ।

মৃত্যুর মুহূর্ত্তকাল আগে
মা, মা বলি শতবার, ডেকেছে খোকা আমার,
সে ডাক এখনো মোর কর্ণে আছে লেগে

১

"মা তুই কোথায় শুবি বল্"
সেই যে করুণ বুলি, জীবনে যাব না ভুলি,
শতবার প্রত্যুত্তর দিবে আঁখি জল।

২

"দেখ মা আমার কষ্ট চেয়ে
দেখ বাবা দেখ তুমি, কত কষ্ট পাই আমি,
এ কষ্ট নিবারো মোর ডাক্তার আনিয়ে।

৩

ডাক্তার ত এখনো এল না
কি বেদনা হোল পায়, প্রাণ যায় প্রাণ যায়,
সহিতে পারি না আমি আর এ যন্ত্রণা"।

পোড়া মুখে কি বলিব আর
ডাক্তার ডাক্তার করি, প্রাণ দিলে দুঃখ করি,
তথাপি সময়ে নাহি আনিনু ডাক্তার।

৫

কে বলে রে আমি বুদ্ধিমতী
মোর সম জ্ঞানহীনা, নারী আর হইবে না,
তাই আজ আমার এ দারুণ দুর্গতি।

৬

আয় রে আয় রে বাপ ধন।
সহস্র ডাক্তার এনে, দেখাইব সযতনে,
দুরন্ত সে বেদনার হবে উপশম।

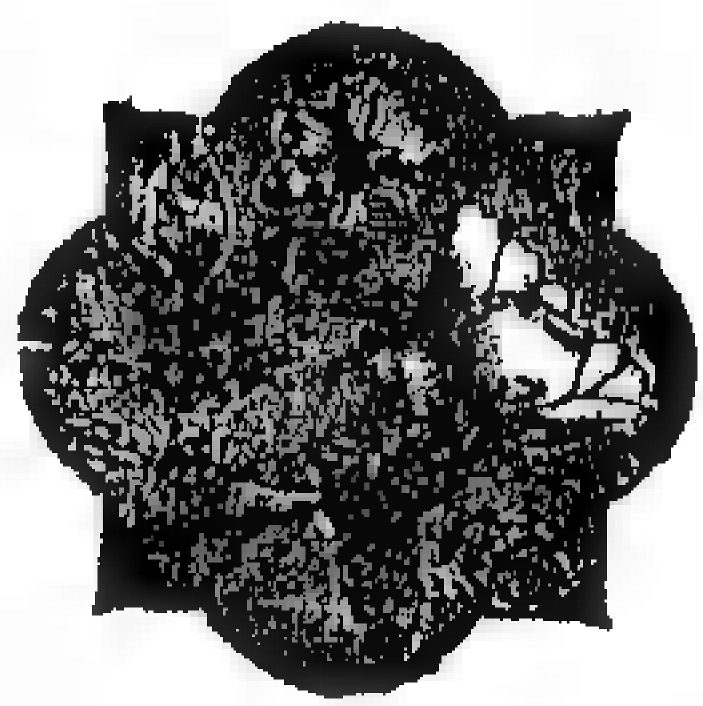
৭

কি ক্ষণে দিছিল "শুল" পায়
কিছুই হোল না লাভ, শুধু রোল পরিতাপ,
প্রাণ বুঝি গেল শেষে তার বেদনায়।

৮

তখন কোথায় জগন্নাথ

খোকা, যাহা বলেছিলে [illegible] সেই কথা গেল ফলে,
এ মিথ্যাবাদিনী আজি হইল অনাথ।



[illegible] খোকা বলিত আমি বাঁচিব না আমি বলিতাম খোকা তুমি মরিবে [illegible] ভগবান [illegible] এরূপ আদেশ করিয়াছেন।

স্বর্গপুরে গতি।

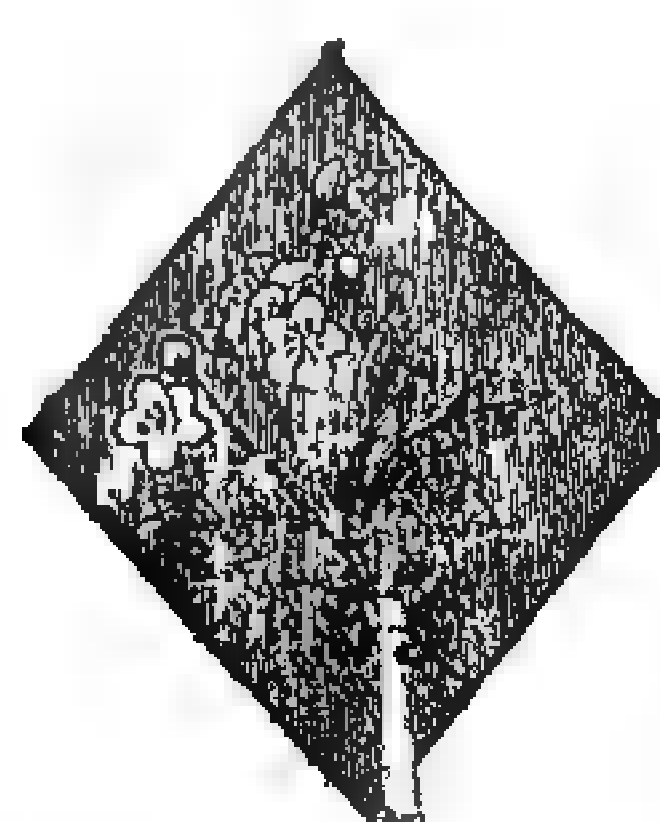
খোকার গভীর স্বর জলদ-গর্জ্জন,
হইয়াছে একেবারে নীরব এখন।
ভিকারী, ভিকারী, গুপী বেহারা, বেহারা,
আজো কাণে বাজে, শোকে হই আত্মহারা।
তেতালার ঘরে খোকা থাকিয়া শয়নে,
ঠাকুর ঠাকুর ডাকিযাছে প্রাণপণে।
আজও সুস্পষ্ট যেন শুনিতেছি কাণে,
সুকণ সুকণ বলি, ডাকিছে সুকণে
যোগেশ ও চন্দ্র বলি অতি উচ্চস্বরে,
যোগেশ চন্দ্রকে ডাকিয়াছে বারে বারে।
মৃত্যুর দিনেও খোকা এক লক্ষ বার,
বলিয়াছে কাছে তুমি এস, মা-আমার।
মৃত্যুর দিনেও খোকা এক লক্ষ বার,
ডাকিয়াছে বাবা বলি বাবাকে তাহার।
বেদনার যন্ত্রণায় হইয়া অস্থির,
ছট্‌ফট্ করে, কিন্তু চক্ষে নাহি নীর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বাবা বুদ্ধে বৃহস্পতি,
কর জগন্নাথ তার স্বর্গপুরে গতি।

বিনয়।

বিনয় বিনয় এই তিনটী অক্ষর,
নাচিয়া বেড়ায় মোর মনের ভিতর।
বিনয় হৃদয়পটে চিরাঙ্কিত ধন,
বিনয় অমূল্য রত্ন মানসরঞ্জন।
বিনয় অক্ষয় মম কে করিবে ক্ষয়,
যত দিন স্মৃতি আছে, আছে এ হৃদয়।
জীবনে বিনয় ছিল একাকী বিনয়,
অভাবে বিনয় ধন হ'ল বিশ্বময়।
আকাশে নক্ষত্ররূপে বিনয়ে বিথারি,
রেখেছেন প্রজাপতি আহা মরি মরি।
বাতাসে লহরীরূপে জলের উপর,
আমারি বিনয় ভাসে দেখিতে সুন্দর।
সায়াহ্নে বিনয় মম কুসুমের সারি,
বাতাসে বিনয় কাছে আসে হুহু করি।
বিনয়ে গঠিত যেন নিকুঞ্জ কানন,
বিনয়ে সজ্জিত যেন [illegible]ন উপবন।
বিনয় ভূষণে ভূষা করিয়া প্রকৃতি,
ধরিয়াছে মনোহরা মোহিনী মূরতি।

বসন্তের রূপে যেন বিনয় অঙ্কিত,
কোকিলার কল তানে বিনয় মুদ্রিত
বিনয়(ই) চাঁদের আলো শরত-নিশিতে,
বিনয়(ই) হাঁসিয়া উঠে বসন্ত-প্রভাতে।
বালার্ক কিরণ-ভরা বিনয়ের রূপ,
পূবব গগণে শশী বিনয়ের(ই) স্তূপ।
যে বিনয় একা ছিল বুকের ভিতরে,
সে বিনয় ব্যাপ্ত হয়ে গেছে চরাচরে।
জগৎসংসারময় বিনয় আমার,
হইয়াছে, হে হৃদয় কাঁদিস্ না আর।
মোহিত ছিলি রে তুই এক টুকু রূপে,
সেই রূপ শত হয়ে চতুর্দ্দিকে শোভে।
তুমি একা কবিয়াছ বিনয় বিনয়,
আজ বিনয়ের কথা জগজন কয়।
হৃদয় রে। হ'ও না রে আর ম্রিয়মাণ,
অপরূপ রূপ হেরি হও বলবান্।
খুলিয়া স্নেহের উৎস চেয়ে দেখ চোখে,
বিনয়ের চারু রূপ প্রকৃতির মুখে।
দেখ চেয়ে বসিয়া গো তোমার পারশে,
পূর্ব্বের মতনো আজ কত কাঁদে হাসে।

বধির হ'ও না শুন পবিত্র শ্রবণে,
কাঁদিছে বিনয় তব দুঃখীর ক্রন্দনে।
যাও যাও ত্বরা করি গাত্র-ধূলা ঝেড়ে,
দুঃখীর সন্তান গুলি তুলে লও ক্রোড়ে।
ভালবাস ভালবাস অনাথ আতুরে,
বিনয় মিশিয়া আছে তাদের শরীরে
ভালবাস ভালবাস পশু পক্ষিগণে,
বিনয় মিশিয়া আছে তাহাদের সনে।
এমন করিয়া আর কাঁদিও না মন,
জগত-পাতাতে মিশি আছে বিন ধন।
কায়মনে ভবতোষে করহ প্রণাম,
শান্তিময় প্রাণে শান্তি করিবেন দান।



সূক্ষ্ম বিচারক।

আহা—খোকা যে চলিয়া যাবে আমি ত জানি না
স্বপনে দেবতা দিল আশ্বাস বচন,
অবশ্য আরোগ্য হবে যাইবে যন্ত্রণা
হায় রে! অখণ্ডনীয় ললাট-লিখন।

১

ললাট হইল যাঁর কবিত্ব কৌশলে
লিখন পরের ভাগ্যে লিখিলেন যিনি,
প্রভুর প্রভুত্ব সেই লিখনের তলে
লিপ্ত আছে আজ তাহা বুঝিলাম আমি

২

তাই আজ এ দুর্দ্দশা হয়েছে আমার
প্রভুর কি ইচ্ছা ছিল খোকার মরণে,
যখন দেখিল প্রভু সাধ্য নাই আর
তখন ছাড়িয়া গেল বিমর্ষ বদনে।

৩

প্রভুর প্রভুত্ব যদি অদৃষ্ট লিপির
থাকিত কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে তা হলে [illegible] আজ,
হইতে হ'ত না মোরে ভবের বাহির
পড়িত না বক্ষে হেন নিদারুণ বাজ

[illegible]

তবে আর কি হইবে করিয়া ক্রন্দন
মিথ্যা ডাকাডাকি করি অক্ষম ঈশ্বরে,
কায়মনে পূজি প্রকৃতির শ্রীচরণ
সেই যদি মনোব্যথা খণ্ডাইতে পারে।

৫

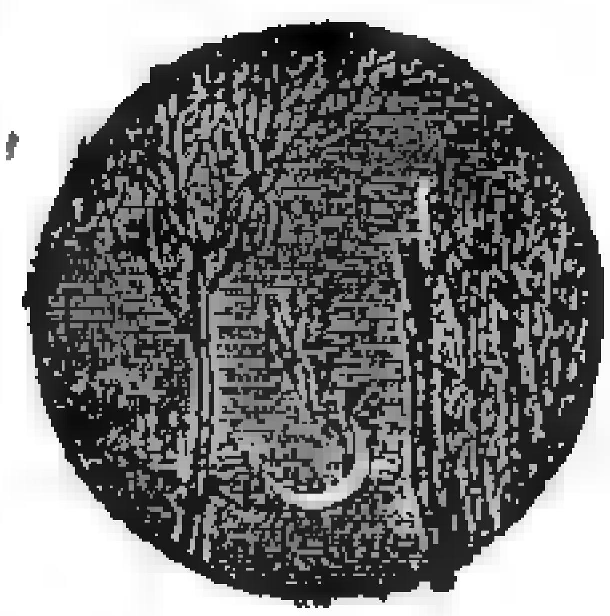
যথার্থই জানিলাম অক্ষম ঈশ্বর
স্বরচিত প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনে,
কেন তবে পূজে ঈশ হতভাগ্য নর
রোপিয়া আশার তরু কল্পনা-কাননে।

৬

ঈশ্বর। তোমায় আমি পূজিব না আর
পূজিব প্রকৃতি দেবী তুমি যার দাস,
যত করে পূজিলাম এ তিন বৎসর
অবশ্য থাকিলে সাধ্য পূরাইতে আশ।

৭

এবে জানিলাম আমি যা করে প্রকৃতি
মানব-মঙ্গলে তুমি চির উদাসীন,
মঙ্গল প্রার্থনা মিথ্যা, মিথ্যা স্তুতি নতি
সূক্ষ্ম বিচারক তুমি বিকারবিহীন

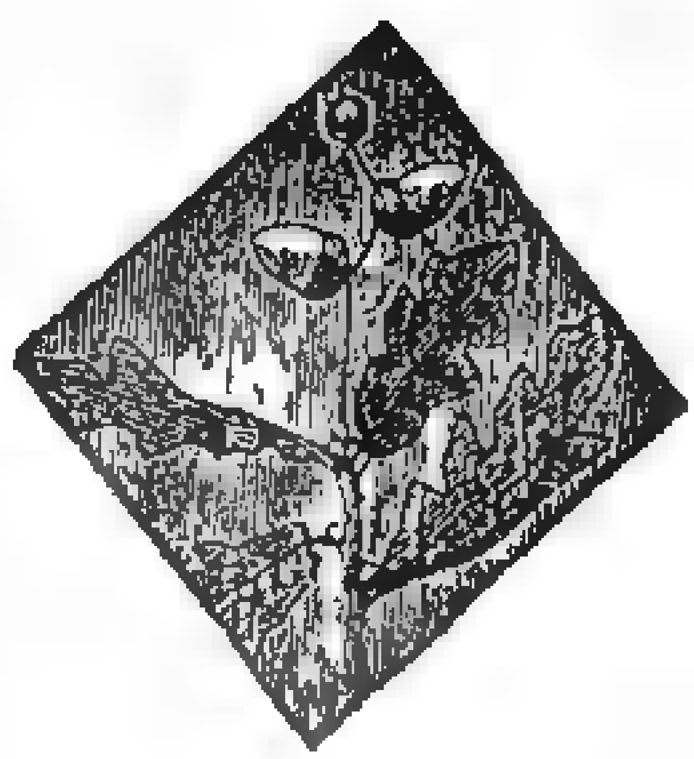


স্বপ্নে পরিত্যাগ।

হে বন্ধু! হে হৃদয়েশ! কি স্বপ্নে দেখালে,
আদরের ধনে না কি ছাড়িয়া চলিলে।
আড়াই বৎসর রেখে হৃদয়ে হৃদয়ে
খোকার মরণকালে গেলে পাছু হয়ে।
হস্তপদ নাই * প্রভু গলে ফুলমালা,
চন্দ্রমুখে আছে বিষাদের কালী ঢালা।
স্বপ্নে দেখিলাম যেন হেন মূর্ত্তি ধরি,
খোকারে ছাড়িয়া গেল পাছু দিয়া হরি।
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে আমি দেখিলাম চেয়ে,
তার পর জাগিলাম মহ ভয় পেয়ে।
জাগিতেই অভাগীর হৃদয় কাঁপিল,
অতর্কিতে আমার এ নয়ন ঝরিল।
তার পরে জগন্নাথে করিয়া প্রণাম,
চক্ষু মুদি কিছুক্ষণ করিলাম ধ্যান।

* শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের গলে সর্ব্বদা ফুলমালা দৃষ্ট হয় এবং তিনি সত্যই হস্তপদবিহীন।

বিপদভঞ্জন হরি বিপদে সম্বল,
ভাবিলাম প্রভু মম ভকতবৎসল।
পাছু দিয়ে গিয়েছেন তাতে কেন ভয়,
ভক্তিভরে ডাকিলেই হবেন উদয়।
তখনও অভাগীর না হইল জ্ঞান,
জীবের মঙ্গল-মৃত্যু প্রভুর(ই) বিধান।



মনের আঁধার।

১

আয় বাছা, কোলে আয় মুকুল আমার,
তোবে আমি কোলে লই নয়নের জলে।
খোকা বিনে সকলি ত দেখি অন্ধকার,
মা। বলিয়া ডেকে বাপ্ তুই আয় কোলে।

২

দাদা তোর, তোরি মত ছিল রে মুকুল,
আজ সে স্বরগে গেছে স্বরগের ফুল।
শোকে প্রাণ ম্রিয়মাণ বিষাদে আকুল,
হায় রে আমাকে আজ বিধি প্রতিকুল।

৩

সুনীতি, সুরুচি, খুকী আয় তোরা আয়,
আয় ছোট খোকা আয়, হৃদয়ে আমার।
দেখিব তোদের স্পর্শে যায় কি না যায়,
শোকের অনল আ'র মনের আঁধার।

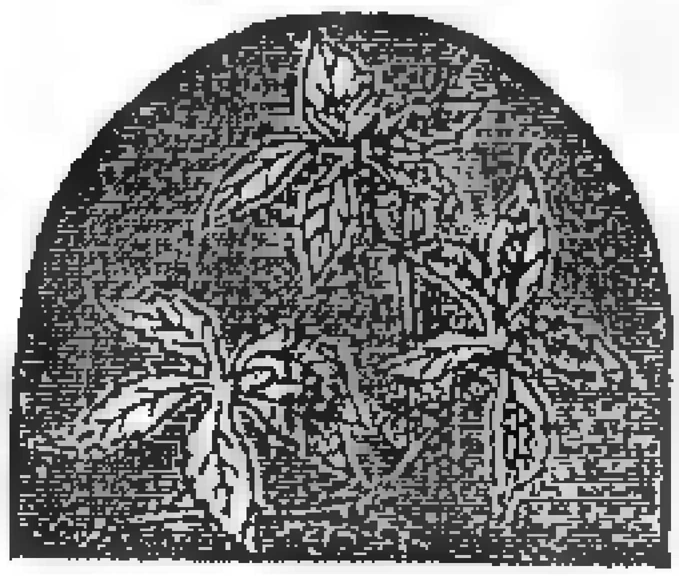
সে দিন কোথায়।*

যে দিন হৃদয় ছিল পূর্ণ নব বলে,
যে দিন জগৎ নাথ ছিল করতলে।
ডাকিলেই তৎক্ষণাৎ দিতেন সাক্ষাৎ,
মুহূর্ত্তে কাটিয়া যেত যত পরমাদ।
সেই যে মগধপুরে গিরিডি সহরে,
বরগণ্ডা বাঙ্গালায় পাঁচ ডিগ্রী জ্বরে,
দেখিতে দেখিতে খোকা হইল অজ্ঞান,
বাসা শুদ্ধ সকলের উড়ে গেল প্রাণ।
সম্মুখে দেখিয়া আমি ঘোর পরমাদ,
ডাকিলাম জগন্নাথে জোড করি হাত।
তাঁহার শিক্ষিত মন্ত্র করি উচ্চারণ,
ভক্তিভরে তাঁরে করিলাম আবাহন।
তৎক্ষণাৎ প্রাণারাম প্রাণের ঈশ্বর,
উপনীত হইলেন প্রাণের ভিতর।
চক্ষু মুদে দেখিলাম প্রভু নারায়ণ,
চিত্তবিনোদনকারী চিত্ত-বিনোদন।

* অবিশ্বাসীদের [redacted] এ কবিতা লিখিত হয় নাই।

কহিলাম ধীরে ধীরে প্রাণের বেদনা,
উত্তর হইল "আর ভয় করিও না ।"
অমনি আমার খোকা মেলিয়া নয়ন,
ধীরে ধীরে চারিদিকে করিল দর্শন ।
হৃদয় হইল সুস্থ, কেটে গেল ভয়,
অনন্ত জগত গায় তাঁহারই জয় ।
মনে পড়ে এমনই সহস্র বিপদে,
উদ্ধার হয়েছি আমি ডাকি জগন্নাথে ।
কিন্তু কি বলিব বলিতেও লজ্জা হয়,
কোথা গেল প্রভু তার মৃত্যুর সময় ।
"মরিল তোমার খোকা" বলি মোর কাণে,
অদর্শন হয়ে প্রভু গেল কোন স্থানে ?
শঙ্কিত হইয়া আমি ডাকিলাম যত,
অদর্শন হয়ে প্রভু রহিলেন তত ।
হরিয়া নিলেন মম অটল বিশ্বাস,
বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে হইল তরাস ।
বিশ্বাস শিথিল হ'ল ফুরাইল সব,
হৃদয়ে উঠিল জাগি হাহাকার রব ।
হায় রে আমার আর সে দিন কোথায় ?
জ্বলিতেছি দিবারাত্র প্রাণের জ্বালায় ।

এখন ডাকিলে প্রভু আসে কি না আসে
পরীক্ষা করিতে আর যাই না তরাসে ।
জগন্নাথে মনে হলে, খোকার সে মুখ
মনে হয়, শোকে দুঃখে ভেঙ্গে যায় বুক
এখন হইলে মনে প্রভুর বদন
পুত্রশোকে অভাগীর ঝরে দুনয়ন



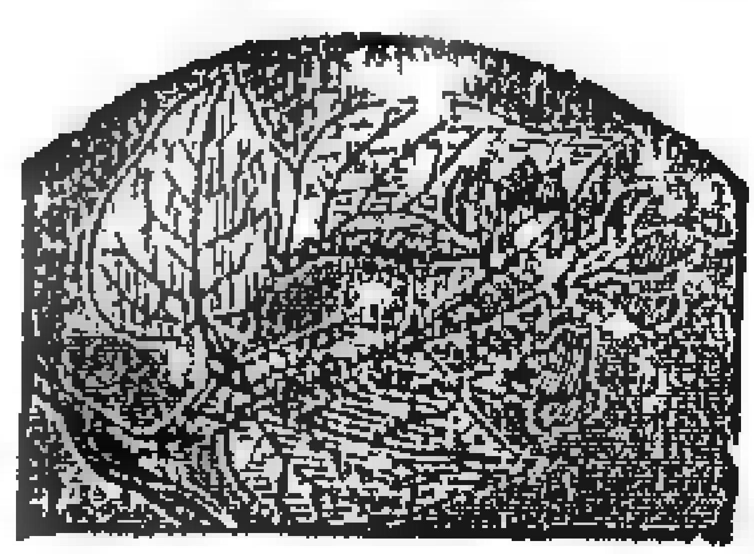
ওরে যাদুমণি।

কি দারুণ কি দারুণ পুত্র-শোকানল,
কিছুতেই এ অনল হয় না শীতল
যতদিন কণ্ঠে প্র ণ রহিবে আমার,
যতদিন রহিবেক স্মৃতিটুকু তার।
তত দিন শোকানলে পুড়ে হব ছাই,
পুত্রশোক সম শোক আর কিছু নাই।
খে'কার শে'কেতে আমি হয়ে'ছি পাগল,
গেছে নযনের জ্যোতি যত বুদ্ধি বল।
যে দিন গিয়েছে খোকা স্নেহের পুতুলি,
সে দিন নিয়েছি বুকে পুত্রশোক ডালি।
যে দিন গিয়েছে চলি হৃদয়ের ধন,
সেই দিন সুখ শান্তি দিছি বিসর্জ্জন।
সুনীতি সুরুচি আর ছোট খুকী মোর,
না দেখি দাদার মুখ বিষাদে বিভোর।
অবোধ মুকুল মণি মৃত্যুর কি জানে,
ম্লানমুখে বলে দাদা গেল কোন স্থানে?
দাস দাসী লোক জন অস্থির সদাই,
নিশ্বাস ফেলিয়া বলে খোকা বাবু নাই।

পথের পথিক কাঁদে খোকার অভাবে,
হায় ! হায় ! করে পাড়া-প্রতিবাসী সবে ।
অস্থির খোকার লাগি সমপাঠিগণ,
দেশ শুদ্ধ লোক কাঁদে খোকার কারণ ।
খোকার অভাব কেহ সহিতে না পাবে,
মা হইয়া সহ্য করি আছি কি প্রকারে ?
শোকানলে ভস্ম হয়ে যাক্ এ হৃদয়,
অন্তরীক্ষে থাকি খোকা দেখ সমুদয় ।
কত কাঁদিতেছে আজ তোমার জননী,
তুমি কি তা দেখিতেছ ওরে যাদুমণি ।

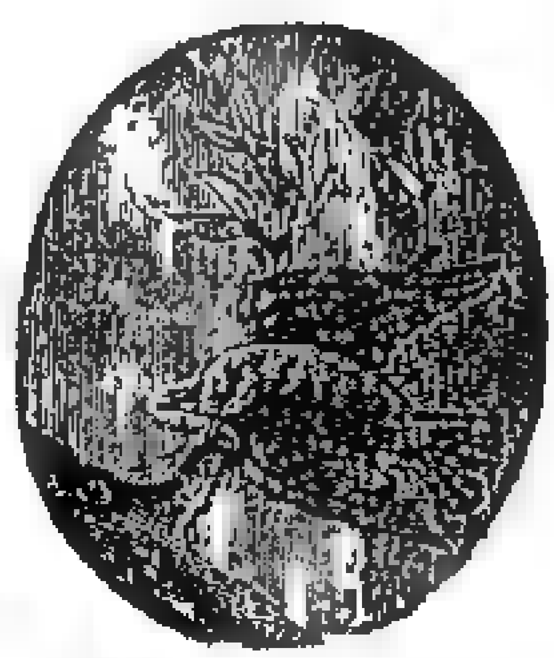
গিরিডির বাড়ী।

করিতে চাহিয়াছিলে গিরিডিতে বাড়ী,
তবে কেন চলে গেলে এত তাড়াতাড়ি ?
গিরিডি সহর খোকা বড় স্বাস্থ্যকর,
এস মোরা সেই স্থানে করি বাড়ী ঘর।
রহিব এখানে আমি তোমারে লইয়া,
পূর্ব্বকার বন্দোবস্ত গেলে কি ভুলিয়া।
এস খো'ক' চলে এস অতি শীঘ্র ক'রি,
গিরিডিতে বাড়ী কর করিও না দেরি।
তুমিই জান খোকা সকল সন্ধান,
বিলম্বে বিক্রয় হয়ে যাবে ভাল স্থান
খোকা কি করিয়া বাড়ী গিঁরিডিতে আছ,
অথবা সত্যই খোকা স্বর্গপুরে গেছ ?



দ্বারকা নাথ।

কে আপনি, আপনি কি সেই কবিরাজ ?
আসুন বসুন দেব, দুঃখিনীর ঘরে
রমণী সুলভ ত্যজি লাজ লজ্জা আজ,
কাঁদি প'ড়ে আপনার চরণ উপরে
কৈ দেব, কৈ সেই বিনয় ভূষণ,
যার জন্য দেহ রক্ত করেছ পতন ?



মোক্তার বাবু।

১

কে তুমি গো—তুমি কি গো মানব দেবতা ?
এ হেন বিপদ কালে, আসিয়া উদয় হলে,
শুনাইলে দুখিনীরে মধুমাখা কথা।

২

কে তুমি গো—তুমি কি গো ঈশ্বর-প্রেরিত ?
ঘোরতর অন্ধকারে, বিপদ সিন্ধুর পারে,
সর্ব্বাগে দেখিনু তোমা হইতে উদিত।

৩

বিপদের মহাসিন্ধু সম্মুখে যখন,
কে কোথা আছ গো বলি সর্ব্বাগ্রে নয়ন তুলি,
তোমাকেই নরশ্রেষ্ঠ। করিনু দর্শন

[redacted]

নাড়ি আছে প্রাণ আছে ভয় কিছু নাই,
সে কথা অমৃতে মিশি, পরাণে পশিল আসি,
ভালর ঝুটাও ভাল হা গুরু গোঁসাই।

[redacted]

আপনি স্বয়ং এসে ঘোর অসময়ে,
করেছ যে উপকার, ভুলিব না কভু আর,
জীবনে তোমার গুণ যাব না ভুলিয়ে।

শ্বশ্রূমাতা।

১

স্বর্গগতা শ্বশ্রূমাতা প্রণমি তোমায়,
আমার হৃদয়-ধন, তোমার সে প্রিয়তম,
বিনয় চলিল আজি তোমার সেথায়।

২

বহু চেষ্টা করিলাম দীর্ঘ দিন ধরি,
রাখিতে সে মহানিধি, (কিন্তু মোরে) নিতান্তই বাম বিধি,
কাড়িয়া লইয়া তারে গেল জোর করি।

৩

স্বর্গগতা শ্বশ্রূমাতা জানাই তোমায়,
বহু সে পাইয়া ক্লেশ, গেল আজ করি শেষ—
ভবলীলা, কোলে তুমি ডেকে নিও তায়।

স্বর্গগতা শ্বশ্রূমাতা জানাই তোমারে,
বাবা মোর দীর্ঘ দিন, ছিল হয়ে বিমলিন,
তুমি তারে সুখী কো'র শান্তিময় পুরে।

৫

স্বর্গগতা শ্বশ্রূমাতা জানাই আবার,
বহুদিন সে আমার, খায় নাই কিছু আর,
স্বল্প লঘুপথ্য বিনে কি বলিব আর।

৬

বড় সে চাহিয়াছিল আম-দুধ খেতে,
তুমি মা তাহারে লয়ে তোষ আম-দুধ দিয়ে,
সুমিষ্ট কাঁঠালকোষ দাও তার হাতে।

৭

পরাণ ত্যজেছে সে যে, জল জল করি,
তাহারে লইয়া কোলে, সুমেরুপর্ব্বত-তলে,
মন্দাকিনী হতে জল দিও প্রাণ ভরি।

৮

আর মা তোমারে আমি এক কথা বলি,
ভাল মৎস্য পাও যদি * দিও তারে নিরবধি,
তুমিও সর্ব্বদা তারে মিষ্ট কথা বলি

৯

মৃত্যুর দিনেও তারে কত শক্ত কথা,
বলিযাছে কত জন, মনে হলে দহে মন,
তুমি তারে মিষ্ট কথা ব'ল শ্বশ্রূমাতা।

* ব্যারাম অবস্থায় খোকার বড়ই মাছ খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল।

১০

বড় ইচ্ছা ছিল তার দেশ ভ্রমণেতে,
তুমি তারে কোলে করি, বেড়াইও স্বর্গপুরী,
কিম্বা আরোহণ করি ফুলময় রথে।

১১

আকাশে বিকাশে যথা শূন্য পথে তারা,
সেখানে তাহারে লয়ে, বেড়াইও প্রীত হয়ে,
দেখাইও ঘুরে ফিরে সমস্ত অমরা।

১২

সোহাগ করিয়া তারে শ্বশ্রূমাতা তুমি
দেখাইও নিতি, নিতি, ইন্দ্রের অমরাবতী,
দেখাইও শিব, শিবা, বিষ্ণু বিশ্বস্বামী।

১৩

ঘুম পাড়াইও তাকে উপকথা বলে,
শুনিলে সে উপকথা, ভুলে যেত তৃষ্ণা, ক্ষুধা,
বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে তার দিও অঙ্গ মলে।

১৪

কতই ময়লা তার হয়েছিল গায়,
তেমনি সে চলে গেছে, দিও তারে ধুয়ে মুছে—
তুমি মা, মিনতি করি জানাই তোমায়।

১৫

সকলের প্রিয় সে যে সকলের বড়,
তাহারে হইয়া হারা, হয়ে আছি শোকে মরা,
কাটা কৈাটর* মত করি ধড় ফড়

১৬

খুঁজিয়া দেখিও তুমি আমার পিতায়,
অবশ্য পাইবে তাঁরে, বল যেন যত্ন ক'রে,
আদরে হৃদয়ে রাখি, আমার খোকায়।

১৭

খোকাকে দেখা'ও মোর ঠাকুর খুড়াকে,
সুরেন্দ্র† ভূপেন্দ্র‡ আছে, বলিও তাদের কাছে,
তারা যেন সদা তারে কাছে কাছে রাখে।

১৮

জানা'ও স্বপনে মাগো, মিনতি আমার,
সে আমার ভাল আছে, রোগভোগ সেরে গেছে,
ভুঞ্জিতেছে স্বর্গপুরে সুখ অনিবার।

---

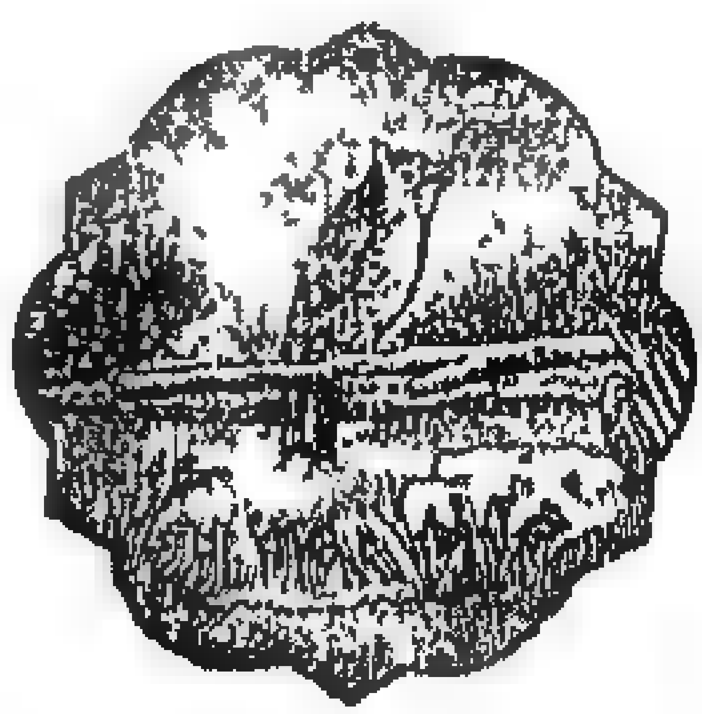
* কৈ মৎস

† আমার মাসতুতো ভাই ‡ আমার খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে

ডাক্তার বাবু।

ডাক্তাব এসেছ তুমি ? ক্ষণকাল আগে
তুমিইনা এসেছিলে হায়রে কপাল,
পারিলে না দেখিয়াও নির্ণয় করিতে,
সে বোগের, তুমি যদি বলিতে আমায়
অধিক বিলম্ব নাই অনন্ত-যাত্রার
বিনয়ের তব, আহ । তাহলে কি আমি
কুহকিনী নিদ্রা জালে হয়ে বিজড়িত,
অন্ধ নেত্রে শয্যাতলে রহিতাম পড়ি।
হৃদয় ভিতরে লয়ে হৃদয়ের ধন,
সমস্ত যামিনী জেগে রহিতাম বসি।
বলগো ডাক্তাব এবে, বল বিশেষিয়া
অকস্মাৎ ধন কেন হইল এমন।
এই ত বলেছে কথা এই ত খেয়েছে।
মধ্যে অল্পক্ষণ আমি ছিলাম নিদ্রায়,
এরি মধ্যে কি এমন হইল বাবার,
কিসে বাবা অকস্মাৎ হইল এমন ?
বলগো ডাক্তার বাবু বলগো আমায়,
দেখ দেখ একবার দেখ ভাল করি,

কোন্ ব্যাধি অকস্মাৎ বাড়িল বাছার,
কিসে হেন অচৈতন্য হইল সে মম ?
আড়াই বৎসর ধরি রাখি বুকে বুকে
মৃত্যুকালে নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া রহিনু।
প্লীহা ও যকৃৎ সহ নিদারুণ জ্বর,
উপসর্গ হয় কত সময় সময়,
এই জানি এত দিন। কিন্তু বল তুমি
আজ কোন উপসর্গে ছাড়িল পরাণ
সে আমার—তেয়াগিয়া দুঃখিনী জননী।



৺ মত্তাত মহাশয়।

১

বাবা গো, কোথায় তুমি গিয়েছ চলিয়া ?
আর এ নবতভূমি, থাকিতে চাহিনা আমি,
দয়া করি দুঃখিনীরে লহ ডাক দিয়া।

২

প্রাণের খোকাকে আমি দিয়া বিসর্জ্জন,
হইয়াছি পাগলিনী, তাহাকে দেখিছ তুমি,
তুমি কি খোকাকে মম করিছ দর্শন ?

৩

খোকা মোর দীর্ঘ দিন ম্যালেরিয়া জ্বরে,
পাইয়াছে কত ক্লেশ, এবে কি হয়েছে শেষ,
সে ক্লেশের, স্বপ্নযোগে জানাও আমারে

৪

বাবা, আমি হইয়াছি বড়ই দুঃখিনী,
হারাইয়া সে রতন, না হেরিয়া সে বদন,
না শুনিয়া দীর্ঘ দিন সে মধুর বাণী।

৫

বাবা গো, খোকা কি মম আছে তব কাছে?
তাহারে যতন করে, সর্ব্বদা রাখিও ক্রোড়ে,
বড় সে পাইযা ক্লেশ ধরা হতে গেছে

৬

তুমি আছ ত ই মম প্রাণে আছে বল,
শিশু সে দেখিও তারে, খেতে দিও যত্ন করে,
পিপাসায় বেশী করে দিও ঠাণ্ডা জল।

৭

যদি বাবা খোকা মম না চেনে তোমায়,
দিও তারে পরিচয়, বোল দাদা মহাশয়
আমি তোর বাছাধন, আয় কোলে আয়।



৮ মাতামহী ঠাকুরাণী।

১

দিদি মা, দিদি মা, তুমি গিয়েছ কোথায় ?
কোথা আছ কতদূর, কোন্‌খানে সুরপুর,
সেখানে কি খোকা গেছে জিজ্ঞাসি তোমায়।

২

খোকাকে রাখিয়া আমি ছিলাম শয়ানে
এসে দেখি খোকা নাই, তোমারে জিজ্ঞাসি তাই,
এত শীঘ্র খোকা মম গেল কোন্‌ খানে।

৩

অ ত্মাভূমে অন্বেষিয়া দেখ একবার
খোকা মম কোথা আছে, ডাক দিয়ে আন কাছে,
ভাল বেসে মিষ্ট কথা বল অনিবার

৪

বড় কষ্টে সে আমাব ছিল যে এখানে,
নিদারুণ ম্যালেরিয়া, ধরে ছিল জড়াইযা,
বাছা জ্বরে জব জর হতো রাত্রি দিনে।

৫

সে সব দুঃখের কথা কি কব এখন,
সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা, জানিছ সকল কথা,
ঘুচাইতে মনোব্যথা করিও যতন

পাহাড়িয়া বাবাজি।

কোথায় শ্রীক্ষেত্র, কোথা পাহাড়িয়া বাবা ?
অতীত কাহিনীগুলি স্বপনের মত
আজিও মানসে মম হতেছে উদিত।
স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গৃহে
সেই যে খোকাকে নিয়ে করিনু গমন
বাবাজি বসিয়াছিল ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরে,
খোকা তাঁর অঙ্কদেশে বসিলেক গিয়া,
আমি অভাগিনী পদে হইনু পতিত।
খোকাকে মধুরস্বরে তুষিয়া আদরে
আমার মস্তকে হস্ত করিয়া অর্পণ,
কহিলেন—উঠ বাচ্চা। করি আশীর্ব্বাদ
তোমার মনের ইচ্ছা হউক পূরণ।
হা। হা। পাহাড়িয়া বাবা তব আশীর্ব্বাদে
খোকা মম অমরত্ব লভিয়াছে এবে।
উঠিয়া বসিনু আমি পূত পদতলে
সন্ন্যাসীর, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বাবা
জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিত কান্তি, প্রশস্ত ললাট,
ধক্ ধক্ করে সদা তেজপূর্ণ আঁখি,

আজানুলম্বিত ভুজ, কৌপীন পিঁধনে,
সদা হাসি শ্রীবদনে, সদা মধু কথা
ক্ষরিছে সে মুখ হতে, হায় রে বিধাতা !
হেন সন্ন্যাসীর কথা হইল বিফল
আমার কপালে আজি, কহিব কাহারে
খোকারে আদর করি বসায়ে নিকটে
করেছেন বাবাজি যে কত আশীর্ব্বাদ
বাচ্চা বাচ্চা বলি কত করিয়া সোহাগ
আপন প্রসাদ বস্তু দিতেন খাইতে
বাবা বাবা * বলি খোকা সন্ন্যাসীর কাছে
কত শত বাক্যালাপ করিত হিন্দিতে।
এ খাব সে খাব বলি সন্ন্যাসীর কাছে
করিয়াছে খোকা মম কত আবদার,
তখন ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত ঔষধ
সন্ন্যাসী ঔষধ এক দিলেন খোকায়।
কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল নিদারুণ জ্বর
সে ঔষধে, পুনর্ব্বার উঠিল বাড়িয়া।
এ জীবনে হইবে না দুঃখের অবধি
দুঃখিনীর, কি প্রকারে রহিব বাঁচিয়া।

* সন্ন্যাসীকে সকলেই বাবা বলিয়া সম্বোধন করে।

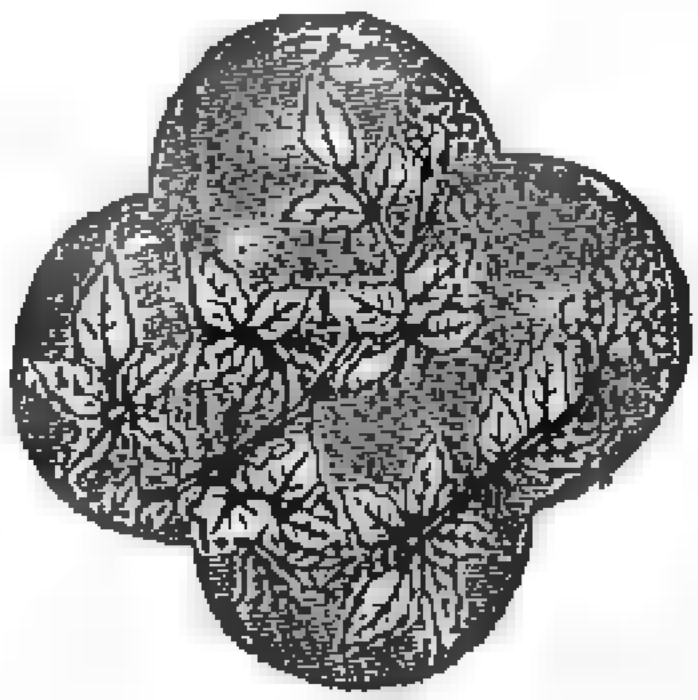
কোথা আছ সন্ন্যাসী গো পাহাড়িয়া বাবা !
তোমারে ধরিয়াছিনু বড় আশা করি,
তুমিও আশ্বাস মোরে দিয়েছিলে দেব,
কিন্তু হায়, মহাকাল উলঙ্গ অস্থির,
কাহারো মুখের পানে চায় না ফিরিয়া
হে প্রভো ! হে গুরুদেব খোকাকে ও মোরে
তুমিই ত মন্ত্রদান করেছ শ্রবণে,
বহু চেষ্টা করিয়াও পারিলে না যবে
সারাইতে জ্বর তার, তখন বুঝিলে
এ রোগ যে মৃত্যুরোগ সারিবার নয়,
পড়িল বিষাদ-ছায়া বদন উপরে।
বুঝিয়াও এ অভাগী বুঝিল না হায়
মহাপ্রভু মায়া করে ভুলালো আমায়।
আইস এখন দেব পাহাড়িয়া বাবা !
তোমার চরণতলে পড়ে একবার
খোকা খোকা বলে আমি কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে
বাবাজি গো, জগন্নাথ নাহি দেন দেখা
তোমারে ত এ নয়নে করিব দর্শন।
ভাসি নেত্রনীরে, বসি তব পদতলে,
জিজ্ঞাসিব বার বার খোকার কাহিনী।

সন্ন্যাসী, দেখিছ তুমি ত্রৈলোক্য ত্রিদিব,
অবশ্যই বলিবারে পারিবে সে কথা
খোকা এবে কি প্রকারে আছে কোন স্থানে ?
হে দেব ! এ হেন পুত্র যার যায় যমে,
সে কেমনে প্রাণ ধরি থাকিবে ধরায়

উঠিবে সারিয়ে।

কত কষ্ট সহিয়াছি এ তিন বৎসর,
ভাবিতে এখনো কাঁপে বুকের ভিতর।
লিখিতে লেখনী যেন হয় সঙ্কুচিত,
বহিতে এ দুঃখ-কথা কাগজ কম্পিত।
কত জন করিয়াছে কত অপমান,
কত জন শক্ত বলে ভেঙ্গে দেছে প্রাণ।
কত জন চুরি করে নিয়ে গেছে ধন,
কত জন করিয়াছে চরণে দলন।
কত ভৃত্য ঘটী বাটী দেছে ভেঙ্গে চুরে,
কত জন গৃহ হ'তে দেছে বার করে।
দেশে দেশে ভ্রমিয়াছি স্বামী-সঙ্গ ছাড়া,
অপরিচিতের সঙ্গে সুখশান্তি হারা।
একদা ভুবনেশ্বরে নিবিড় জঙ্গলে,
খোকা সহ রহিলাম গৃহ ঘর ফেলে
কভু শীতে শীতবস্ত্র দেই নাই গায়,
কখনো বা উপাধান পাইনি মাথায়।

কভু বা আহার হয় কভু অনাহার,
এই দুঃখে দীর্ঘ দিন কেটেছে আমার।
সব সহিয়াছি আমি পুত্তলিকা হয়ে,
এই আশে, খোকা মম উঠিবে সারিয়ে



ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ।

বসেছে মুকুল মণি ছোট খোকা সহ,
তা দেখেও দগ্ধ প্রাণ জ্বলে অহরহ।
খোকা বিনে হইয়াছে জগৎ আঁধার,
কিছুতেই অভাগীর সুখ নাই আর।
সুনীতি, সুরুচি, খোকা ডাকিছে তোমায়,
কোথায় রহিলে খোকা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ?
দাদা দাদা বলি তোমা ডাকিছে মুকুল,
মণি যে তোমার মণি সোণার বুল্‌ বুল্‌
তোমার কপালে খোকা সকলের আগে,
সুনীতি, সুরুচি ফোঁটা দিবে হাস্যমুখে।
তোমাকে এস্থলে আজ না ক'রে দর্শন,
তোমার ভগিনীগণ করিছে ক্রন্দন।
আয় রে প্রাণের খোকা আয় কাছে আয়,
সুনীতি সুরুচি ডাকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়।

থার্ম্মোমিটার।

আমার খোকার জ্বর এখনো ইহাতে
লাগিয়া রয়েছে যেন হায় রে বিধাতা,
জ্বর দেখে বাছা মম দিনে শতবার
একবার নরম্যাল পায়নি দেখিতে।
সে দিন কোথায় খোকা সে দিন কোথায় ?
তুমি ত সকল কথা গিয়াছ ভুলিয়া।
আমি কবে সে সকল হব বিস্মরণ
ওরে খোকা তাই তুই বল একবার।
সেই যে ঘড়িটী লয়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায়,
দেখিয়াছ নিজ জ্বর বিষণ্ণ বদনে।
দীর্ঘ দিন হয়ে বাছা শান্তি-সুখ-হারা
রোগ-চক্রে ঘুরে ঘুরে শেষ দিন এসে
অনন্ত নিদ্রার কোলে করিলে শয়ন।
যাও বাপ যাও তুমি শান্তি-নিকেতনে,
শান্তিতে রাখুন তোমা শান্তিপ্রদায়িনী।

ভগবতী।

আবার আসিলে ভগবতী,
খোকাকে রাখিয়া স্বর্গে, আসিলে মা কোন্ মুখে
আমার দেখিতে এ দুর্গতি।

পাষাণহৃদয়া তুমি দুর্গে,
কে বলে মা দয়াবতী, অনাথ জনের গতি
পালন করিছ নরবর্গে।

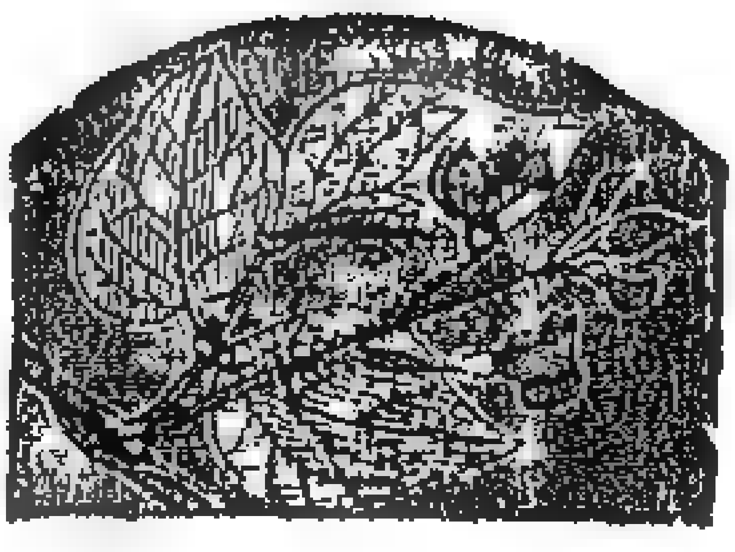
অতীব কঠিন তুমি মা গো,
সন্তান করিলে দোষ, নরেও করে না রোষ
চাহিয়া দেখে না, তুমি দেখো

মহিষ-মর্দ্দিনী তুমি বামা,
সন্তানের দোষ ধর, শিশু প্রতি রোষ কর
ক্ষুদ্র পাপেরও নাহি ক্ষমা।

ভৈরবী ভবানী তুমি শ্যামা,
তাপহরা নাম ধর, কিন্তু তাপে জর জর
তোমার অনন্ত রাজ্য গো মা।

নিজ কাজে।

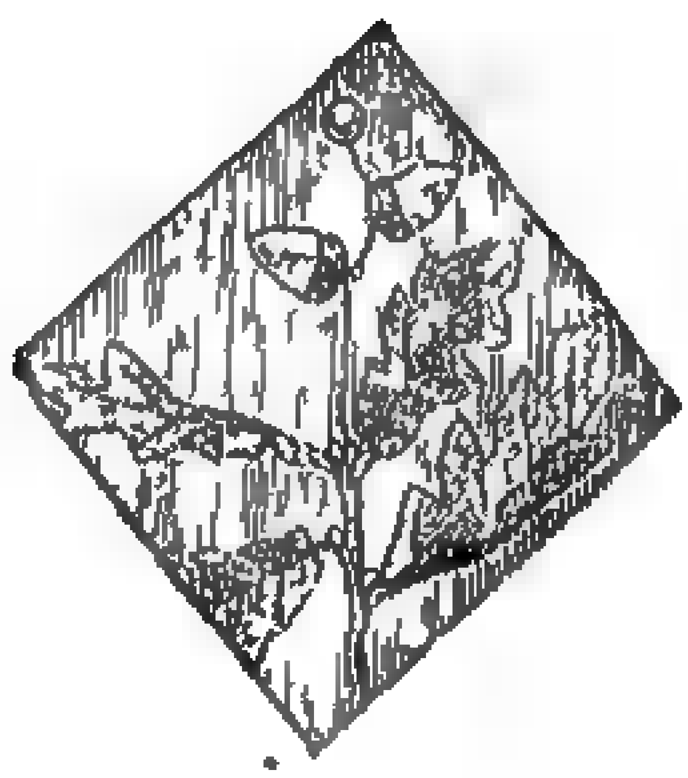
খোকা মোর গিয়েছে স্বরগে
তাতে কেন কাঁদিস্ রে মন,
স্মৃতি তার তুলে রাখ বুকে
মুছে ফেল ঝরিলে নয়ন।
আত্মালোক বড় মনোরম
সে স্থলে রয়েছে খোকা মোর,
রোগ জ্বালা হয়েছে আরাম
সুখে আছে হইয়ে বিভোর।
সময়ে সবারি যেতে হবে
কিছু দিন আগে আর পিছে,
তবে মন কি জন্য কাঁদিবে ?
মগ্ন হয়ে রহ নিজ কাজে।



দীপান্বিতা।

আজ দীপান্বিতা নিশি খোকা তুই আয়,
প্রাসাদ সজ্জিত কর্ আলোকমালায়
গত সনে কেঁদেছিলে "বাজী চাই" বলে,
এবার কোথায় আছ খেল ধূলা ভুলে ?
দীপে আনন্দিতা আজ দীপান্বিতা নিশি,
বালক বালিকা সব কত হাসি খুসী।
জ্বলেছে আলোকমালা প্রাসাদে প্রাসাদে,
হাউই বাজীর ফণী, উঠে শূন্য পথে।
কণ্ঠ সাজাইয়া কত আলোকমালায়,
কলিকাতা রাজধানী স্বর্গসম ভায়
কালী কাত্যায়নী কাং ভয়নিবারিণী,
কালরূপা কালজায়া কৈবল্যদায়িনী
কালশশী কালকেশী ত্রিকালজ্ঞা রামা,
শিবা শিবরূপ শান্তশীলা সাধ্বী শ্যামা,
পাষাণপ্রতিমা, প্রীতিময়ী প্রাণহরা,
তারিণী ত্বরিতে এসে ত্রাণ কর তারা।
পুত্রশোকে দগ্ধ প্রাণ মৃতপ্রায় হয়ে,
আসিয়াছি দয়াময়ি ! তোমার আশ্রয়ে।

একটু দাও মা স্থান চরণ-ছায়ায়,
গোটা কত কথা আজ বলিব তোমায়।
একরত্তি ছেলে মম কত কষ্ট ভুগে,
গিয়েছে তোমার কাছে রেখো তারে সুখে।
গত সনে তারে নিয়ে এই দিনে আমি,
ভুঞ্জিয়াছি কত সুখ কি না জান তুমি
ওগো তারা! শান্তিহারা আজি এ দুঃখিনী,
রক্ষা কর রক্ষাকর্ত্রি! দুঃখ নিবারিণি!



সে।

সে ছিল আমার মানস-বৃন্তেতে
ফুলের মত ফুটিয়া,
যা ছিল তাহাতে সৌন্দর্য্য সুষমা
আমাতে দিছিল ঢালিয়া।
সে, হাসাত মোর সমস্ত জগত,
মা, মা, মা বলি ডাকিয়া,
সে, মোরে করিত কি ভাবে বিভোর
স্বরগের সুরে কাঁদিয়া।
সে দিত আমারে বিমল হরষ
স্বরগ হইতে আনিয়া,
বিরস হৃদয় সরস করিত
দে মা, দে মা বলি চাহিয়া।
নিরাশ হৃদয়ে আশা ঢালি দিত
বালক-সুলভ নাচিয়া,
সংসার-মরুতে ফুল ফুটাইত
কত ভাবে ভঙ্গী করিয়া।

দিত সে ডুবায়ে হৃদয় আমার
সুধার তরঙ্গ তুলিয়া,
এত দিন আছি আমি অভাগিনী
তাহারি কারণ বাঁচিয়া
হায়—যাবার সময় সমস্ত লইয়া
কোথা দিয়ে গেলে চলিয়া।



রাখ এ প্রাণ।

ঈশ্বর! আমার খোকা কোথায় গেল?
আমারি আমারি সে যে, কে এসে লইয়ে গেছে,
আজি কে আমার ধনে কে ধনী হ'ল?

আমারি উদরে সে যে হইয়াছিল,
আমারি আমারি সে যে, কি হেতু কোথায় গেছে,
তোমারে মিনতি করি বল হে বল।

আমার নিকটে সে যে চে'ত থাকিতে,
আমারি সে ছিল হরি। কে লইল জোর করি,
জানাও আমারে ভিক্ষা এ তব পদে।

নালিশ করিব রাজু তোমারি কাছে,
হে হরি! হে তাপহর! হে বিধি বিচার কর,
কে যেন আমার খোকা কাড়িয়া নে'ছে।

ছিলাম বুকেতে নিয়া দ্বিযাম রাতে,
গৃহে এসে করি জোর, খোকা নিয়ে গেল চোর,
আমার সুখের মূল দলিয়া পদে।

আপনি বিচার তুমি কর হে হরি,
আমার বুকের মাল, চুরি করে নিল কাল,
হউক ইহার শাস্তি প্রার্থনা করি

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সাক্ষী হইবে মম
হরি হর সুধাকর, দুঃখিজন-দুঃখ হর,
আপনি বিচার কর, রাখ এ প্রাণ

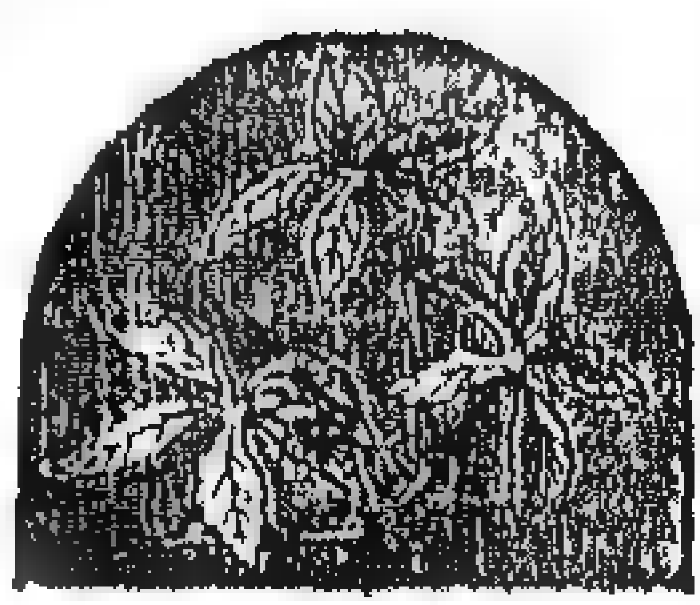


তাহার কথা।

সে ছিল ফুটিয়া কণক কমল
আমার মানস-সরসে,
প্রকৃতির চারু মুখের চুম্বনে
হাসিত খেলিত হরষে।
সে ছিল আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে
সরস কুসুম-যূথিকা,
সে ছিল আমার মানস-মালঞ্চে
অতি সুকোমল লতিকা।
তাহার পরশে নাচিত এ প্রাণ
প্রীতি-ফুল-রাজি ফুটিত,
তাহার আহ্বানে পুলকিত মন
সুধার সাগরে ভাসিত।
সে ছিল যে মোর হৃদি-প্রসূনের
বিশ্বমুগ্ধকরা মাধুরী,
সে দিছিল মোর সমস্ত জগতে
বিমল আনন্দ বিথারি।

স্বর্গের বালক ছিল সে, তাহার
মধু বরষিত বচনে,
সুকুমার দেহে জোছনা জ্বলিত
চন্দ্রমা শোভিত আননে।
সে হাসিলে মম সাধের বাগানে
কনক কুসুম উঠিত ফুটি
সে কাঁদিলে মম হৃদয়ের দ্বারে
উষার শিশির পড়িত লুটি
এক দণ্ডকাল তারে না দেখিলে
পরাণ আমার ব্যথিত হত,
আজ নয় মাস তারে না হেরিয়া
পাষাণ পরাণ হোল না হত।
আজি সে কোথায়। কোথায় সে আজি
অভাগী মায়েরে ভুলিয়ে গেছে,
ক্ষণেকের তরে চিন্তে কি সে খোকা
মা আমার আজ কেমন আছে।
এত কাল আহা আমি ভাগ্যবতী
পতি পুত্র সহ ছিলাম সুখে,
কে হযে নিদয় এমন করিয
শোক বজ্র মম হানিল বুকে।

এ পরাণ মম উষার আলোকে
সুখ-ফুলে মালা গাঁথিত বসি,
অতি সুচিকণ অতি বিনোদন
সে মালার সূত্র কেবল হাসি।
সে সুখ-আলোকে কে দিল রে ঢালি,
শুধু সূচিভেন্ত আঁধার রাশি,
কে নিল আমার আনন্দ উৎসব
কে নিল আমার সে চিরহাসি।
সে ধন আ নার গিয়েছে যেখানে
জীবনের সুখ গিয়েছে সেথা,
সুখ আর মম নাহি এ জীবনে
বিনে তার স্মৃতি, তাহারকথা।



অনিত্য সংসার।

নয় মাস হয় ছেড়ে গেছে যাদুমণি,
তথাপি রয়েছি বেঁচে পাষাণী জননী।
ওহো ভবিতব্য! ওহো পাষাণ ঈশ্বর!
পাষাণ হতেও শক্ত মায়ের অন্তর।
এক দণ্ড না হেরিলে বাছার বদন,
কাঁপিত হৃদয় মন ঝরিত নয়ন
যার অমঙ্গল স্মরি কাঁপিত হৃদয়,
চোখে দেখিলাম সেই, পুড়ে ভস্ম হয়।
আমার কলিজা ছেঁড়া সরবস্ব ধন,
সাক্ষাতে শমন নিল করিয়া হরণ।
শব হল তাহার সে নবনীত দেহ,
রক্ষিবারে পারিল না পিতৃমাতৃ-স্নেহ।
সুখশয্যা, মৃত্যুশয্যা হইল তাহার,
দেখিয়াও দেহে প্রাণ রহিল আমার
যখন হইল তার মৃত্যুর লক্ষণ,
তখনও না হইল আমার মরণ
নিদারুণ শোকানলে দহিবার তরে,
খোকা মোরে রেখে গেল অনিত্য সংসারে।

ভবার্ণবে পার।

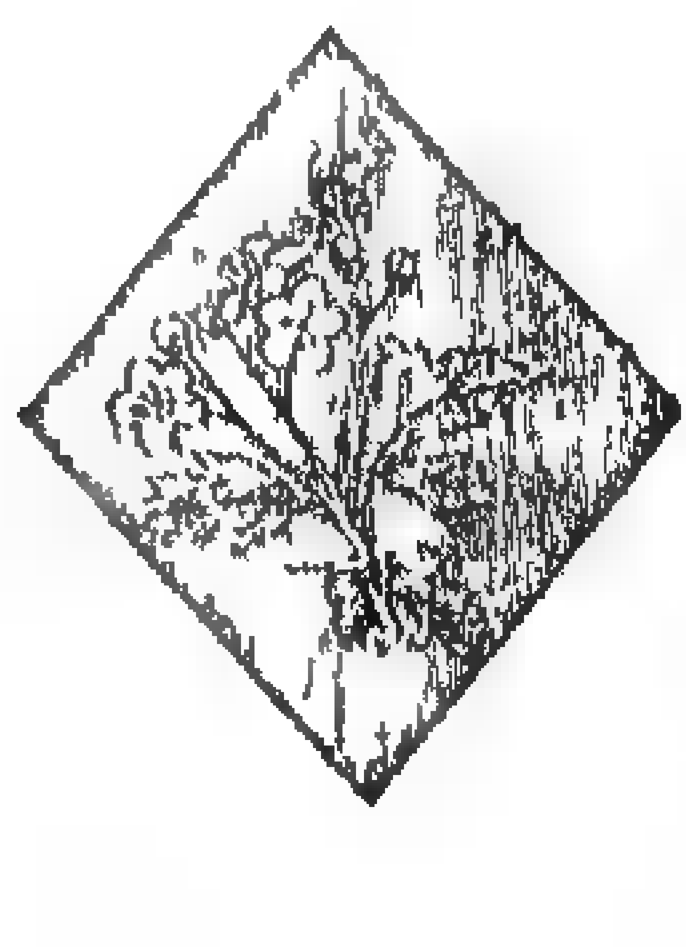
সুখ গেল শান্তি গেল গেল প্রিয়ধন,
তথাপিও না ছিঁড়িল মায়ার বন্ধন
আজ আছে কাল নাই হরি হরি হরি,
এ হেন বস্তুর জন্য কেন কেঁদে মরি।
খেলিতে সংসার-খেলা ইচ্ছা নাহি আর,
নমি নারায়ণ কর ভবার্ণবে পার।
নিদারুণ পুত্রশোকে জ্বলিছে হৃদয়,
সংসারে রহিতে আর ইচ্ছা নাহি হয়
দিব্য চক্ষু খুলে মোরে দাও ভগবান্!
হেরিয়া তোমার মুখ জুড়াই পরাণ
দিবা নিশি জ্বলে হৃদে পুত্র-শোকানল,
বল বিভো কিসে ইহা হইবে শীতল
বল গেল, বুদ্ধি গেল গেল সব সুখ,
কাঁদিয়া নয়ন গেল, ভেঙ্গে গেল বুক।
রেখেছ জগতে আর কিসের কারণ,
ত্বরায় করহ ছিঁড় মায়ার বন্ধন
তাড়াতাড়ি গেল খোকা তোমার গোচরে,
সংসারের অনিত্যতা জানায়ে আমারে

বিবেক হয়েছে মম খোকার প্রসাদে,
জড়াওনা মোরে প্রভু আর মায়াফাঁদে।
এক দিন হবে যদি আমারো মরণ,
তবে কেন কাঁদে মন খোকার কারণ।
যিনি স্বজেছেন এই মানব জীবন,
জীবের মৃত্যুও হয় তাঁহার শাসন।
মৃত্যু বিনে জন্ম নাহি সম্ভবে জগতে,
তাই অনিবার্য্য মৃত্যু জন্মে নানা মতে।
মৃত্যু না থাকিলে যদি চলিত সংসার,
তবে কি দিতেন মৃত্যু অমৃতভাণ্ডার।
মৃত্যু রূপান্তর মাত্র "আত্মালোকে" গিয়ে,
রহে জীব মৃত্যুপর অমর হইয়ে।
মৃত্যুতে নাভয় নব জীবন অক্ষয়,
মৃত্যু রূপান্তর মাত্র আর কিছু নয়।
"আত্মালোকে" গিয়া বিভো, খোকাও আমার,
অমর হইয়া আছে মরিবে না আর।
বুঝিয়াছে মন বিভু এবে বুঝিয়াছে,
আমিও মৃত্যুর পর যাব তার কাছে।
বুঝাও আমারে আরো বুঝাও আমারে,
তুমি যার, রিপু তার কি করিতে পারে।

দয়াময়! পুত্রশোক বড়ই বিষম,
বড়ই বিষম প্রভু! মায়ার বন্ধন।
মায়ার বন্ধন যদি না ছেঁড়ে আমার,
সংসার-আগুনে পুড়ি হই ছারখার।
পুড়ে ভস্ম হই প্রভু! পুত্রশোক দলে,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাণকর্ত্তা ডেকে লও কোলে।
অজ্ঞান আঁধারে পথ দেখিতে না পাই,
জ্ঞানময়! তব পদে জ্ঞান ভিক্ষা চাই।
হেন কিছু নাহি আর জ্ঞান বিনে ভবে,
দারুণ সন্তান-শোক কিঞ্চিৎ টুটিবে
এ জীবনে নাহি যদি তিলার্দ্ধ বিশ্বাস,
তবে কেন করে লোক এত অভিলাষ
এই না আমার খোকা ছিল কাছে শুয়ে,
কোথা দিয়ে কে আসিল, কে নিল কাড়িয়ে।
এত কথা এত ডাক কোথা মিলাইল,
অবশ অচল হয়ে পতিত হইল
প্রত্যক্ষে দেখিছে লোক সকলি অসার,
তথাপি কাহার মনে জন্মে না বিকার।
সংসারের অনিত্যতা জ্ঞানের প্রভায়,
দেখাইলে অন্ধ জনে তবে দুঃখ যায়।

জীবের সম্বল ওহে আত্মার আশ্রয়,
সৃষ্টির রহস্য ভেদে কার সাধ্য হয়।
স্রষ্টার মহত্ব ময় সৃষ্টি সমুদয়,
কালে হবে এই সৃষ্টি স্রষ্টাতে বিলয়
ভাঙ্গা গড়া পৃথিবীর অতি গূঢ় কাজ,
বুঝিতে না পারে তাহা মানব-সমাজ।
জীবেরাও জীবতত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম,
নিজ তত্ত্ব না জানিয়া কেন আলিঙ্গন
এই যে সংসারে আছি আমি একজন,
সুখে মত্ত হয়ে, লয়ে স্বামী পুত্র ধন।
কে আমি কোথায় হতে আসিয়াছি হেথা,
নাহি জানি আপনার অস্তিত্বের কথা।
স্বামী পুত্র কোথা হতে এসেছে আমার,
রহিবে আমার কাছে কতদিন আর
বুঝিতে এ গূঢ়তত্ত্ব শক্তি নাহি ধরি,
অনভিজ্ঞ প্রাণ বয়ে বৃথা ঘুরে মরি।
করিয়া বন্ধন-মুক্ত আঁধার ঘুচাও,
দেখা দিয়ে দুঃখিনীর পিয়াস মিটাও।
জীবনের সুখ শান্তি গিয়েছে আমার,
ভবেশ! এখন কর ভব-নীরে পার।

আমা হ'তে জগতের কি হইবে কাজ ?
তন্ময় করিয়া মোরে লহ হৃদিরাজ !
তোমার অযোগ্য দাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম,
সাধিতে তোমার কাজ শক্তি নাহি মম
রুচি নাহি কাজ কর্ম্মে দীনবন্ধু হরি,
কাননে বসিয়া কৃষ্ণকান্তি চিন্তা করি।
নারায়ণ নারাযণ নাম করি সার,
বাবা গো! প্রভু গো! কর ভবার্ণবে পার



করেছি দর্শন।

কে জানে এখনি খোকা হইবে বিদায়,
এ দারুণ কথা যদি জানিতাম আগে,
তবে কি রে এক দণ্ড ছাড়িতাম তায়,
এবে কি বলিয়া বুঝাইব এ মনকে

পরাণ ছাড়িল খোকা জল জল করি,
এক বিন্দু জল আমি না দিলাম তায়,
তাই বুঝি গেল খোকা এত তাড়াতাড়ি,
জুড়াতে জ্বরের জ্বালা স্বর্গের ছায়ায়।

এ জগতে সুশীতল কত জল আছে,
খোকা মম এক বিন্দু জলের কারণ,
আকুল ব্যাকুল হয়ে প্রাণ ত্যজিয়াছে,
পাষাণী জননী তাহা করেছি দর্শন



দান।

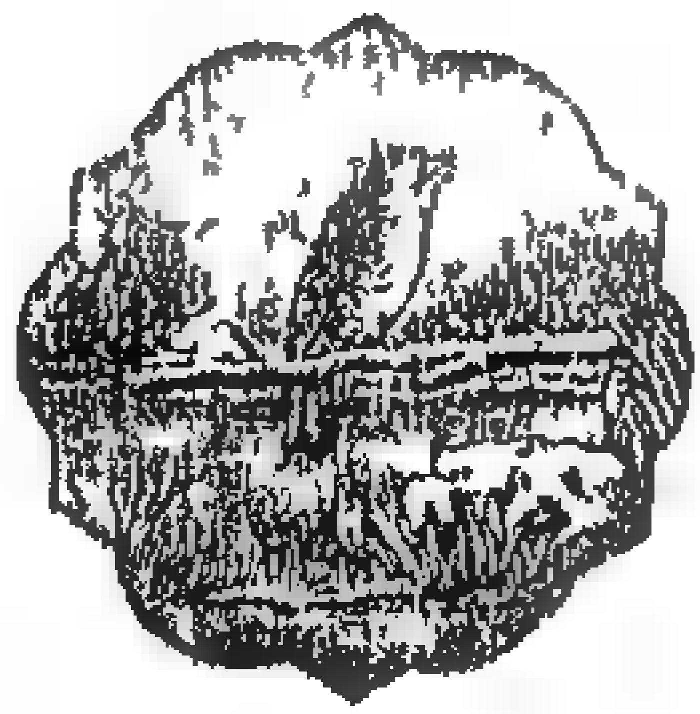
(শিশুর জন্মে পলক্ষে লিখিত। *)

জন্মতারিখ—১২ই আশ্বিন ১৩০৭।

ফুটিয়া উঠিল আজি স্বর্ণ কমল—
মম শোক-অশ্রুনীরে,
দুঃখীরে দিলেন বিধি মধুর সান্ত্বনা—
লিপি, অমৃত অক্ষরে।
সুশীতল জলবিন্দু শোকের অনলে—
এই শিশু সুকুমার,
কিম্বা মন মরুভূমে মধুর মাধুরী—
টুকু স্বরগ-শোভার।"
আঁধারে উজ্জ্বল আলো কম কল্যক্রম—
স্নিগ্ধ শিশিরের জল,
ঘোর শোক-রজনীর প্রভাত-প্রদোষ—
কিবা শুভ্র নিরমল।

* খোকার মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে ছোট খোকার [redacted] [redacted]

কিম্বা খোকাদত্ত ইহা শোকের ঔষধ—
আজ/পাইলাম বুকে,
খোকা পাঠাইল বুঝি তুষিতে মায়েরে—
নিজে/রহিয়া স্বরগে।
খোকার এ প্রতিনিধি পিযুষ-পূরিত—
তারা/যেন হাসিমাখা,
বসন্তের মধুমাখা ফুল যেন—যেন—
পূর্ণিমার চন্দ্রলেখা।
খোকার মতন সৌন্দর্য্যে এ শিশু—আহা—
হেরিলে শিহরে প্রাণ,
খোকাকেই যেন ক্ষুদ্র অবয়বে—মোরে—
দয়াল করিল দান।



খোকার প্রতি।

খোকা তুমি একা একা গিয়েছ স্বরগে,
দেখিও কাহার সনে, অন্যায় কোরো না যেন,
লইও সবার প্রীতি মিলে মিশে থেকে

খোকা তুমি কারো সনে কর না কলহ,
নিতান্ত সে পর দেশ, দূরত্বের একশেষ,
চলিও নিজের মত পরজন সহ

শিশু তুমি একা গেছ দূর সুরপুরে,
তোমার স্বজনগণ, আছে তথা বহুজন,
কিন্তু চিনিবারে নাহি পারিবে সবারে।

গিয়েছেন পিতামহী শিশু রেখে তোরে,
তিনিই আপনি এসে, ডাকিয়া নিবেন পাশে,
বিশেষ করিয়া আমি বলেছি তাঁহারে

তব জনমের পূর্ব্বে তব মাতামহ,
গিয়েছেন সুরপুরে, তিনিই ডেকে তোমারে,
লইবেন নিঃসঙ্কোচে তাঁর সঙ্গ লহ

স্বর্গপুরে আছে তব পিতামহ দেব,
তিনিও সোহাগভরে, তোমারে নিবেন ক্রোড়ে,
নিশ্চয় নিষ্কৃতি শিশু পাবে তাঁরে সেব।

আছেন মাতুলগণ শুদ্ধ স্বর্গপুরে,
দেবতার সম তেজে, ডাকিয়া নিবেন কাছে,
থাকিও শান্তিতে সুখে তাঁদের গোচরে।

স্বরগে আছেন তব দাদা কালীপদ,*
সুখেন্দ্র সুরেন্দ্র আছে, ভূপেন্দ্রও তথা গেছে,
তাদের শরণ নিও দেখিলে বিপদ

যে তোমারে বড় ভালবাসিত রে খোকা,
শৈলজা† সেখানেআছে, খুঁজে দেখো মাঝে মাঝে,
প্রাণের দিদি সে তব প্রীতি-পুণ্য-মাখা।

আর এক কথা খোকা জানাই তোমায়,
দেখিও বিশেষ করি, নানা স্থান ঘুরি ঘুরি,
দেখিলে তাহারে তুমি বলিও আমায়।

---

* আমার বড় ভ্রাতার পুত্র

† আমার তৃতীয় ভ্রাতার কন্যা।

তোমার অগ্রজ সে যে অতি শিশুকালে,
অতি অল্প দিন থেকে, গিয়েছে অমৃত লোকে,
প্রণত হইও তুমি তার পদতলে।

তাহারে চিনিতে ক্লেশ হবে না সহিতে,
তোমার পিতার সম, নিরমল নিরুপম,
রূপ তার, অনায়াসে পারিবে চিনিতে।

জান কি রে খোকা, ভাই জানকী* আমার,
কত কষ্ট পেয়ে শেষে, সেও গেছে পুণ্যদেশে,
সর্ব্বদা থাকিও তুমি সঙ্গে সঙ্গে তার।

খুল্ল মাতামহ তব মাতামহী দেবী,
দেখিও সুমেরু-শিরে, স্বর্ণদীর স্বর্ণতীরে,
পরমার্থধ্যানে মগ্ন ইষ্টমন্ত্র জপি।

নীরবে প্রণত হয়ে দাঁড়ায়ে পারশে,
মাগিও মিলন ভিক্ষা, লভিবে ভজন শিক্ষা,
প্রীতির পবিত্র উৎস ছুটিবে মানসে।

* অ ম র খুড়া মহাশয়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র জানকীকান্ত সেন

খোকারে! তোমারে আর কহিব কি বেশি,
তুমি যে আমারে ছেড়ে, কখন রহনি দুরে,
তাই তোমা দিয়ে দুরে, অশ্রুনীরে ভাসি।

খোকা! তুমি জননীর আশীষ জানিও,
তুমি দয়াবান্ ছেলে, মনে রেখ মা বলিযে,
মাঝে মাঝে স্বপ্নযোগে আসি দেখা দিও।

শ্রীমান্ যাদবচন্দ্র সেন।*

পাঁচু, পাঁচু, বাবা, বাবা, আয় একবার,
দেখে যারে কি দুর্দ্দশা হো'ল মাসী মার।
কত কষ্টে কত দুঃখে যাহারে লইয়া,
ভ্রমিয়াছ দেশে দেশে কাঙ্গাল হইয়া।
আ'ড়া'ই বৎসর পরে কি বলিব হায়।
বরিশালে এসে হারা হয়েছি তাহায়।
পাঁচু রে! এখন মনে পড়ে রে সে কথা,
গিরিডি মগধপুর আর কলিকাতা।
তোমারে লইয়া সঙ্গে ওরে বাপধন,
কত দেশ কত স্থান করিনু ভ্রমণ।
বলবান্ হইয়া রে, দুরাশার বলে,
ভাই নিয়া বেড়াইলে বনে ও জঙ্গলে।
ক'দিনের কথা তাহা ওরে বাছাধন,
আজিও ত চক্ষে চক্ষে করি দরশন।
সেই যে আমারে রেখে তোমরা সকলে,
খোকাকে লইয়া সঙ্গে গিরিডিতে গেলে।

* আমার ভাগিনেয়, ইহাকে আমরা 'পাঁচু' বলিয়া ডাকিয়া থাকি।

বড় জ্বরে শয্যাগতা ছিলাম তখন,
যাইতে না পারিলাম তাহারি কারণ।
মাতুলের সঙ্গে তুমি খোকারে লইয়া,
কলিকাতা রেখে মোরে গেলে যে চলিয়া।
খোকাকে লইয়া যদি চলে গেলে তুমি,
বৎসহীনা গাভী পারা হইলাম আমি।
নয়নে যা দেখি যেন সকলি আঁধার,
কলিকাতা শূন্যময় হইল আমার।
থাকিতে না পারি আর খোকারে ছাড়িয়া,
তাড়াতাড়ি গিরিডিতে গেলাম চলিয়া।
আহা রে। কি কব পাঁচু। সেই খোকাধন,
দিলাম বিদায় করি জন্মের মতন
দেখিলাম আমি পাঁচু গিরিডিতে গিয়া,
ক্যাম্পখাটে খোকা মম রয়েছে শুইয়া।
অকস্মাৎ খোকা মম আমাকে পাইয়ে,
কত কথা বলিল যে বিনায়ে বিনায়ে।
পিতার নামেতে তার নালিশ করিল,
তুমিও দাওনি ভাত তাহাও বলিল।
পাঁচুরে আয় রে আয়, পুনরায় যাই,
গিরিডি মগধপুরে খুঁজিয়া বেড়াই।

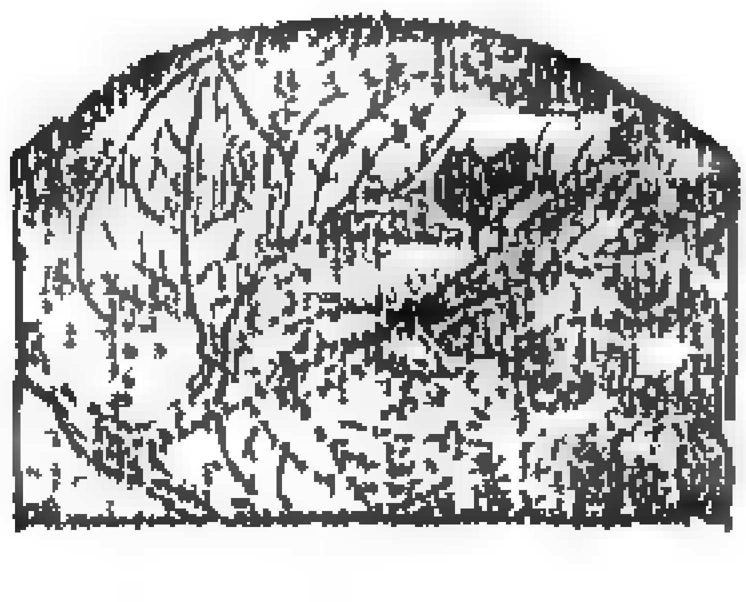
অবশ্যই খোকা মম পশ্চিমেতে আছে,
কিম্বা খোকা তোর কাছে কলিকাতা গেছে।
"কতক্ষণে হইবেক রজনী প্রভাত,
কতক্ষণে মা আমাবে রেঁধে দিবে ভাত" ?
সে কথাও এ জীবনে ভুলিব না আর,
পাঁচুরে ! কোথায় খোকা গিয়েছে আমার !
খোকা বুঝি সিনিয়ার রেঙ্গলার হ'তে,
আমাকে না বলে কিছু গিয়েছে বিলাতে।
কলিকাতা থিয়েটার দেখিবার সাধ
ছিল তার, না দেখিলে করিত বিষাদ
তাই কিরে পাঁচু, খোকা কলিকাতা গিয়া
দেখিতেছে থিয়েটার মোরে না বলিয়া ?
যে দিন শ্রীক্ষেত্র হ'তে এলে তুমি বাপ,
সে দিন করিল খোকা কত পরিতাপ।
বড় দাদা* বলিয়াই কাঁদিয়া অস্থির,
হেন ভাই হারাইয়া আছ কি রে স্থির ?
কর রে স্মরণ বাপ, কর রে স্মরণ,
দুই ভাই এক সঙ্গে করেছ শয়ন।

* 'খোকা', পাঁচুকে বড় দাদা বলিয়া ডাকিত

যতক্ষণ তুমি নাহি আসিতে বেড়ায়ে,
ততক্ষণ থাকিত সে একা একা শুয়ে
কোথা পাঙ্খাওয়ালা রে, কোথায় সুখন,
কোথায় বা গুপী(১) পাঁচু রয়েছে এখন।
রাজকৃষ্ণবাবু(২) কোথা, গোষ্ঠবাবু(৩) কোথা ?
দেখুন আসিয়া তারা আমার এ ব্যথা
কোথায় জীবন বাবু (৪), মাতামহী তার ?
দেখুন তাহারা, মম খোকা নাই আর।
চল জোড়াবাঙ্গালায়(৫) যাই রে আবার,
সেইখানে খোকা বুঝি রয়েছে আমার
পুসপুসে উঠি খোকা মটরুর(৬) তরে,
কত যে কাঁদিয়াছিল কি কব তোমারে।
পাঁচু রে খোকা যে মম গিয়েছে চলিয়া,
স্মৃতি তার একেবারে লউক মুছিয়া।
ঔষধ পাচন তুমি যতন করিয়া,
খাওয়ায়েছ কত তাহা দেখ রে ভাবিয়া।

(১) গুপী সুকং চাকর (২) রাজকৃষ্ণ বাবু গিরিডির জমীদার
(৩—৪) গিরিডির একজন ভায়রো ক
(৫) গিরিডির একটি বাঙ্গালার নাম (৬) মটুর একটি পাঁঠার নাম।

ওরে পাঁচু সেই শীর্ণ দেহের উপরে,
দিয়েছিনু "ওল", প্রাণ পাষাণেতে ধার।
সে যে দুঃখ কি যে দুঃখ কি বলিব আর,
দিয়েছি মরণকালে বাছারে আমার
ওরে পাঁচু সে দুঃখ ত দেখিলিনা তুই,
আয় আয় কাছে আয় সেই কথা কই
বড় দাদা ব'লে খোকা হইত অজ্ঞান,
কেমনে সে ভাই ছেড়ে ধরিবি পরাণ,
দুই ভাই মিলে মিশে থাকিতে সদাই,
তুই বেঁচে থাক্ এবে, খোকা আর নাই।



শ্রীযুত উমেশচন্দ্র দত্ত।*

হে ভ্রাতঃ, হে নরোত্তম, ধার্ম্মিকপ্রবর !
কত গুণে গুণী তুমি কত জ্ঞানে জ্ঞানী,
কত ঋণে ঋণী আমি তোমার নিকট।
কি কব সে সব কথা বিনয়ের তরে
কত দেহরক্ত তুমি করিয়াছ ক্ষয়,
হে ভ্রাতঃ, হে মহোদয় কি মাহেন্দ্রক্ষণে
তোমায় ভ্রাতৃত্ব পদে করেছে বরণ
এ অভাগী সহিয়াছ কত যে লাঞ্ছনা
খোকার ব্যাবামে তুমি, স্মরিলে হৃদয়ে
কত যে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয়
হয় মম। ভ্রাতঃ, তুমি মানব-দেবতা
নররূপে আসিয়াছ এ মহীমণ্ডলে
সাধিতে নরের কাজ ; জ্ঞানান্ধমানসে
রোপিতে জ্ঞানের বীজ। ধর্ম্মান্ধ মানবে
দেখাইতে মহা আলো ; চিনাইতে পথ,
পথহারা পাপী জনে। কি বলিবে ভ্রাতঃ
দুঃখিনী ভগিনী আজ তোমার চরণে

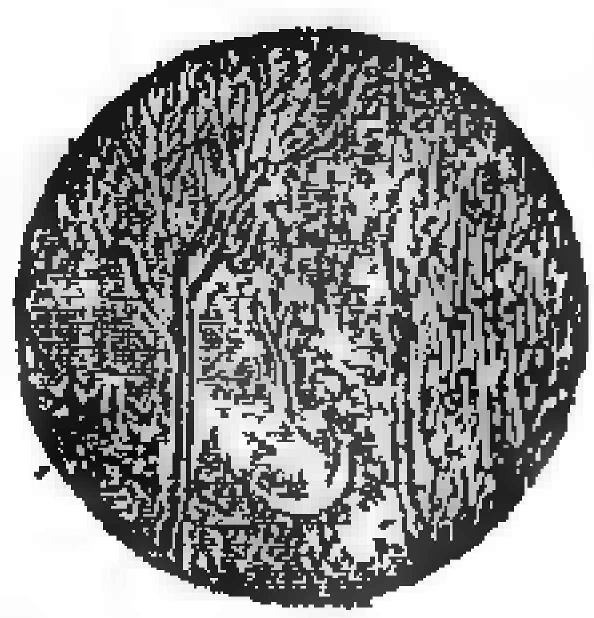
* বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়

শ্রীমতী শান্তশীলা।*

কোথায় মা দয়াময়ী শান্তশীলা মম।
একবার ছুটে কোলে আয় মা আমার।
দেবী তুই, চিনিয়াছে তোরে এ অভাগী
সেই বার, শান্তশীলা দেখ মা স্মরিয়া।
গেলাম খোকাকে নিয়া তোমাদের গৃহে,
পিতা তব কত স্নেহে কত বা সোহাগে
দিলেন আপন ঘর ছাড়িয়া খোকাকে।
হঠাৎ চক্ষের পীড়া হইল আমার
নিদারুণ, চক্ষু ধরি রহিতাম বসি।
কত যে সেবিলে মোরে, কত যে খাটিলে
পীড়িত বামাকে সুস্থ করিবার তরে।
দিদি, দিদি বলি খোকা ও মা শান্তশীলা।
তোমার পশ্চাতে সদা করিত ভ্রমণ।
সহোদর ভ্রাতা সম তুমিও তাহাকে
কত ভাল বাসিলে মা, প্রাণপণ করি
তাহাকে করিতে সুস্থ করিলে যতন;

* শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যা

কিন্তু হায়! সব মিথ্যা করিল বিধাতা
শান্তশীলা, খোকা আর নাহি এ জগতে।
আগুনে পুড়িয়া ছাই, সে স্বর্ণ শরীর
করিয়াছি শান্ত। আমি। সেই চিতানল
সমস্ত পৃথিবীময় জ্বলিছে আমার।
শান্তশীলা, খোকা মম নাহি এ জগতে,
এ কথা পরাণ ধরি পারিনা ভাবিতে।
শান্ত মা, খোকা কি মম তোমাদের গৃহে
আছে? ভাল ক'রে তুমি দেখো অন্বেষিয়া।
দেখ যদি তারে তুমি, টেলিগ্রাম যোগে
জানাইও মোরে; আমি ছুটিয়া যাইব
হেরিতে সে প্রাণতুল্য অমূল্য রতনে



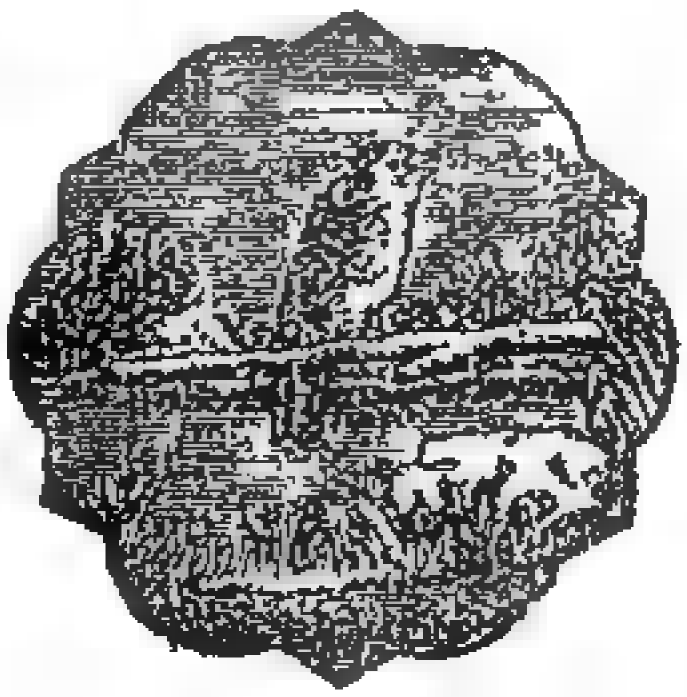
শ্রীযুতা জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী।*

দিদিগো! হারায়ে আমি ফেলেছি তোমার
সেই প্রিয় ধন, যারে দেখিবার তরে
শিবিকারোহণ করি অতি তাড়াতাড়ি
এসেছিলে কষ্ট করি ব্যারাম শরীরে
দিদিগো, দিদিগো আমি আজ (ও) ভুলি নাই
সেই স্বপ্ন কথা তব "তুলসীমঞ্জরী",
আজো ভুলি নাই দিদি আজো ভুলি নাই
তোমার সে মধুমাখা স্নেহের বচন
"কোন ভয় নাই, খোকা আরোগ্য হইবে
আরোগ্য হইবে খোকা নিশ্চয় এ কথা।"
সেই যে বলিয়াছিলে কভু ভুলিবনা
যত দিন প্রাণ মম রহিবে এ দেহে।
ব্যারাম হয়েছে তব করিয়া শ্রবণ,
তোমায় দেখিতে খোকা গেছিল আপনি
শিবিকারোহণ করি কতই আমোদ
তা নিয়ে করিলে তুমি, আজো ভুলি নাই

* শ্রীক্ষেত্রের অগ্রজ ৺ কু... মা লক্ষ্মীদেবীর স্ত্রী, ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ।

সে সকল কথা আমি তুমিও দিদি গো !
অবশ্য ভুলনি তাহা আমার বিশ্বাস
তোমাকে লইয়া সঙ্গে, খোকাকে লইয়া
গিয়েছিনু পাহাড়িয়া বাবাজির কাছে
সে সকল কথা দিদি। হৃদয়ে আমার,
শেল সম বিদ্ধ হয় থাকিয়া থাকিয়া
সেই যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঘরে,
সন্ন্যাসী খোকারে লয়ে বসি একাসনে
রামায়ণ অধ্যয়ন সহাস্য বদনে
করিলেন কতক্ষণ সেই যে গো দিদি।
ক্ষুধায় অস্থির খোকা হইল যখন,
পাচক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বগৃহ হইতে
খোকার ক্ষুধার কষ্ট হরিতে লাঘব
এনে দিলে অন্ন তুমি হে করুণাময়ি।
সেই যে আসিয়া এক ব্রাহ্মণ-বালক,
সন্ন্যাসীর ভোগ্য বস্তু উদরস্থ করি
ফেলিল সকল গুলি, হেরিয়া আমরা
কত যে হাসিনু দিয়ে ভূমে গড়াগড়ি।
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে খোকাও আমার
কত যে হাসিল হাসি, বিকাশিয়া তার

কুন্দ দন্ত গুলি, আহা এখনও যেন
সে দন্ত নয়নে মম ঝলসে আসিয়া!
যে দিন গিয়েছে দিদি! সে দিন আমার
আসিবে না ফিরে কভু এ জনমে আর।
সেই যে গো হাসি খুসী তোমাদের সনে
করেছি শ্রীক্ষেত্রধামে, আর এ জীবনে
সে সুদিন ফিরিবে না দিদি দয়াময়ি।
খোকাধনে হারাইয়া কাঙ্গালিনী সম
ভ্রমিতেছি। পুত্রশোক কণ্টকের ন্যায়
দিবানিশি ফুটিতেছে হৃদয়ে আমার।



৺ক্ষেত্রধামে যাই।

মাতার প্রতি—

চল মা। আমরা আজি ক্ষেত্রধামে যাই,
প্রভুর সে শ্রীমন্দির কাঁদিয়া ভাসাই।
পতিতপাবন-পদে (১) হয়ে নিপতিত,
নয়নের নীরে ধরা করি কর্দ্দমিত।
মহেশ্বর-মন্দিরের নিকটে দাঁড়ায়ে,
'খোকা খোকা' বলে কাঁদি চিৎকার করিয়ে
খোকাকে লইয়ে কোলে প্রভু নারায়ণ,
আনন্দবাজারে বুঝি করেন ভ্রমণ
চল মা আমরা গিয়া আনন্দবাজারে,
জিজ্ঞাসি খোকার তত্ত্ব সবার গোচরে।
ভোগমন্দিরেতে গিয়া করি দরশন,
আছে কি না কোন জন খোকার মতন।
চল মা ছুটিয়া যাই লক্ষ্মীর মন্দিরে,
অবশ্যই খোকা মম আছে সেই ঘরে।
চল মা ছুটিয়া যাই বিমলার কাছে,
জিজ্ঞাসি মায়েরে খোকা কার কাছে আছে

(১) পতিতপাবন, মহেশ্বরের মন্দির, আনন্দবাজার, লক্ষ্মীর মন্দির, বিমলা, গরুড়স্তম্ভ ইত্যাদি জগন্নাথের পুরীর মধ্যেই আছে

চল মা গরুড়স্তম্ভে মাথা কুটে কুটে,
কাঁদি দিবা নিশি মোর ভূমিতলে লুটে।
স্নানবেদী দোলমঞ্চে করি আরোহণ,
চারিদিকে গিয়া তারে করি অন্বেষণ।
নাটমন্দিরেতে চল যাই একবার,
সেখানে অবশ্য খোকা রয়েছে আমার।
দেবতা "অক্ষয়বট" শুনিবারে পাই,
চল মা "অক্ষয়বট"-তলে চল যাই।
অবশ্য সে জানে খোকা গিয়েছে কোথায়,
দয়া করে সে যদি গো খোকাকে দেখায়।
চল একবার মণিকোটার(১) ভিতর,
পতিতজনের বন্ধু প্রভুর গোচর
যেখানে কুটেছি মাথা লক্ষ লক্ষ বার,
সেই স্থানে চল মা গো ! আর একবার।
প্রভুর সম্মুখে গিয়ে রত্নবেদী(২) ছুঁয়ে,
খোকাকে ডাকিয়া আনি বাহু প্রসারিয়ে।
রতন আসনখানি কাঁদিয়া ভাসাই,—
দেখি মা এবার তাঁর কি উত্তর পাই।

(১) মণিকোটা জগন্নাথের বাসস্থান।

(২) রত্নবেদী জগন্নাথের আসন।

কল্পনা নহেগো আমি অবশ্য হেরিব,
রত্নবেদীতে খোকা দেখিতে পাইব
খোকাকে লইয়া কোলে প্রভু জগন্নাথ,
আমাকে ডাকিছে বুঝি বাড়াইয়া হাত।
চল ইন্দ্রদ্যুম্নে(১) গিয়ে করি দরশন,
সে স্থলে কি খোকাধন করিছে ভ্রমণ
চন্দনতলার(২) ঘাটে একবার যাই,
এখানে কি খোকা আছে সবারে শুধাই।
মার্কণ্ডপুকুরে এস যাইব আমরা,
সেখানে গিয়েছে খোকা হয়ে পথহারা
চল মা সমুদ্রতীরে চল যাই চল,
দেখি কি কহেন সিন্ধু করিয়া কল্লোল
মা, এই সমুদ্রতীরে আমার সে খোকা,
খেলিয়াছে কত খেলা ধূলা বালি মাখা।
"যাস্‌নে যে স্নে খোকা সমুদ্রের তীরে,
ঢেউ এসে লয়ে যাবে সুগভীর নীরে"

(১) শ্রীক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ পুকুর

(২) শ্রীক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ পুকুর, এইখানে খোকা কতদিন মাছ ধরিয়াছে

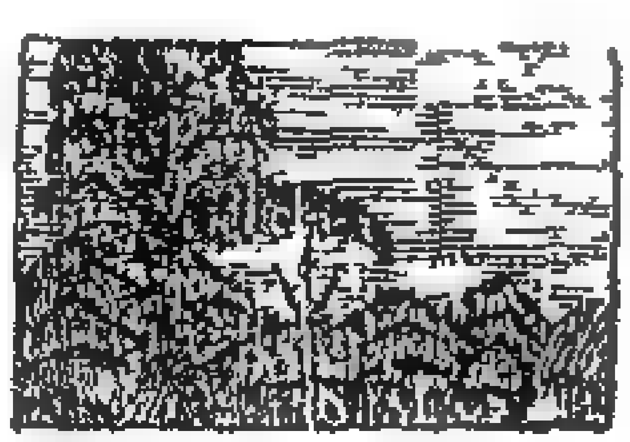
এই ব'লে কত মন্দ বলেছি তখন,
জানি নাই যাবে খোকা জন্মের মতন।
চল মা স্কুলের কাছে চল ছুটে যাই,
সমপাঠীদের সনে যদি খুঁজে পাই।
চল লোকনাথে গিয়ে দেখি খুঁজে খুঁজে,
বুঝি বা আমার খোকা সেইখানে গেছে।
বিদুরের বাড়ী(১) খোকা করিয়া গমন,
খুদের পিষ্টক বুঝি করিছে ভক্ষণ।
গোস্বামীর(২) পূত সমাধিতে দেখি গিয়া,
খোকা কি সেখানে গিয়া রয়েছে বসিয়া
সমস্ত শ্রীক্ষেত্র আজি করি অন্বেষণ
অবশ্য পাইব ফিরে নিনয়ভূষণ
অথবা আমরা মা গো! সমুদ্রের জলে,
ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দিয়ে যাই স্বর্গে চলে।
অবশ্যই স্বর্গে আছে প্রভু দয়াময়,
প্রভুর পারশে খোকা হেরিব নিশ্চয়।

(১) শ্রীক্ষেত্রে বিদুরের বাড়ী আছে। ইহা তীর্থবিশেষ, এখানে খুঁদের পিষ্টক পাওয়া যায়।

(২) ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধিতে ইষ্টক গৃহ হইয়াছে।

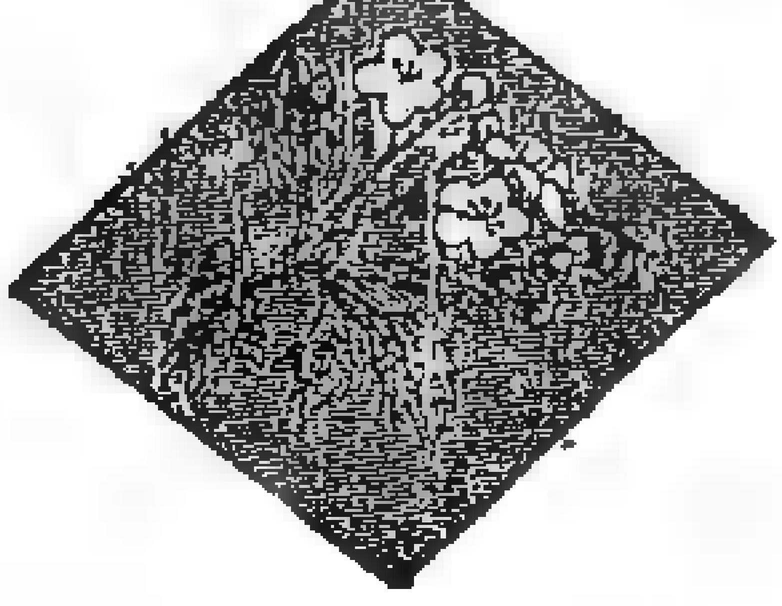
ছোট খোকাকে উপলক্ষ করিয়া বড় খোকার প্রতি।

তুমি কি আবার খোকা এসেছ ফিরিয়া
স্বর্গের সুষমা নিয়ে ওঁয়া ওঁয় করি
কাঁদিয়া মনের কথা করিছ জ্ঞাপন
অতি শিশুকালে তুমি মাতৃস্তন পানে
বঞ্চিত হইয়াছিলে, তাই বুঝি আজ
শিশুরূপে পুনরায় এসেছ ফিরিয়া,
কোলে মম স্তনপান করিবার তরে
এস তবে এস বাপ এস রে বিনয়।
কোলে লয়ে স্তনপান করাই তোমারে।



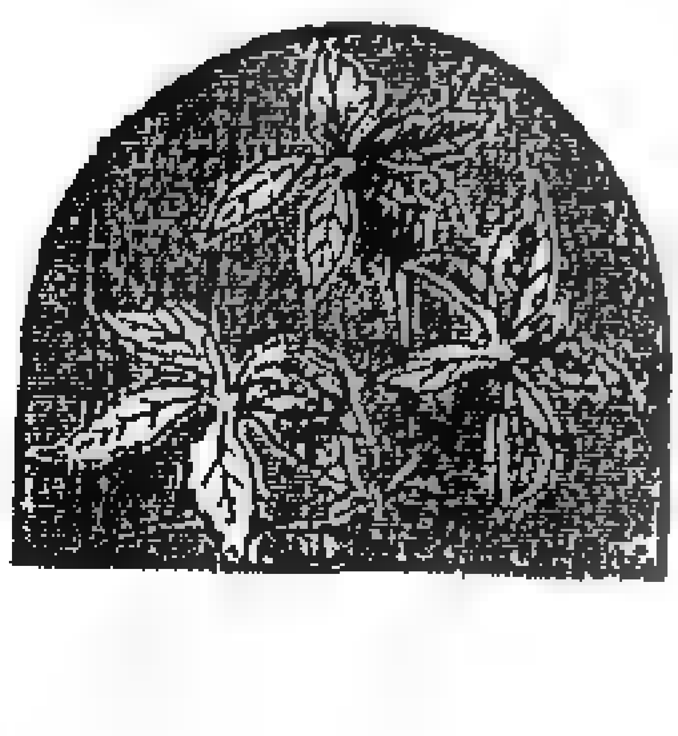
ভাইটী।

হইয়াছে খোকা এক ভাইটী তোমার
বারই আশ্বিন, রূপে তোমারই মত
এস খোকা। এস তুমি কোন স্থানে আছ
ভুলি আমা সবে আহা কি কপাল মম।
তোমা হেন পুত্র দিয়া যমকে সঁপিয়া,
কোন আশে কোন কাজে রহিনু বাঁচিয়া।
খোক আমি, আয় খোকা আয় কোলে আয়।
মুকুলমণির সহ ভাইটী লইয়া,
আমোদ আহ্লাদ কর ভগ্নীদের সনে
পূর্ব্বের মতন, দেখে জুড়াই নয়ন,
আমি অভাগিনী। চার পুত্র কোলে করি
হাসুক হরষে পুনঃ তোমার জননী



সঙ্গীত।

ধন্য হে পরমপিত ! ধন্য তোমার মহিমা
কত মার, কত কাট, তবু ভুল্‌তে পারি না
আমি তোমার চিরদাস, আমি তোমারি কাঙ্গালি,
যত মার, যত কাট, সহ্য কর্‌ব সকলি
রাজা তুমি বাদ্‌শা তুমি বিশ্বরাজ্য তোমারি,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা খাটে তোমার মজুরী,
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক করুণাময় স্বামী,
সুখে দুঃখে তোমার সনে মিশিয়া থাকি আমি



উপেন্দ্র।

ভাই রে উপেন্দ্র! তুমি আসিলে না আর,
খোকাকে লইয়া যাওয়া হল না আমার।
আরাঞ্চ যাবে ভাল হবে, এই আশা লয়ে
জনমের মত খোকা গিয়েছে চলিয়ে।

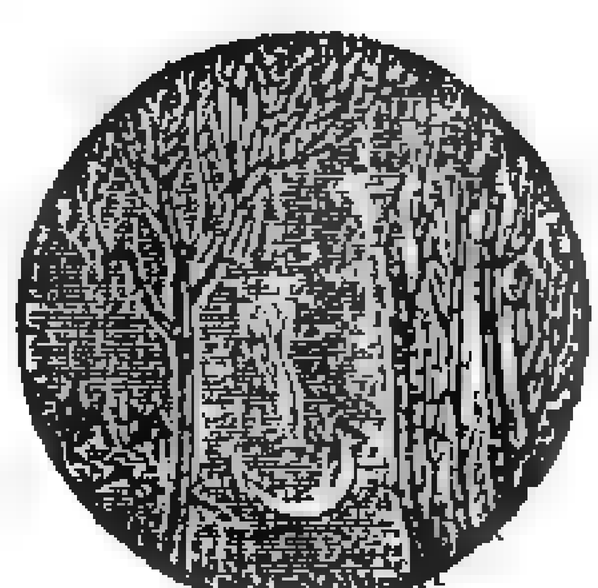
এখন আসিলে।

ভাই রে উপেন্দ্র! তুমি এখন আসিলে,
তোমারে না দেখে খোকা একা গেছে চলে।
বিলম্ব কোরনা আর শীঘ্র চল ভাই,
খোকা অগ্রে একা গেছে, এবে মোরা যাই।
একে ত গিয়েছে একা তাহাতে দুর্ব্বল,
তাহাতে দুরন্ত বড় সর্ব্বদা চঞ্চল।
নিঃসম্বল অবস্থায় গেছে দূরদেশে,
একটিও নিজ জন নাহি তার পাশে।
চল শীঘ্র, চল চল আমরা দুজন
খোকার উদ্দেশে আরা করিব গমন।

* পশ্চিম প্রদেশে।

অনুমতি।

খুকীর* বিবাহ দিব, দাও অনুমতি
খোকা তুমি স্বর্গে থাকি সরল অন্তরে,
অথবা খোকা রে! তোর শ্মশানেতে গিয়া
অনুমতি নিয়ে আসি দ্বিযাম নিশীথে
মঙ্গলবারের নিশি দ্বিতীয় প্রহর
স্মরিলে এখন কাঁপে প্রাণের ভিতর,
এমন সময়ে তুই ওরে নীলমণি
চলে গেলি মথুরায় কাঁদায়ে জননী
দূরে দূরে থাকি আমি নিতান্ত অভাগী
খুকীর বিবাহ দিব অনুমতি মাগি



* আমার বড় কন্যা সুনীতিবালা

খুকীর বিবাহ।

খুকীর বিবাহ দিব খোকা তুই কই,
যাই আমি স্বর্গপুরে যাই ছুটে যাই
যে স্থলে গিয়েছে খোকা সেই যে সে দিন,
যে স্থলে কুসুমকলি হয় না মলিন।
দেশে দেশে হইতেছে শুভ নিমন্ত্রণ,
দেশে দেশে যাইতেছে ছাপান লিখন।
খোকা যে আমার গেছে দূর সুরপুরে,
আজি তো কেহই তার তল্লাস না করে
একখানি চিঠি লিখে আদরে সোহাগে,
খোকার নিকটে আজি পাঠাব স্বরগে।
অবশ্য বুঝিবে খোকা মায়ের অন্তর,
অবশ্যই সে লিপির লিখিবে উত্তর
যদি সে চিঠির আমি উত্তর না পাব,
হিমালয় গিরি লঙ্ঘি স্বর্গপুরে যাব
বল হে আমায় সব মুনিঋষিগণ।
কোন্ পথে স্বর্গপুরে করিব গমন
উত্তরে কি দক্ষিণেতে পূবে কি পশ্চিমে,
কোন্ দিক্ দিয়া আমি যাবো স্বর্গধামে।

স্বর্গের ঠিকানা মোরে বল সাধুগণ,
খোকাকে আনিতে স্বর্গে করিব গমন।
ওরে খোকা, ওরে ধন ওরে সোণামণি,
বিবাহ আসরে যায় সুনীতি ভগিনী।
এমন সময় তুমি রহিলে কোথায়,
না দেখে তোমার মুখ বুক ফেটে যায়।
ভগ্নীর বিবাহে তুমি আনন্দ অধিক
করিবে, কহিয়াছিলে ওরে প্রাণাধিক।
"সুনীতির বিবাহটা দে মা তাড়াতাড়ি,
দেখিয়া মরিয়া যাই" ভুলিতে না পারি
তোমার সে কাতরোক্তি শুনিতেছি কাণে,
সে কথা তোমার খোকা, প্রতি রাত্রি দিনে।
"সুনীতির বিবাহটা দে মা তাড়াতাড়ি,
দেখিয়া জন্মের মত যাই যমবাড়ী"
সত্যই জন্মের মত ওরে যাদুধন।
দুঃখিনি জননী ত্যজি করিলি গমন।
যমের ভবন অতি নিদারুণ স্থল,
খোকা তুই সে স্থলেতে কেন গেলি বল।
তুই যে আমারি খোকা নিশ্চয় আমারি,
নিজ বাড়ী ছাড়ি কেন গেলি যমপুরী,

সেই সুনীতির বিয়ে দিবরে এখন,
হৃদয়ের খোকা ধনে দিয়ে বিসর্জ্জন।
সেই পিতা মাতা মোরা সেই বরিশাল,
সেই সুনীতির বিয়ে হা পোড়া কপাল!
কি প্রকারে পিতা তোর ধরিয়া পরাণ
সভাস্থলে করিবেন কন্যা সম্প্রদান
কি প্রকারে প্রাণ ধরি আমি অভাগিনী
দিব সুনীতির বিয়ে বল খোকা শুনি।
যে দিন হইবে মম সুনীতির বিয়ে,
সে দিন কাটা'ব আমি বেবলি কাঁদিয়ে।
ওরে খোকা খোকা ওরে দেখবে আসিয়া,
ইষ্ট কুটুম্বতে বাড়ী গিযেছে ভরিয়া।
সকলে তে মার মুখ দেখিবারে চায
অন্তরীক্ষে, অভাগীর প্রাণ ফেটে যায়।
দিদি মা কাকি মা খোকা এসেছে তোমার
পিসি মারা এসেছেন এস একবার।
এসেছে গিরিজা, ঊষা ওরে বাপ ধন!
এসেছে ঠাকুর খুড়া কর দরশন।
এক জন নিয়ে কর কতই আহ্লাদ,
দশ জন নিয়ে পূর্ণ কর মনোসাধ।

মামী মারা এসেছেন কিন্তু ওরে বাপ।
তুমি কেন লুকাইয়া আছ দিয়া তাপ।
এসেছে মাতুল তব বহুদিন পরে,
তোমারই চাঁদমুখ হেরিবার তরে
ও খোকা কোথায় তুই আছিস্ লুকায়ে,
আজ যে হইয়ে যায় সুনীতির বিয়ে।
দিওনা দিওনা উলু ওগো এয়োগণ!
দিবনা দিবনা বিয়ে খুকীর এখন
দেখে আসি চারি দিক খোকা আসে কিনা,
খোকা না আসিলে বন্ধু বিবাহ দিবনা
ওহে সভাসদগণ। জানাই সবায়—
রাখিও খোকার স্থান বিবাহ-সভায়।
সে যে মোর বড় পুত্র তোমরা কি জান,
সকলের চেয়ে তার হবে উচ্চ স্থান।
অই যে টিনের ঘর অই ঘরে গিয়ে
* ঠাকুর! খোকাকে মম আনহ ডাকিয়ে।
কি করিস্ কি করিস্ ওরে ভৃত্যগণ!
খোকাকে লইয়া আয় করি অন্বেষণ

* গণপতি মিশ্র পাঠক ব্রাহ্মণ খোকা ইহাঁর বড় বাধ্য ছিল

দুরন্ত সে খোকা গেছে কোথায় চলিয়ে,
তার জন্য বিয়ে আছে স্থগিত হইয়ে
খোকা বুঝি চলে গেছে মামার বাসায়,
উপেন্দ্র সেখানে গিয়ে ডেকে আন তায়
কি হবে কি হবে হায় লগ্ন বয়ে যায় .
এখনো আসেনা খোকা একি হ'ল দায়

শ্রীমান্ বিধুভূষণ সেন জামাতা।

ফেটে যাবে বুক।

এস এস এস ওবে মহামূল্য নিধি।
খোকা বিনিময়ে তোমা দিল মোরে বিধি।
খোকাকে নিয়েছে বিধি মোরে না বলিয়া*
আমার ক্রন্দনে তোমা দিলেন আনিয়া
যেই খোকা সেই তুমি ওবে বাপ ধন।
তবু কেন হিয়া-মাঝে করিছে ক্রন্দন
প্রাণাধিক তুমি মম বড়ই দুর্ল্লভ,
তোমারে দেখিয়া যাবে শোক তাপ সব।
তোমারে দিলেন বিধি, তুমি খোকা মোর,
তোমারে দেখিয়া হব আহ্লাদে বিভোর।
হায় বৃথা আশা, হায় অলীক কল্পনা।
আমার খোকার শোক কিছুতে যাবে না।
যখনি দেখিব চেয়ে জামায়ের মুখ,
তখনি খোকাকে স্মরি ফেটে যাবে বুক।

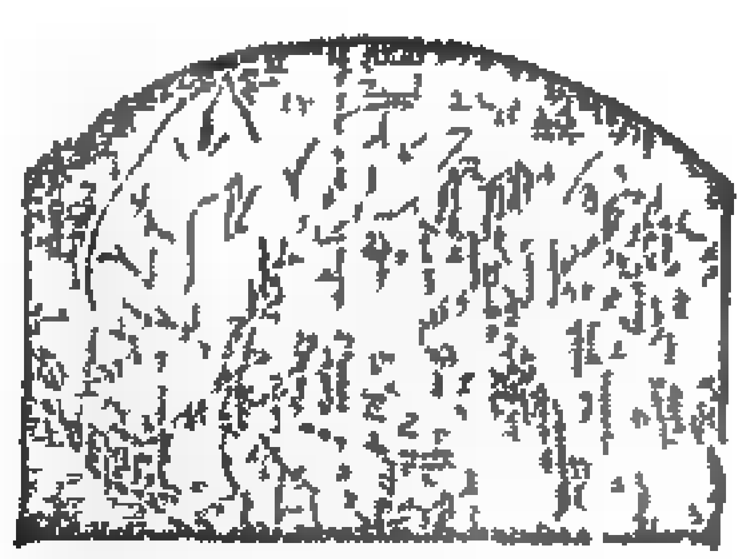
* আমার নিদ্রাবস্থায় খোকার মৃত্যুলক্ষণ হইয়াছিল

সেই যে সে দিন।

সেই যে সে দিন খোকা সেই যে সে দিন ;
সেই যে বাহিরে গেল হইয়া মলিন।
সেই যে বৈষ্ণব এক গাইল সুস্বরে—
"গুরু চিন্তা কর" এই পদ ধুয়া ধরে
একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করি,
গান শুনিবারে গেলে অতি তাড়াতাড়ি।
উঠিতে শকতি তব ছিলনা তখন ;
চাকরের কোলে উঠি করিলে গমন।
মলিন সাজেতে সাজি রুগ্ন দেহ লয়ে
কাছারী ঘরেতে গিয়ে রহিলে শুইয়ে।
সেই যে সে দিন খোকা সেই যে সে দিন ;
জীবনে সে স্মৃতি মম হবে না বিলীন।
সেই যে—খঞ্জনীর বাদ্য সহ বৈষ্ণবের গান
শুনিব যাবৎ ভবে ধরিব পরাণ।

"গুরু চিন্তা কর।"

কে তুমি গায়ক গাও—"গুরু চিন্তা কর"
তোমারে ত চিনি আমি ও গান গেওনা তুমি
"গুরু চিন্তা কর" ছাড়া অন্য ধুয়া ধর
পুত্রশোকাতুরা আমি দুঃখিনী জননী,
শুনিলে এ স্বর তব জাগিবে বিষাদ নব
হৃদয়ে সহস্র বজ্র পড়িবে অমনি।
বৈষ্ণব গেওনা আর খঞ্জনী বাজায়ে,
শোকানলে পোড়া নারী শুনিলে মরিবে পড়ি
"গুরু চিন্তা কর" শোক-সাগরে ডুবিয়ে।



মিষ্ট কথা।

মিষ্ট কথা বলি তোরে আয় বাবা আয়।
মৃত্যুর দণ্ডেও তোরে কত কটু কথা
বলেছিল পিতা তব হায় হায় হায়!
চরণে দলিত করি পারিজাত-লতা।
মৃত্যুর পূর্ব্বেও তুই করুণ বদনে
মেগেছিলি মিষ্ট কথা পিতার চরণে;
শত চেষ্টাতেও খোকা ভুলিতে পারিনে—
সে প্রার্থনা তোর—জ্বলে মরি রাত্রি দিনে
বড় কটুভাষী খোকা জনক তোমার
সর্ব্বদাই কটু কথা বলিত তোমারে;
আমি করিতাম সদা প্রতিবাদ তার,
আমাকেও দুঃখ দিত তিরস্কার করে
এবার হইলে দেখ' ওরে প্রাণাধিক!
প্রাণের ভিতরে ভরে রাখিব তোমারে,
ধিক্ মোর এ জীবনে ধিক্ শত ধিক্!
বিদায় দিয়েছি কত অনাদর করে।

ভাইরে কুমুদ।

ভাইরে কুমুদ! তুই রহিলি কোথায়?
খোকা তোরে ডেকে ডেকে লইল বিদায়।
কবে মা! কুমুদ মামা আসিবে আবার,
কত দিনে এনে দিবে সাধের ষ্টীমার?
কুমুদ রে, কি শুনিবি সে দুঃখের কথা,
কুমুদ রে, কি বুঝিবি এ প্রাণের ব্যথা;
কি দুঃখে যে দুঃখী মম হয়েছে হৃদয়,
কুমুদ রে, মুখে তাহা বলিবার নয়
চৌদ্দ বৎসরের পুত্র প্রাণভরা ধন
জ্বলন্ত অনল কুণ্ডে দিছি বিসর্জ্জন
আয় রে কুমুদ আয়, গলা ধ'রে তোর
কাঁদিয়া কাটাই দিন নিশি করি ভোর।
আয়রে কুমুদ আয়, দুই ভাই বোন
সেই * ঘড়ি নিয়ে করি দুঃখের ক্রন্দন
এই সেই বরিশাল, অই সেই বাসা,
কুমুদ, জন্মের মত ফুরায়েছে আশা।

* আমি বাবার মাতুল পুত্রের পুত্র শ্রীমান্ কুমুদের নিকট যে কা একটী বড় ঘড়ি দিয়েছিল কুমুদ বড় ঘড়ি দ্বারা ষ্টীমার প্রস্তুত করিতে জানে।

খোকারে লইয়া ভাই ! তোমাদের সনে
কত যে আনন্দ করিয়াছি রাত্রি দিনে,
কেমনে সে সব কথা হব বিস্মরণ,
কেমনে বা অভাগিনী ধরিব জীবন ।
কুমুদ ! ছিলাম আমি সুখী চিরকাল,
সে সুখে বিষাদ কালী দিল বরিশাল
কুমুদ ছিলাম আমি বড় ভাগ্যবতী,
বরিশালে এসে মোর হইল দুর্গতি
আর সুখ নাই ভাই ! আর সুখ নাই,
ইচ্ছ হয় পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াই ।
আর শান্তি নাই ভাই ! আর শান্তি নাই,
ইচ্ছা হয় পাগলিনী সম ছুটে যাই ।
ভাই রে কুমুদ ! বল কত দিন আর
রহিবে হৃদয়ে শোক বিষের ভাণ্ডার ।
ভাই রে কুমুদ বল কত দিনে আর
ভুলিব খোকার শোক হইব উদ্ধার ।

তারক দাদার প্রতি।

দাদ, দাদা, আমি আজ জিজ্ঞাসি তোমায়—
খোকা জনমের মত চলিল কোথায়?
মাদুরে বাঁধিয়া নিয়া আমার সে ধন
বরদা* বাবুরা কারে কোথায় গমন
দাদা তুমি আজ মোরে কি প্রবোধ দাও?
এবঙ্ক খোকার সঙ্গে অনলে পোড়াও।
সাড়ে তের বছরের ছেলে হারাইয়া
দাদা আমি কি প্রকারে রহিব বাঁচিয়া
খোকা যে প্রাণের খোক হৃদয়ের ধন
কি প্রকারে আগুনেতে দিলে বিসর্জ্জন।
ভাইরে! খোকাকে তুমি কতই যতন
ক'রিয়াছ নিশিদিন, হতেছে স্মরণ।
খোকা আবদার কত করিত সতত
তব কাছে, তুমিও তা পালিতে নিয়ত।
নাই দাদা! অভাগীর সহোদর নাই,
গাইব তোমার গুণ যথা তথা যাই।

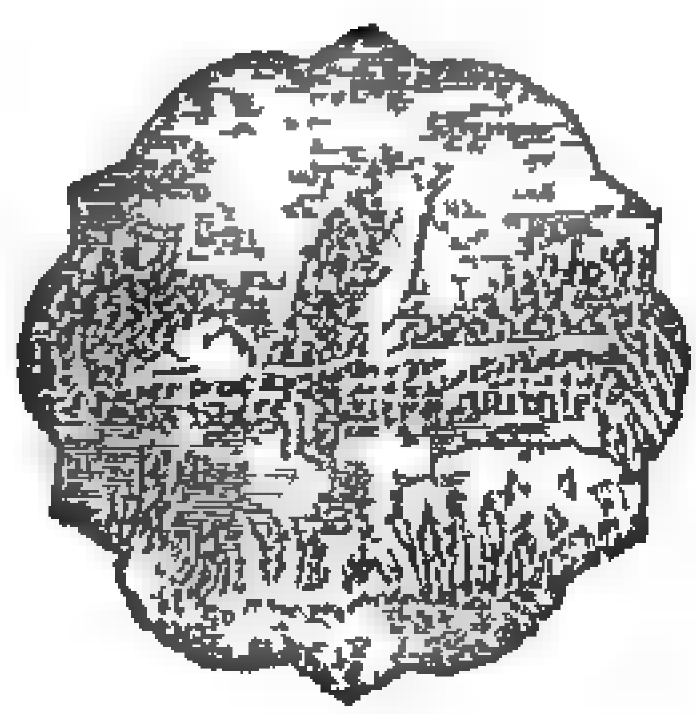
* বরিশালের জনৈক সদাশয় ভদ্রলোক

ভাগ্যে বর্দ্ধমানে ছিলে এ বিপদ কালে,
তাই পাইলাম স্থান তব স্নেহ কোলে।
এ হেন বিপদকালে তুমি না থাকিলে,
বুঝিবা হতেম দগ্ধ শোকের অনলে
সতত প্রবোধ-বারি করিয়া সেচন
সান্ত্বনা করিতে মোরে করেছ যতন।
ভুলি নিজ সুখ দুঃখ, ভুলি পানাহার,
সতত কুশল চিন্তা করেছ আমার
কিসে আমি সুস্থ হব কিসে না কাঁদিব,
কিসে বা সুস্থির হয়ে আহার করিব
এই চেষ্টা দিবারাত্র ছিল যে তোমার,
তব গুণ এ জীবনে ভুলিব না আর।
ধরিয়া তোমার গলে খোকার কারণ
করিয়াছি মহা দুঃখে কত যে ক্রন্দন
তুমিও খোকার জন্য কত যে কাঁদিলে
ভিজাইয়া নিজ অঙ্গ নয়নের জলে,
দাদা। আমি এ জীবনে ভুলিব না আর
মধুর বচন তব মিষ্ট ব্যবহার।

ডাক্তার অন্নদা বাবু।

ডাক্তার অন্নদ বাবু। গিরিডি সহরে
কত যত্ন করেছেন আপনি খোকারে
খোকাকে লইয়া কাছে অতীব যতনে
রোগের অবস্থা শুনিতেন সাবধানে
আপনাকে জানি খোকা আপনার জন
কতই সরলভাবে বলিত বচন
যখন যে বিপদেতে হয়েছি পতন,
তখনই আপনাকে করেছি স্মরণ
আপনি ডাক্তার বাবু বড় সদাশয়,
আপনার গুণগ্রাম আজো মনে হয়।
গিরিডি ছিলাম যবে খোকাকে লইয়ে,
তখন ছিলাম ভালো আশা-পথ পেয়ে
যে আশা লতিকাটীকে সবলে ধরিয়ে
এই দীর্ঘ দিন আমি ছিলাম বাঁচিয়ে ;
সে আশা লতিকা মোর সমূলে বিনাশ
হইয়াছে—হইয়াছে ঘোর সর্ব্বনাশ।
মঙ্গলবারের নিশি কাল জ্যৈষ্ঠ মাস
সাতই তারিখে খোকা গেছে স্বর্গবাস।

গিরিডিতে গিয়েছিনু যাহার কারণ,
সে আমারে চিরতরে করেছে বর্জ্জন।
যে খোকাকে হেরিবারে সস্নেহ অন্তরে
আসিতেন সর্ব্বদাই ঘুরে ঘুরে ঘুরে।
সে খোকা আমার আর নাহি মহাশয়।
পুত্র-শোকানলে দগ্ধ হতেছে হৃদয়।

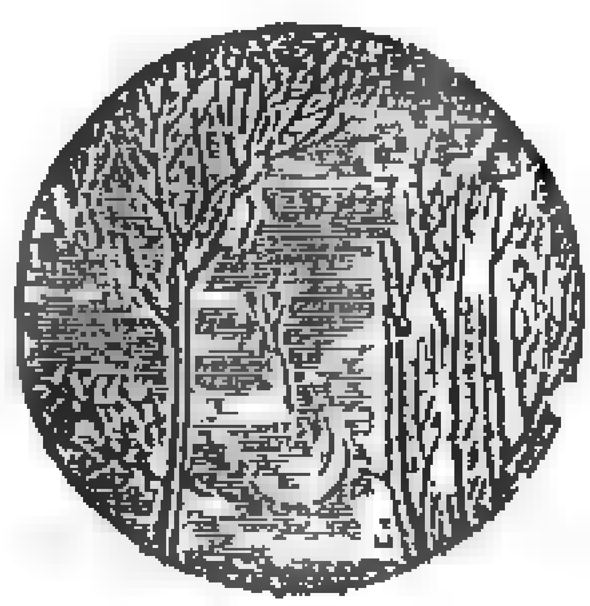


শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু।*

হে দেব! চরণে তব কি বলিব আর,
বলিতে বচন মুখে সরেনা আমার।
অতীতের কথা সেই ধক্ ধক্ করে
জ্বলিতেছে অভাগীর তাপিত অন্তরে।
সেই যে সে দিন দেব! কত চেষ্টা করি
ঔষধ তৈয়ার করি দিলে তাড়াতাড়ি
বিনয়ভূষণে, আহা স্মরিলে হৃদয়
শোকের কুঠারাঘাতে শতখান হয়!
হে দেব! তোমার পদে কি বলিব আর,
গিয়েছে জন্মের মত বিনয় আমার
তোমাদের কত যত্ন কত ভালবাসা,
কতই মঙ্গলচিন্তা সাহস ভরসা।
সকলি হইল মিথ্যা, হা বিধি নিদয়!
সব যায়, স্মৃতি কিন্তু যাইবার নয়

* শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

ভাবিয়াছিলাম আমি অবশ্য সুদিন
পাইব, উঠিবে ফুটি সৌভাগ্য নলিন,
সেই সঙ্গে তোমাদের গুণগাথা গাঁথি
সাজাইয়া দিব মম স্বরচিত পুথি
সে সকল আশা ইচ্ছা হইল বিফল,
এবে লও উপহার শোক অশ্রু জল।



ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট শশী বাবু।

হে দেব। তোমায় আমি দেবতা জানিয়া
পূজি নিত্য মনে মনে প্রাণের সহিত
প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেবতা-সদৃশ
পবিত্র মূরতি তব স্মরিলে আমার—
আজিও ভক্তির উৎস হয় প্রবাহিত
মনোমাঝে শুনিয়াছ তুমি গো সকলি
আমার দুঃখের কথা অবশ্য ক্রন্দন
করিয়াছ দেব। তুমি শুনি এ বারতা—
খোকা নাই। খোকা নাই সত্যই হে দেব।
যে খোকার জন্য তুমি অতীব যতনে
এনেছিলে মৃগশিশু নয়নরঞ্জন।
সে খোকা আমার আর নাহি মহাশয়।
শোকের অনলে মম পুড়িছে হৃদয়।

---

* শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ দত্ত, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট

কারাবাস।

কি বিষে ভরিয়া গেল আমার অন্তর।
কি জানি কেমন করে প্রাণের ভিতর।
জগন্নাথ জগবন্ধু কি হলো আমার।
নয়নে সকলি যেন হেরি অন্ধকার।
হয়েছে হৃদয় রাজ্য মহা মরুভূমি
শিব স্বামী সনাতন চেয়ে দেখ তুমি
প্রকৃতির রূপ হেরি চক্ষে জল আসে,
অনলের তাপ লাগে শীতল বাতাসে।
বিষাক্ত হয়েছে যেন সরসীর নীর,
সদা মন্দ হেরি হায় মনোজ্ঞ মিহির
কামিনী, কদম্ব-ফুল, কণা কলাধর
শ্রীবিহীন বিমলিন দেখি নিরন্তর।
কৃষ্ণ নাম বিষ্ণু নাম হয়ে বিস্মরণ
কি জানি কিসের চিন্তা করে মূঢ় মন
রাত দিন পুত্রশোক জ্বলিতেছে মনে,
শান্তি সুখ নাই আর শয়নে স্বপনে।
নিদ্রাতেও হেরি যেন সেই মুখখানি,
মুহুর্মুহু শুনি যেন সে মুখের বাণী।

নাহি আর জীবনের একটুকু সাধ,
ক্ষুধা তৃষ্ণা হইয়াছে দারুণ উৎপাত।
বাসন কামনা সব করিয়া বিনাশ
কেবল ঔদাস্য দেহে করিতেছ বাস
কোথা যাব—সহে না যে সংসারের ভার
জীবনের কারাবাস এই কি আমার ?

বিনয়ভূষণ।*

খোকারে প্রাণের খোকা বিনয়ভূষণ,
তোমাকে কালের কোলে দিয়ে বিসর্জ্জন
হইয়া জীবন্মৃত বেঁচে আছি আমি,
অন্তরের দুঃখ মম জানে অন্তর্যামী
ফিরিয়া আসিল, খোকা, সেই জ্যৈষ্ঠমাস,
যে মাসে হয়েছে মম ঘোর সর্ব্বনাশ
মধুর বসন্তকাল আসিল আবার,
আমার মানসে কিন্তু মধু নাই আর।
আসিল বরষা পুনঃ, যে বরষাকালে,
ভাসিয়াছি অভাগিনী নয়নের জলে
আবার পাকিল ওরে খেজুর কাঁঠাল,
তুমি না আসিলে ফিরে সোণার গোপাল।
আবার হইল ডাব নারিকেল গাছে,
আমার প্রাণের খোকা কোন স্থানে আছে
আবার পাকিল আম, যে আমের তরে
কাঁদিয়াছে খোকা মম আর্ত্তনাদ করে

---

* স্বর্গগত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্তের মৃত্যু উপলক্ষে এই শোক কবিতা লিখিত হইল

খোকা আমি এখনও সেই বরিশালে,
বাস করিতেছি, ছেড়ে যাই নাই চলে।
সেই যে বীজার্ড ট্যাঙ্ক খোকারে আমার।
যে ট্যাঙ্কের জল ছিল পানীয় তোমার।
এখনো সে ট্যাঙ্ক মম বাসার পারশে,
জ্বালিতেছে শোক অগ্নি আমার মানসে
সেই বাসা, সেই বাড়ী, সেই বরিশাল,
সেই আছি নন্দরাণী নাই সে গোপাল।
সেই বৃন্দাবন, সেই শ্রীদাম সুদাম,
প্রাণ নিয়ে মথুরায় চলে গেছে শ্যাম
ননী নিয়ে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াই,
আয়রে রাখাল রাজা আয়রে কানাই।
কেন তুমি গেলে খোকা এত দূর দেশে,
প্রেমের পৃথিবী ত্যজি উদাসীন বেশে।
সেই আমি যার দুঃখ করিলে দর্শন,
কতই দুঃখিত হয়ে করিতে ক্রন্দন
কাঁদিতেছে দিবানিশি সেই ম তোমার,
আয়রে আয়রে আয় সুধার আধার
হৃদয় মাঝারে আয় হৃদয়-রতন,
বাবা বাবা খোকা খোকা বিনয়ভূষণ

জ্যৈষ্ঠ মাস।

১

সেই কাল জ্যৈষ্ঠ মাস আসিল ফিরিয়া,
যে মাসে অমৃতমাখা
আমার প্রাণের খোকা
জন্মের মতন মোরে গিয়েছে ছাড়িয়া।

২

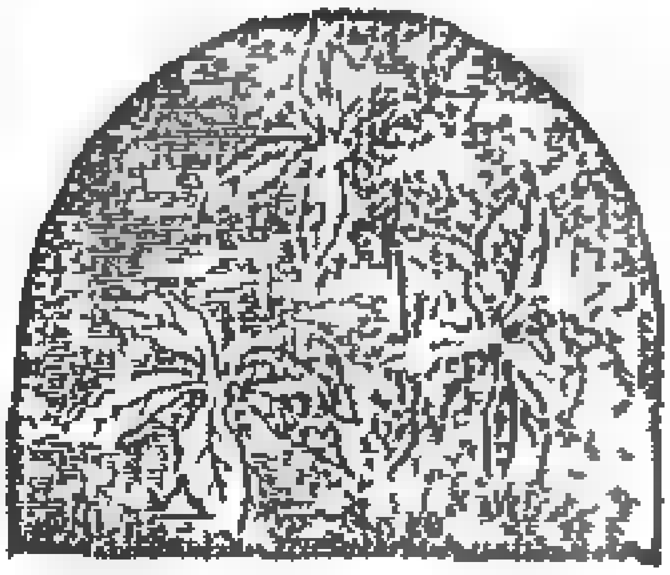
সাতই ত রিখ সেই—সেই বরিশাল,
সেই আমি অভাগিনী
দিবানিশি বিষাদিনী
বেঁচে আছি মরি নাই হা পোড়া কপাল!

৩

একে একে ঋতু সব আসিল ফিরিয়া,
কেবল আমার সেই
আর নেই আর নেই
যাক্ তবে এ জীবন কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

মঙ্গলবার।

এই যে মঙ্গলবার শুন সর্ব্বজন,
এই বারে হয়েছিল খোকার জনম।
ফুলময়ী সন্ধ্যাদেবী সদয়হৃদয়া,
দিয়েছিল খোকাধনে করি কত দয়া।
পুনঃ এ মঙ্গলবারে কি বলিব হায়,
কাল নিশি শেষে খোকা লয়েছে বিদায়



কি আশ্চর্য !

১

ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে এ ধরায় !
কলিজা ছিঁড়িয়া যায়, ধমনী বিশুষ্ক প্রায়
নেত্রে বহে জলসিন্ধু মুখে হায় হায়,
তথাপি পাষাণ প্রাণ নাহি বাহিরায় ?
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে এ ধরায় !

২

ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে এ ধরায় ?
শত নিশি জাগরণ, শত দিন অনশন,
শত বজ্রাঘাতে প্রাণ ভেঙ্গে চূরে যায়,
তথাপি পাষাণ প্রাণ নাহি বাহিরায় ?
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে এ ধরায় ?

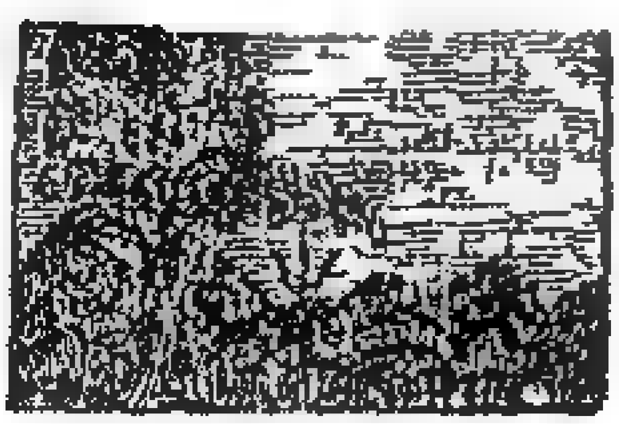
৩

ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে এ ধরায় ?
শরীরের রক্তবিন্দু, ঘামে হয় জলসিন্ধু,
ত্রাহি ত্রাহি করে মন বিষ বেদনায়,
তথাপি পাষাণ প্রাণ নাহি বাহিরায়,
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে এ ধরায় ?

ইহ হতে কি আশ্চর্য্য আছে এ ধরায় ?
স্বরক্তে যাহার কায়া যাহাতে অনন্ত মায়া,
মানব মরিতে পারে যার মমতায়,
সেই যে কলিজা ছেঁড়া সতত নয়নে হারা
অমূল্য রতনে করে অনন্ত বিদায়,
তথাপি পাষাণ প্রাণ নাহি বাহিরায়
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে এ ধরায় ?

৫

ইহ হতে কি আশ্চর্য্য আছে এ ধরায় ?
নিজের সন্তান নিয়ে, নিজে আসে পোড়াইয়ে,
আপনার(ও) হৃদিপিণ্ড পোড়াইয়া তায়,
তথাপি পাষাণ প্রাণ নাহি বাহিরায়।
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে এ ধরায় ?

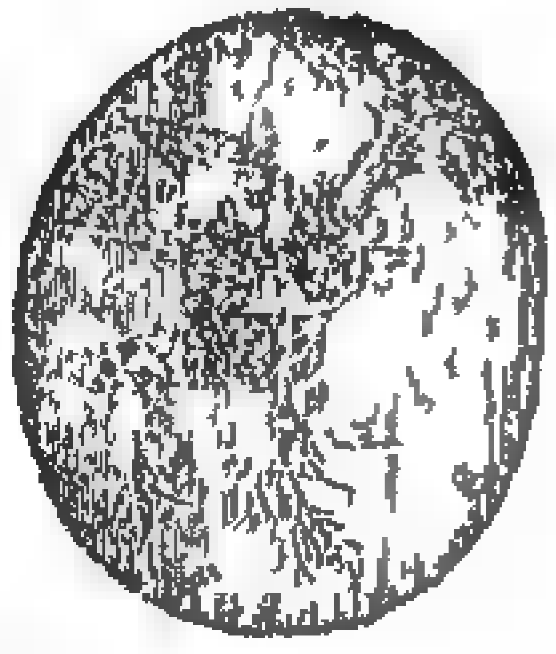


শ্রীযুতা ত্রিপুরাসুন্দরী গুপ্তা।

কেন রহিয়াছ দূরে ? এস মা আমার !
দেখ এ নিশীথে আজ খট্টার উপরে
তিনকড়ি* তব এই কর নিরীক্ষণ ;
অতি আদরের সেই বৌ মা তোমার
কর্দ্দমাক্ত ভূমিতলে দেয় গড়াগড়ি।
যার জন্ম উপলক্ষে হয় কি স্মরণ
মূল্যবান্ ধন, হয়ে সুখে আত্মহারা
যাহাকে তাহাকে ক'রেছিলে বিতরণ।
সে আজ মুদিত নেত্রে দেখ মা জননি !
ঘুমাতেছে অকাতরে অনন্ত নিদ্রায়
যারে ঘুম পাড়াইতে সকলে মিলিয়া
কত চেষ্টা করিয়াছ ঘর্ম্মাক্ত শরীরে।
আজ সে ভবের খেলা খেলিতে খেলিতে,
হয়েছে কালের কোলে চিরনিদ্রাগত।
সে ত আর করিবে না কোন বিড়ম্বনা
এ জীবনে মোরে মাতঃ ! যে ঘুমালে পরে

* ইনি খোকাকে এই নামে ডাকিতেন।

জাগিবে বলিয়া ভয়ে হতেম অস্থির,
হায় সে জীবনে মম জাগিবে না আর!
যার হিত তরে তুমি অয়ি হিতৈষিণি!
সতত কুটিতে মাথা দেবতার পায়,
অই তার স্বর্ণ দেহ, অই তার শব,
অই তার সৎকারের হতেছে উপায়
দেখ গো আসিয়া, আজ আছ কেন দূরে ?
এস আজ দুই জনে হয়ে গলাগলি
কাঁদিয়া অনন্ত বিশ্ব দেই ভাসাইয়া।

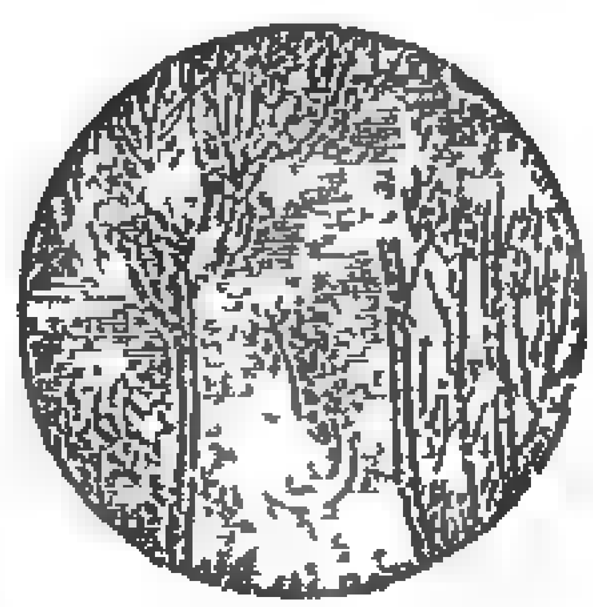


স্বর্ণময়ী গুপ্তা।*

হায়! কোন মুখে দেবি! তোমার চরণে
উপস্থিত হ'ব কাঁদি নিরানন্দ মনে
সেই বড় আদরের ভাইপো তোমার
পাষাণী আগুনে দিয়ে করেছি অঙ্গার!
সেই মহানিধি, সেই পিতৃবংশধর,
সুবর্ণ পুতুল সেই তেজস্বী ভাস্কর।
কালগ্রাসে হইয়াছে চির অস্তমিত,
দুঃখের সাগরে আমি হয়েছি পতিত
চির জনমের মত হয় কি স্মরণ
বগুড়া সহর সেই শিশু একজন?
হয় কি স্মরণ সেই কাল রংপুরে
কত সুখ ভুঞ্জিয়াছ তারে লয়ে ক্রোড়ে।
কোথায় ঠাকুরকন্যা! জননী তোমার?
ম কি ধরাধামে দেবি! আসিবে না আর?
আমার এ পুত্রশোক দেখিবে না চখে?
কাঁদিব খোকার জন্য তবে কোথা গিয়ে?

* আমার বড় ননদ

জননী তোমার দেবি! বড় ভাগ্যবতী
কালী কালরূপা তাঁর করেছেন গতি।
তাঁর বুকে না সহিত খোকার মরণ,
তাঁর বুকে না সহিত আমার ক্রন্দন।
থাকিলে এখন সেই বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা
কি উপায় করিতাম ভাবি সেই কথা।
গেছেন খোকার কাছে সেনজিউ* আমার,
খোকার কারণ তবে চিন্তা নাহি আর।



* ইহার স্বর্গগত স্বামী

শ্রীযুক্তা দয়াময়ী দেবী।*

অয়ি দেবি। দয়াময়ি! অয়ি সহচরি।
অয়ি হাস্যমুখি! অয়ি শ্রীক্ষেত্রবাসিনি।
এস আজ দুই সখী হয়ে একত্রিত
খোকার শ্মশানে পড়ি করি আর্ত্তনাদ।
খোকা ধন হারাইয়া চির কাঙ্গালিনী
হইয়াছি দেবি! আমি হায় কি বলিব
সেই যে শ্রীক্ষেত্রে সখি! প্রভুর দেউলে,
কতই বা হাস্যালাপ কতই কৌতুক
করিয়াছি মহানন্দে হায় রে বিধাতঃ।
করেছ বঞ্চিত মোরে সে নির্ম্মল সুখে।
মনে কি পড়ে না সখি। সেই যে সে দিন,
প্রভুর মন্দিরে যথা পতিতপাবন
আছেন চিত্রিত, তুমি তথ দাঁড়াইয়া
কতই আগ্রহে দেবি। বলিলে আমাকে
প্লীহার ঔষধ এক খোকার কারণ

---

* শ্রীক্ষেত্রের ইনস্পেক্টর বাবুর স্ত্রী, আমি ইহার সঙ্গে 'মহাপ্রসাদ' পাতাইয়াছিলাম। বেগুনফুল, গোলাপজল ইত্যাদির ন্যায় ৺ক্ষেত্রে মহাপ্রসাদ, চাঁদবদন পাতান প্রথা আছে

এখনো ত হেরিতেছি মানস নয়নে
কচি ভুজলতা তব গ্রীব সঞ্চালিত।
এখনো ত শুনি সদা মানস শ্রবণে
মধুর বচন তব "পেঁপে সাতখানি"*।
সখিরে হৃদয় মম বিদারিয়া যায়
স্মরিলে সে অতীতের অপূর্ব্ব কাহিনী
হে সখি। হে দয়াময়ি। হে মহাপ্রসাদ।
খোকাকে লইয়া সঙ্গে তোমার সহিত
করেছি মন্দিরে গিয়ে কতই আমোদ
আমার খোকাকে তুমি কতই আদর
করিয়াছ গর্ভজাত সন্তানের মত।
আজ সখি। হারাইয়া সে অমূল্য ধন
কাঁদিতেছি কুটিতেছি পাষাণে মস্তক
কিন্তু সখি। খোকা মম আসে না ত ফিরে
একবারো, দুঃখিনীকে করিতে সান্ত্বনা।

* ইনি সাতখানি পেঁপে দিয়ে খোকাকে ঔষধ খাইতে দিয়াছিলেন।

খোকার পুস্তক।

১

জীর্ণ শীর্ণ হইযাছে এ বই কাহার ?
পুস্তকে কাহাব লেখা কাহাব এ নাম ?
হেরি কেন সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিছে আমার ?
ভেঙ্গে চুরে শতখান হইতেছে প্রাণ।

২

তুমি কি লিখেছ নাম "বিনয় ভূষণ" ?
তোমারি ত এই সব পাঠ্য বইগুলি,
খোকা কি গিয়েছ সব হয়ে বিস্মরণ ?
এস ! অতি যত্নে বই রাখিলাম তুলি।

৩

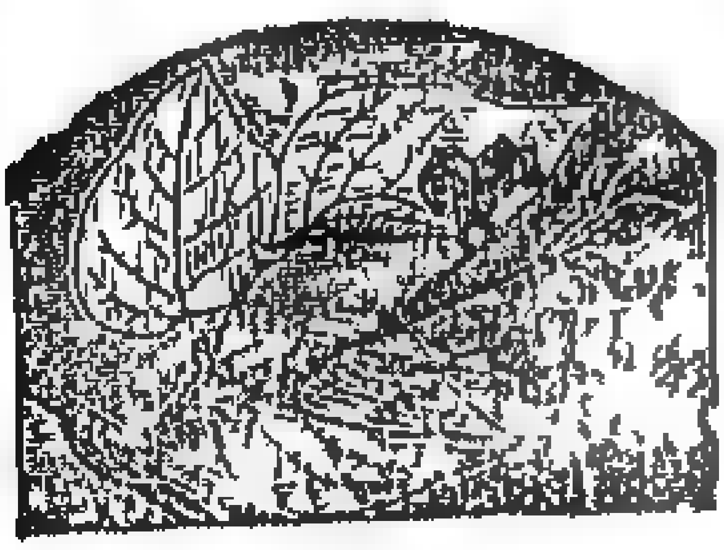
তুমিই ত কিনেছিলে "কৌতুককাহিনী"
এ "আরব্য উপন্যাস" তোমারি ত খোকা,
তোমারি ত অভিধান ওরে যাদুমণি !
তোমারি হাতের লেখা সুধা বিষে মাখা।

৮

এ "ভীষণ প্রতিশোধ" "শোণিত তর্পণ"
বড় আদরের বই খোকারে তোমার,
এ "মহাভারত" তব আদরের ধন
ছিল বড় হায় হায় কি বলিব আর।

৯

খোকা ত স্বরগে গেলি সকল ত্যজিয়া,
আমাকে রাখিয়া কেন গেলি ধরাধামে?
তোর নিদারুণ শোক হৃদয়ে বহিয়া
কত দিন মরে আমি বাঁচিব জীবনে?



সেই ফুলগাছ।

১

এখনো পুকুর ঘাটে সেই ফুলগাছ
প্রসব ক'রিছে নিত্য ফুল নব নব,
কিন্তু মম প্রাণাধিক খোকা নাই আজ
শূন্য হৃদি রাজ্য নষ্ট বিষয় বিভব।

২

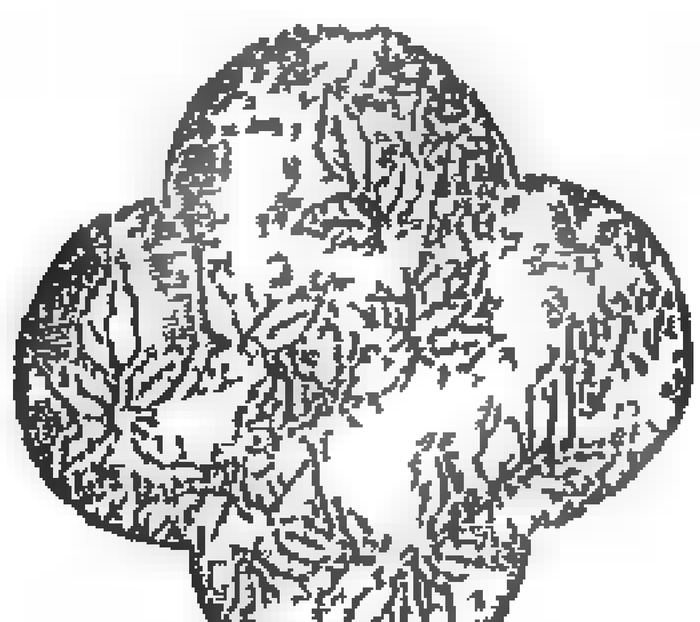
তেমনি মধুবানিল সৌরভ বহিয়া
ভ্রমিতেছে চারিদিকে। পূর্ব্বের মতন,
তেমনি পথিকবৃন্দ একত্র হইয়া
করে এই ফুলতরুতল সুশোভন।

৩

কিন্তু মম শান্তিহীন শূন্য হৃদালয়
এ গাছ দেখিয়া হয় অধিক আকুল,
এ যেন আমাকে তার মৃত্যুকথা কয়!
এ ফুল হেরিয়া মোর বুকে বেঁধে শূল

হিঙ্গু।

সবে জানে হিঙ্গু অতি দুরগন্ধযুত,
এই হিঙ্গু খোকা মম খাইয়াছে কত।
এখনো হিঙ্গুর গন্ধে কেঁদে উঠে প্রাণ,
চারিদিকে করে মন তাহারি সন্ধান
কি এক পুরাণো কথা জেগে উঠে মনে,
অশনি ভাঙ্গিয়া পড়ে পাষাণ পরাণে।



হয়ে নির্ব্বিকার।

১

মিথ্যা আর ডাকিও না প্রভু জগন্নাথে
একথা বল না আর ও আমার মন,
এখনও জগন্নাথ আছে মোর সাথে
এখনও হাতে পাই তাঁহার চরণ।

২

জগতের ত্রাণকর্ত্তা জগন্নাথ মম
সে পদে দাসীর দাসী আমি ক্ষুদ্রমতি,
শূন্য এ হৃদয়ে মম সেই প্রিয়তম
জীবনে সঙ্গের সঙ্গী মরণের গতি।

৩

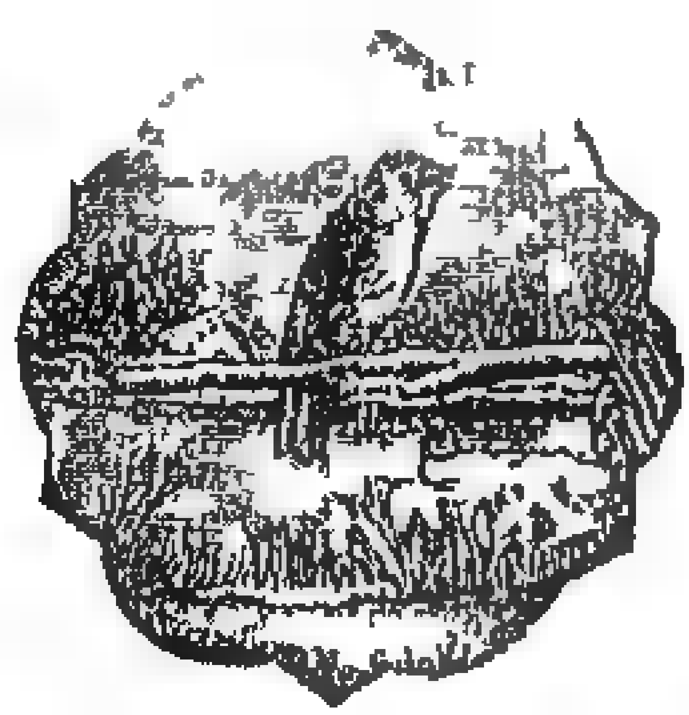
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, তাঁর কৃপাবলে
সহিব সকল দুঃখ সকল যন্ত্রণা,
তাঁর প্রেমে জয় হোক্ এ মহীমণ্ডলে
তাঁর পদে তাঁর পদ(ই) কেবল প্রার্থনা।

৪

তাঁরই শৃঙ্খলাবদ্ধা প্রকৃতি সুন্দরী
তাঁর রাজ্য সুশাসন করিবার তরে,
আমার হৃদয়নিধি নিয়েছেন হরি
বুঝি সমর্পিতে কোন বন্ধ্যা-নারী-ক্রোড়ে।

৫

তাঁর আমি, আজ তাঁরে কৃতজ্ঞ অন্তরে
নমিব রে প্রেমানন্দে কোটি কোটিবার,
অমৃতময়কে লয়ে অমৃত-সাগরে
ডুবিয়া রহিব সদা হয়ে নির্ব্বিকার।



দহিছে হৃদয়।

জগন্নাথ জগন্নাথ! জিজ্ঞাসি তোমায়
আর কি হে এ জনমে পাইব না তায়?
তুমি না বলিয়াছিলে "নাহি কোন ভয়"
তবে কেন শোকানলে দহিছে হৃদয়!

এত কি মধুর।

১

খোকারে! সুনীতি তোর বই নিয়ে যায়,
আয়্ আয়্ শীঘ্র আয়্, মণি স্কুল ফেলে দেয়,
মুকুল ষ্টীমার ভাঙ্গে একি হ'ল দায়!
সংবৎসর হ'ল তুই গেছিস্ কোথায়?
তোর দ্রব্য গৃহভরা,
পচে পচে হ'ল সারা,
রোদ্ বাযে দিতে মোর প্রাণ ফেটে যায়।
সংবৎসর হ'ল তুই গেছিস্ কোথায়?

২

মর্ত্ত্য হতে স্বর্গপুর হয় কত দূর ?
সে দেশে যে যায় খোকা,
সেই যে হয় অ দেখা,
দেবতার দেশ খোকা। এত কি মধুর।

৩

বৎসর আসিল ফিরে গেছিস্ সেখানে,
মা, বাপ্, ভগিনী, ভাই,
কিছু কি রে মনে নাই,
এত কি পেয়েছ শান্তি শান্তিনিকেতনে।

৪

পেয়েছ যে দৈব বল দেবতার দেশে,
সেই বলে জননীরে
রেখো ভবে শান্ত করে,
নচেৎ জননী তব যাবে শোকে ভেসে।

মিলিত হইব।

১

আজ কি ভীষণ দিন হয়েছে আমার,
হৃদয়ের সাধ, আশা, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা,
সকলি জ্বলিয়া যেন হয়েছে অঙ্গার।

২

তবুও ছিলাম ভাল মরণের দিনে,
নাহি ছিল সংজ্ঞা, সাধ, বুঝি নাই পরমাদ,
মৃতবৎ ছিলাম পড়িয়া ধরাসনে।

৩

আজ যে আমরা যাই বরিশাল হ'তে,
খোকাকে রাখিয়া একা, খোকা খোকা। কৈ খোকা!
আর কি খোকার দেখা পাব এ মহীতে?

৪

খোকারে রাখিয়া একা কাল বরিশালে,
কোন্ প্রাণে কোন্ জ্ঞানে, চলিলাম অন্য স্থানে,
কিবে হতভাগী আমি? কি ছিল কপালে!

৫

মিনতি করি রে তোরে ওরে বরিশাল!
চিরকাল তুই তাকে, দেখিস্ স্নেহের চখে,
তোরেই সঁপিয়া যাই সোণার গোপাল।

৬

বরিশালবাসিগণ! শুন মম কথা,
রহিল আমার খোকা, মাঝে মাঝে করো দেখা,
খাওয়াইও দুধ মাছ, করিও মমতা।

৭

শুন অভাগীর কথা বনস্পতিগণ!
খোকারে রাখিয়া যাই, তার আর কেহ নাই,
তোমরাই সে রতনে করিও যতন।

৮

ওরে রে কীর্ত্তনখোলা নদী ভয়ঙ্কর!
তোর জলে খোকা ধন, দিয়ে যাই বিসর্জ্জন
রাখিস্ যতনে তারে বুকের ভিতর।

৯

খোকারে প্রাণের খোকা আজ আমি যাব,
থাক তুমি বরিশালে, জগৎপিতার কোলে
জীবনান্তে পুনর্ব্বার মিলিত হইব।

খোকার বিদায়।

১

যাও রে সোণার খোকা যাও সুরপুরে,
ভরিয়া কিরণ সজি,
লইয়া মন্দাররাজি,
দয়াময়ী দেবীগণ ডাকিছে তোমারে।

২

যাও রে প্রাণের খোকা যাও দেবদেশে,
এদেশে কেবল শোক,
জরা, মৃত্যু, রোগ, ভোগ,
শান্তিশূন্য নর সদা বিপন্ন বিলাসে।

৩

যাও রে আমার খোকা যাও অমরায়,
অমরা আনন্দভরা,
প্রীতি প্রাণ পূর্ণ করা,
স্নেহের বিপণি খোলা দেবের সভায়,
যাও রে আমার খোকা যাও অমরায়

৪

স্বর্নদীর স্বর্গতীর বড় সুমধুর,
যাও রে সেখানে যাও,
নন্দনের হাওয়া খাও,
তোমার অযোগ্য খোকা এ ধরা বন্ধুর

৫

যাও রে স্বর্গের শিশু যাও স্বর্গপুরে,
স্বর্গধামে রবি-শশী,
এক সঙ্গে আছে মিশি,
এক সঙ্গে দিবানিশি সুখে ক্রীড়া করে

৬

যাও স্বর্গধামে যাও স্বর্গের বিনয়,
যাও স্বর্গে যাও খোকা,
স্বর্গ যে অমৃতমাখা,
তব যোগ্য স্থান স্বর্গ শান্তিসুখময়।

যাও খোকা যাও।

দিলাম বিদায় আমি—যাও খোকা যাও।
অনন্ত আনন্দধামে—যাও খোকা যাও।
শান্তি নিকেতনে আজি—যাও বাবা যাও।
প্রভু জগন্নাথ যথা—যাও বাবা যাও।
রোগশোকহীন স্থানে—যাও বাবা যাও।
কল্পদ্রুমতরুতলে—যাও বাব' যাও।
স্বধর্ম্মে গড়িয়া রাখ সুবর্ণ মন্দির
দুঃখিনী মায়ের তরে—যাও বাছা যাও।
যাও আমি আসিতেছি—যাও রে মাণিক।
নন্দনকাননতলে, সুমেরুর শিরে,
মন্দাকিনী-উপকূলে, মৃদুল বাতাসে,
ক্রীড়ামগ্ন রহ সদা শুভ্র শিলাতলে।
আমিও মিলিব গিয়া তোমার সহিত
চুম্বিতে বদন তব। যাও খোকা যাও।